

প্রাচীনশিক্ষা

শ্রীশ্রীল-রঘুনাথদাস-গোস্বামি-বিরচিত।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
নবদ্বীপ (নদীয়া)

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাকৌ জয়তঃ

শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর
শ্রীশ্রীল-রঘুনাথদাস-গোস্বামি-বিরচিতা

শ্রীমদুপনিষদ

(শ্রীস্বনিয়ম-দশকসহিতম্)

[পরিশিষ্টে শ্রীস্বনিয়ম-দ্বাদশকঞ্চ]

শ্রীল-ভক্তিবিনোদ-ঠাকুরকৃত-‘ভজন-দর্পণ’-ভাষ্যসমেতা

জগদগুরু-ওঁ বিষ্ণুপাদাষ্টোত্তরশতশ্রী-

শ্রীমদুপনিষদ-সরস্বতী-গোস্বামি-প্রভুপাদানুকম্পিত-
প্রিয়পার্ষদপ্রবর-“শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত-সমিতিঃ” প্রতিষ্ঠাতা-

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট-ওঁ বিষ্ণুপাদ-১০৮শ্রী-

শ্রীমদুপনিষদপ্রজ্ঞান-কেশব-গোস্বামি-মহারাজানুগৃহীত-
পরিব্রাজকচার্য্য-ত্রিদণ্ডিস্বামিনা

শ্রীমদুপনিষদ-বামন-মহারাজ-সম্পাদিতা

[সেবানুকূল্যম্—

৪৫

ত্রিদিগ্‌ম্বামী ত্রিমুক্তিবেদান্ত আচার্য মহারাজ-কর্তৃক

ত্রিদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ
জিলা—নদীয়া (পঃ বঃ) হইতে প্রকাশিত ।

আদি-সংস্করণ

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-তিথি

৩০শে ত্রিবিক্রম, ৪৯৯ শ্রীগোবিন্দ,

২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯২ : ইং ৩/৬/১৯৮৫

গ্রন্থ-প্রাপ্তিস্থান :-

- ১। ত্রিদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ,
পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) পঃ বঃ ।
- ২। ত্রিবিদ্যোদবিহারী গোড়ীয় মঠ,
২৮, হালদার বাগান লেন (কলিকাতা-৪) ।
- ৩। ত্রীকেশবজী গোড়ীয় মঠ,
পোঃ ও জেলা মথুরা (উঃ প্রঃ) ।
- ৪। শ্রীনীলাচল গোড়ীয় মঠ,
স্বর্গদ্বার, পোঃ ও জেলা পুরী (উড়িষ্যা) ।
- ৫। শ্রীগোলোকগঞ্জ গোড়ীয় মঠ,
পোঃ গোলকগঞ্জ, জেলা ধুবড়ী (আসাম) ।
- ৬। শ্রীমেঘালয় গোড়ীয় মঠ,
পোঃ তুরা (ওয়েস্ট গারো হিল্‌স) মেঘালয় ।
- ৭। শ্রীনরেন্দ্র গোড়ীয় মঠ,
অরবিন্দ লেন, পোঃ ও জেলা কোচবিহার (উঃ বঃ)

মুদ্রাকর :- শ্রীজহরলাল ভট্টাচার্য

মোহন প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,

২/এ, কৈদার দত্ত লেন (কলিকাতা-৬)

নিবেদন

পরমারাধ্য জগদগুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমুক্তিপ্রজ্ঞান
কেশব গোস্বামী প্রভুবরের অহৈতুকী রূপায় শ্রীশ্রীমদ রঘুনাথদাস
গোস্বামি-বিরচিত “শ্রীমদঃশিক্ষা” গ্রন্থরাজ প্রকাশিত হইলেন । ইহা
সাধক ও সিদ্ধ—উভয়েরই পক্ষে অত্যন্ত উপাদেয় গ্রন্থ । শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়িণী
শ্রদ্ধার উদয়ে সাধক-সিদ্ধের বাহা বাহা অবশ্য অনুষ্ঠেয় ও কর্তব্য, তৎসমস্তই
ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে ।

শ্রীমদ্রূপাভ্যাস প্রিয়পার্শ্বদ বৈরাগ্যের মুষ্টিমান বিগ্রহ স্বরূপ-রূপানুগবর
জগদ্বরেণ্য শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু দ্বাদশ-শ্লোকায়ক যে
‘মনঃশিক্ষা’ রচনা করিয়াছেন, তাহা সমগ্র গোড়ীয়-বৈষ্ণবগণের প্রাণ-
স্বরূপ । গুরুভক্তি-প্রবাহের মূল-ভগীরথ গদাধরাভিন্নতরু শ্রীগোর-নিজজন
শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ইহার “ভজন-দর্পণ”-নামক ভাষ্য
রচনা করায় শ্লোকস্থ প্রয়োজনীয় শব্দের গূঢ়ার্থ পরিস্ফুট হওয়ায়, ইহা
পরমোপাদেয় হইয়াছে । ভাষ্যে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের স্বকৃত পন্থানুবাদ
সংযোজিত হওয়ায় ইহার অধিকতর গৌরব বৃদ্ধি পাইয়াছে । বিশেষ
আনন্দের বিষয়, মথুরা-ধামস্থ শ্রীকেশবজী গোড়ীয় মঠ হইতে এই গ্রন্থের
হিন্দী সংস্করণ সম্পাদিত ও প্রকাশিত হওয়ায় হিন্দী-ভাষাভাষিগণ উহা
আলোচনাপূর্বক উপকৃত হইবেন ।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থনপূর্বক তাহার সার সঙ্কলন
করিয়া নিখিল তত্ত্ব-সিদ্ধান্তোপদেশ দ্বারা কলিহত জীবের আত্যন্তিক
মজল বিধান করিয়াছেন । তিনি তাঁহার ভাষ্যের প্রারম্ভেই গুরুবাহুগতা
প্রকাশপূর্বক শ্রীল দাস গোস্বামি-চরণে দণ্ডবৎ-প্রণতি জ্ঞাপন করিয়াছেন,
—“যিনি সমস্ত পার্থিব বন্ধন-ছেদনের লীলা-প্রকাশপূর্বক শ্রীশ্রীমদ্রূপাভ্যাস

একান্ত শরণাপত্তি লাভ করিয়াছিলেন এবং বাঁহাকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশক্রমে শ্রীশ্রীরূপ গোস্বামি-প্রভু সমস্ত ভজনরহস্য শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেই সর্বজগন্নাথ শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীর চরণে দণ্ডবৎ-পতিত হইয়া তৎকৃত “মনঃশিক্ষা”-গ্রন্থের ভাষ্য রচনা করিতেছি। এই দ্বাদশটি শ্লোক গোড়ীয়-বৈষ্ণবদিগের প্রাণধন। শ্রীদাস গোস্বামী স্বীয় মনকে লক্ষ্য করিয়া সমস্ত গোড়ীয়-বৈষ্ণবদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন।”

শ্রীল ঠাকুর মহাশয় তাঁহার ভাষ্যে শ্রীল রূপ-সনাতন-শ্রীজীব-রঘুনাথ দাস-গোস্বামীর বিভিন্ন গ্রন্থাদি হইতে প্রমাণ-শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জল-নীলমণি, বৃহত্তাগবতামৃত, ষট্‌সন্দর্ভ, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত প্রভৃতি ভক্তিগ্রন্থে সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তির অবস্থাভিন্ন ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। “রম্যা কাচিৎপাসনা ব্রজবধূবর্ণেণ ধা কল্পিতা”—ব্রজবধূগণ যেভাবে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিয়াছেন, সেই উপাসনাই সর্বোৎকৃষ্ট; তাহাই বিশুদ্ধ গোড়ীয়গণের ভজন ও সিদ্ধি-লালসা। আমরা দৈন্ত্যময়ী-লালসাময়ী প্রার্থনা, নির্বেদ, আক্ষেপ, বিজ্ঞপ্তি ও মনঃশিক্ষামূলক শ্রীল চণ্ডীদাস, বিছাপতি, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীল লোচনদাস, শ্রীল প্রেমানন্দ প্রভৃতির বৈষ্ণব-পদাবলীসমূহ আলোচনা করিয়া থাকি। বর্তমান আলোচ্য “মনঃশিক্ষা”য় তাহা হইতেও অধিক শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য স্থাপিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামি-বিরচিত “শ্রীমনঃশিক্ষা” মূলশ্লোক ও বঙ্গানুবাদসহ সর্বপ্রথম শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা পরম-হংসস্বামী ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের নিয়ামকত্বে সমিতির মুখপত্র “শ্রীগোড়ীয়-পত্রিকা”র ৮ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যায় (বৈশাখ ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ, ইং ১৮/৫/১৯৫৬) প্রকাশিত হয়। পাঠকবর্গের

অবগতির জন্য তৎকৃত বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

“ওরে ভাই মন! আমি (তোমার) চরণ ধরিয়া চাটুবাঁক্যে প্রার্থনা করিতেছি, তুমি সর্বদা দত্ত পরিত্যাগপূর্বক শ্রীগুরুদেবে, শ্রীব্রজধামে, ব্রজবাসিগণে, সজ্জনে অর্থাৎ বৈষ্ণবে, ব্রাহ্মণগণে, নিজ দীক্ষামন্ত্রে, শ্রীহরিনামে, ও ব্রজের নব-মুকুণ্ড-যুগলের (শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের) চরণাশ্রয়ে সমধিকভাবে অপূর্ব অনুরাগ অবলম্বন কর। ১।

হে মন! তুমি সত্যই শাস্ত্রকথিত ধর্ম বা অধর্ম আচরণ করিও না। কিন্তু, এই ব্রজধামে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রচুর সেবা অহুষ্ঠান করিতে থাক; আর শ্রীশচীনন্দনকে শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনরূপে এবং শ্রীগুরুদেবকে শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়তমরূপে সর্বদা চিন্তা কর। ২।

হে মন! যদি তুমি প্রতিজ্ঞায়ে ব্রজভূমিতে অনুরাগের সহিত বসবাস করিতে ইচ্ছা কর, আর যদি সাক্ষাৎভাবে সেই তরুণযুগলের সেবা করিতে বাসনা কর, তাহা হইলে স্পষ্টই শুন,—তুমি এই জীবনেই শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভু, সগোষ্ঠী শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভু ও তাঁহার অগ্রজ শ্রীসনাতন গোস্বামি-প্রভুকেও সর্বদা প্রীতিভরে স্মরণ কর। ৩।

হে মন! তুমি সদ্বুদ্ধিরূপ সর্বস্বের অপহারিণী অসংকথারূপিণী বেষ্ঠাকে অর্থাৎ জড়বিষয়-কথা পরিত্যাগ কর, মুক্তিরূপিণী ব্যাত্তীর সর্বদেহ-গ্রাসিনী বা সমগ্র-গ্রাসিনী কথা কখনও শুনিও না। তুমি পরব্যোমে বৈকুণ্ঠ-প্রদায়িনী শ্রীনারায়ণ-ভক্তিও পরিত্যাগ করিয়া এই ব্রজে নিজপ্রেম-রত্নদাতা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ভজন কর। ৪।

হে মন! এই সংসারে প্রকাশ্যপথে আক্রমণকারী (বাটপাড়) কাম প্রভৃতি ব্যাসনগণ (রিপুগণ) অনিত্য-বিষয়চেষ্টারূপ হুংখপ্রদ ভয়ঙ্কর বজ্রসমূহের দ্বারা গলায় বন্ধন করিয়া আমাকে যথেষ্টভাবে প্রহার

করিতেছে,—এই বলিয়া তুমি শ্রীকৃষ্ণের পবনক্ষিপণকে (পাহারাওয়াল) অর্থাৎ বৈষ্ণবগণকে প্রচুরভাবে ফুকানিয়া ডাক, বাহাতে তাঁহারা তোমাকে এই শক্রগণ হইতে রক্ষা করেন । ৫ ।

ওরে মন ! (সর্বদা) প্রকাশমান কপট-কুটীনাটী-সমূহরূপ ক্ষণশীল গর্দভ-মূত্রে স্নান করিয়া কেন নিজকে এবং আমাকেও দগ্ধ করিতেছ ? তুমি শ্রীশ্রীগান্ধর্ব-গিরিধারীর পাদপদ্মে প্রেম হইতে প্রকাশিত স্বধামমুদ্রে নিতাস্নান করিয়া নিজকে ও আমাকেও অতিশয় স্থখী কর । ৬ ।

হে মন ! ধৃষ্টা চণ্ডালিনী প্রতিষ্ঠাশা আমার হৃদয়ে নৃত্য করিতে সক্ষম । (তাই) বলি, পবিত্র সাধু প্রেম এই হৃদয়কে কেমন করিয়া স্পর্শ করে ? অতএব, তুমি প্রভু কৃষ্ণের প্রিয় অদ্বিতীয় সামন্তকে অর্থাৎ সেনাপতিকে (শ্রীগুরু-বৈষ্ণবকে) সর্বদা সেবা কর, বাহাতে তিনি সেই প্রতিষ্ঠাশাকে শীঘ্র বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া এই হৃদয়ে সেই প্রেমকে প্রতিষ্ঠা করিয়া দেন । ৭ ।

হে মন ! তুমি এই গোষ্ঠে তাদৃশ কাকুতির সহিত শ্রীগিরিধারীর সেবা কর, বাহাতে তিনি রূপাপূর্বক মাদৃশ শঠেরও দৃষ্টস্বভাব দূর করিয়া দেন, আমাকে প্রেমামৃতও প্রদান করেন এবং শ্রীরাধিকার সেবাবিধানার্থ আমাকে আদেশ করেন । ৮ ।

হে মন ! তুমি বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে আমার ঈশ্বরীর অর্থাৎ শ্রীরাধার ঈশ্বররূপে, সেই বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধাকে নিজ ঈশ্বরীরূপে, শ্রীললিতাকে শ্রীরাধার অতুলনীয় সখীরূপে, শ্রীবিশাখাকে সকল শিক্ষা-বিতরণের গুরুরূপে এবং প্রিয়-সরোবর শ্রীরাধাকুণ্ড ও গিরিরাজ শ্রীগোবর্দনকে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের দর্শন ও প্রেমবিলাসে রতিদায়করূপে চিন্তা কর । ৯ ।

হে মন ! যিনি নিজ সৌন্দর্যের কিরণে শ্রীরতিদেবী, শ্রীগৌরীদেবী ও শ্রীলীলাদেবীকে সন্তুষ্ট করেন, সৌভাগ্য অর্থাৎ বল্লভপ্রিয়স্বের (প্রিয়তমের সোহাগের) আতিশয্যে ইন্দ্রানী, লক্ষ্মী ও সত্যভামাকে পরাভূত করেন, প্রিয়তমের বশীকরণের দ্বারা চন্দ্রাবলীপ্রমুখ তরুণ ব্রজললনাগণকে দূরে নিক্ষেপ করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়সী শ্রীরাধার ভজন কর । ১০ ।

হে মন ! তুমি ব্রজে শ্রীরূপ-সহিত ও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের গণসহিত মদনবিহ্বল শ্রীশ্রীরাধা-গিরিধারীর সাক্ষাৎ সেবালাভের উপায়-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে তাঁহার অর্থাৎ শ্রীগোবর্দনের শ্রবণ-কৌর্টন-স্বরণ-অর্চন-প্রণামরূপ এই পঞ্চামৃত (শ্রীগুরুবর্গের) নির্দেশানুসারে পান করিয়া প্রত্যহ শ্রীগোবর্দনের সেবা কর । ১১ ।

যিনি সমুখ শ্রীরূপের অল্পগত হইয়া সমস্ত অর্থের সম্যক ধারণাপূর্বক মনঃশিক্ষাপ্রদ এই উত্তম একাদশক মধুরস্বরে উচ্চকৌর্টন করেন, তিনি এই গোকুলবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের অতুলনীয় ভজনরত্ন লাভ করেন । ১২ ।”

শ্রীগুরুপাদপদ্ম ‘রূপানুগ’-শব্দের ব্যাখ্যা দিতে গিয়া জানাইয়াছেন,—“শ্রীরূপানুগগণের ভজনীয় সম্পত্তি—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-মিলিততত্ত্ব শ্রীমমহাপ্রভু । শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অল্পগত উন্নত সেবকগণ রূপানুগ-ধারায় স্নাত হইতে ইচ্ছা করেন । কারণ, শ্রীল রূপপাদের ক্রিয়া-কলাপ, আচার-বিচার সমস্তই শ্রীমমহাপ্রভুর ইচ্ছানুরূপ হওয়ায় গোড়ীয়গণ রূপানুগত হইতে গোরব বোধ করেন । শ্রীমমহাপ্রভুর ‘শিক্ষাষ্টক’ই শ্রীমাধব-গোড়ীয়-বৈষ্ণববর্গের একমাত্র ভজনীয় বস্তু । শ্রীল রূপপাদ ও অন্যান্য গোস্বামিগণ উহাকেই বিস্তৃত করিয়া বিভিন্ন গ্রন্থরাজিতে বিবৃত করিয়াছেন । এক কথায় সমস্ত গোস্বামি-গ্রন্থই শিক্ষাষ্টকের বিবৃতি । শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

গোস্বামিবর্গের রচিত স্তব-স্ততিমূলক অষ্টক-দশকাদির সুললিত কাব্যছন্দে মন্থ্যমুদ্রা করিয়া রূপানুগ সাধক ও সিদ্ধবর্গের পরমমঙ্গল ও আনন্দ বিধান করিয়াছেন।”

‘শ্রীরূপানুগ-ভজন’-এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়া তিনি আরও জানাইয়াছেন,—“শ্রীরূপানুগ-ভজন বলিতে উন্নয়নগামী ‘ইচড়ে পাকা’ সহজিয়াগুলি কেবলমাত্র পারকীয় মাধুর্য্য-রসের ভজনকেই ভজন বলিয়া স্বীকার করেন। অত্যাশ্রয় দাস্ত-সখ্য-বাৎসল্যাদি—রূপানুগ-ভজনের অন্তর্গত কোন রস নহে বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। ইহাই সহজিয়াগণের রস-তত্ত্বানভিজ্ঞতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয়। আজকাল সারস্বত-ভক্তিবিনোদ-ধারায় অবস্থিত অনেক ব্যক্তি রূপানুগ-বিচারধারা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ‘ইচড়েপাকা’ সহজিয়াগণের পদাঙ্গ-লেহন করিয়া বলিয়া থাকেন,—“প্রচার করিয়া কি হইবে—কীর্তন করিয়া কি হইবে—‘ভজন কর’, ‘ভজন কর’ * শ্রীমন্নামপ্রভুর শিক্ষা প্রচারই হরি-কীর্তন। শ্রীনামকীর্তন বলিলে শ্রীনাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিচয়বৈশিষ্ট্যাদি সমস্ত তত্ত্বেরই কীর্তন বুঝাইবে। স্তবরাং ঘাঁহার প্রচারক, তাহারাই একমাত্র হরিনামাশ্রিত—কীর্তনীয় এবং রূপানুগ-ভজনকারী। ঘাঁহার মহাপ্রভুর কথা প্রচার করেন না বা প্রচারের সহায়তা করেন না, তাহার রূপানুগ-ভজন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।”

শ্রীল দাসগোস্বামি-বিরচিত “শ্রীমন্নয়ম-দশকম্” স্তবটী ‘মনঃশিক্ষা’র শেষে ক্রোড়পত্ররূপে প্রকাশিত হইল। “শ্রীরাধাকুণ্ডলকম্”, “স্বনিয়ম-দশকম্” প্রভৃতি স্তব সাধারণের আলোচ্য নহে। ইহা জগদগুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিশেষ প্রিয়স্তুত ছিল। তিনি শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমাকালে

শ্রীল দাসগোস্বামি-প্রভুর উক্ত স্তবাদি কীর্তন করিতে করিতে দ্বাদশ-বনাস্রক শ্রীকৃষ্ণ-লীলাস্বলী দর্শন করিতেন। অশ্রুদীপ্ত গুরুপাদপদ্ম তাহার শ্রীগুরুদেবের প্রীতিবিধানের নিমিত্ত তদানুগতোই শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকায় উক্ত স্তবাদি মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

গৌরনিজজন শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীল দাস গোস্বামি-প্রভুর আনুগত্যে যে “শ্রীমন্নয়ম-দ্বাদশকম্” রচনা করেন, তাহা “মনঃশিক্ষা” গ্রন্থের পরিশিষ্টরূপে মুদ্রিত হইল। ইহা শরণাগত ভক্তনেচ্ছা ও ভজনশীল ব্যক্তিগণের বাস্তব জীবনে পরিপালনীয় ও নিত্যপাঠ্য গ্রন্থ। শ্রীল ঠাকুর ‘স্বনিয়ম-দ্বাদশকম্’ রচনাকালে শ্রীরূপ-সনাতনাদি গোস্বামিগণের, বিশেষতঃ শ্রীল দাসগোস্বামি-প্রভুর আনুগত্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা স্তবশেষে তাহার “শ্রীমদ্ভূনাথ দাস-গোস্বামিপ্রভু-চরণেণু-পরায়ণ-শ্রীভক্তিবিনোদদাস-কৃতম্” বাক্যেই পরিস্ফুট। তিনি শ্রীরূপানুগতো শচীনন্দন শ্রীগৌরহরির সেবা ও তদানুগতো শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের অষ্ট-কালীয় স্বারসিকী সেবা প্রার্থনা করিয়াছেন। “মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃষা ভগবন্তং ভজন্তে”—ইহাই নিত্যমুদ্রিত নিত্যমুত্তমগণের সেবাকাজ্ঞা। তাহাদের অপ্রাকৃত বাণী ও শিক্ষাসম্বলিত অপূর্ব তত্ত্ব-সিদ্ধান্তামৃত পান করিয়া সুধী পাঠকবৃন্দ অবশ্যই পরমোপকৃত হইবেন। গ্রন্থ-প্রকাশে যদি কিছু দোষ-ত্রুটি থাকে, অদোষদর্শী সুধী সজ্জনবৃন্দ তাহা কৃপাপূর্বক ক্ষমা করিবেন।

এই গ্রন্থ-প্রকাশে শ্রীমান্ কমলকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ও শ্রীমত্যানন্দ ব্রহ্মচারী প্রক্, সংশোধনাদি কার্যে বিশেষ সহায়তা করায় আন্তরিক ধন্যবাদার্থ। শ্রীগোস্বামি-গ্রন্থ প্রকাশে ঘাঁহার বিশেষ যত্নগ্রহ ও হার্দিক প্রচেষ্টা, গ্রন্থ-প্রচারকার্যে সেই মহাত্ম্যব নিষ্কিন্দন গুরু-বৈষ্ণবসেবকের সেবামূল্য-

সহায়তার নিমিত্ত তিনিও শ্রীসমিতির বিশেষ ধন্যবাদাই। অলমতি-
বিস্তরণ।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
শ্রীজগন্নাথদেবের স্মানষাট্রা-তিথি
সোমবার, ২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯২
(ইং ৩/৬/১৯৮৫)

শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-দাসাহুদাস
শ্রীভক্তি বেদান্ত বামন

শ্রীশ্রীগুরুগোবিন্দো জয়তঃ

শ্রীমদ্রঘুনাথদাস-গোস্বামি-বিরচিতা

শ্রীমতঃশিক্ষা

শ্রীশ্রীগুরুগোবিন্দো জয়তঃ

গুরো গোষ্ঠে গোষ্ঠালয়িষু সৃজনে ভূস্বরগণে
স্বমন্ত্রে শ্রীনাগ্নি ব্রজনবযুবদ্বন্দ্ব-শরণে।
সদা দন্তং হিহা কুরু রতিমপূর্বমতিতরা-
ময়ে স্বান্তব্রাতিচটুভিরাভিষাচে ধ্বতপদঃ ॥ ১ ॥

অর্থ—১। অয়ে (হে) ভ্রাতঃ (ভাই) স্বান্তঃ (মন)।
[আমি তোমার] ধ্বতপদঃ (চরণ ধরিয়া) চটুভিঃ (চাটুবাচ্যে)
অভিষাচে (প্রার্থনা করিতেছি,)—[তুমি] সদা (সর্বদা) দন্তং
(দস্ত) হিহা (পরিত্যাগ করিয়া) গুরো (শ্রীগুরুদেবে), গোষ্ঠে
(ব্রজধামে), গোষ্ঠালয়িষু (ব্রজবাসিগণে), সৃজনে (সজ্জনে
অর্থাৎ বৈষ্ণবে), ভূস্বরগণে (ব্রাহ্মণগণে), স্বমন্ত্রে (নিজ দীক্ষা-
মন্ত্রে), শ্রীনাগ্নি (শ্রীহরিনামে), ব্রজনবযুবদ্বন্দ্ব-শরণে (ব্রজের
নবতরুণযুগলের [চরণ] আশ্রয়ে) অতিতরাম্ (সমধিকভাবে)
অপূর্ব্বাং (অতুলনীয়) রতিং (অনুসরণ) কুরু (অবলম্বন কর)।

“ভজনদর্পণ”-নাম ভাষ্যম্

শ্রীশ্রীগুরুচরণেভ্যো নমঃ ।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ ।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণভ্যাং নমঃ ।

যিনি সমস্ত পার্থিব বন্ধন-ছেদনের লীলা-প্রকাশপূর্বক শ্রীশ্রীমদ্ব্যহা প্রভুর একান্ত শরণাপত্তি লাভ করিয়াছিলেন এবং যাহাকে শ্রীমদ্ব্যহা প্রভুর আদেশক্রমে শ্রীশ্রীস্বরূপ গোস্বামী প্রভু সমস্ত (ভজন-) রহস্য শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেই সর্ব-জগন্নাথ শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীর চরণে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া তৎকৃত “মনঃশিক্ষা” গ্রন্থের ভাষ্য রচনা করিতেছি। এই ষাটশটি শ্লোক গোড়ীয়-বৈষ্ণবদিগের প্রাণধন। শ্রীদাস-গোস্বামী স্বীয় মনকে লক্ষ্য করিয়া সমস্ত গোড়ীয়-বৈষ্ণবদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন।

বহুভাগ্যক্রমে যে-সময় জীবের শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়িণী প্রসঙ্গ উদয় হয়, তখন তাঁহার যাহা যাহা নিতান্ত কর্তব্য, সেই সমস্তই এই পুস্তিকায় উপদিষ্ট হইয়াছে।

শ্লোকার্থঃ—হে স্বাস্থ্য—হে ভ্রাতৃ মন! তোমার চরণ ধরিয়া কাকুতিবাক্যে আমি তোমার নিকট এই প্রার্থনা করি যে,—তুমি শ্রীগুরু, শ্রীব্রজধাম, শ্রীব্রজবাসিগণ, সুজন, ভূসুর-গণ, স্বমন্ত্র, শ্রীহরিনাম ও শ্রীব্রজযুবদ্বন্দ্বের শরণাপত্তিতে দস্ত পরিত্যাগপূর্বক অত্যন্ত অপূর্বরতি বিধান কর ॥ ১ ॥

১। শ্রীগুরুঃ—দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু। গুরুর প্রতি কিরূপ রতি বিধান করিতে হইবে, তাহা দ্বিতীয় শ্লোকে স্পষ্টই বলিয়াছেন।

২। ব্রজধামঃ—গোকুল, নন্দীশ্বর, গোবর্দ্ধন, শ্যামকুণ্ড, যাবট প্রভৃতি ব্রজমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত লীলাস্থল।

৩। ব্রজবাসিগণঃ—শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্ত যে-সমস্ত ঐকান্তিক ভক্ত-জীব ব্রজে বাস করেন। শুদ্ধভক্তমাট্রেই ব্রজবাসী, যেহেতু তাঁহারা শরীরে বা মানসে ব্রজে বাস করেন। ইহারা উত্তম ভাগবত।

৪। সুজনঃ—যে সম্প্রদায়-ভুক্তই হউন, স্বরূপতঃ ব্রজে বাস করেন নাই, এরূপ সাম্প্রদায়িক ও ভগবদ্ভক্তগণ। ইহারা মধ্যম ভাগবত।

৫। ভূসুরগণঃ—বর্ণাশ্রমনিষ্ঠ বৈষ্ণবধর্ম-শিক্ষক ব্রাহ্মণ-গণ। ইহারা কনিষ্ঠ ভাগবত।

৬। স্বমন্ত্রঃ—শ্রীগুরুর নিকট প্রাপ্ত ভগবদ্বাক্ত।

৭। হরিনামঃ—‘শ্রীহরি’, ‘শ্রীরাধাকান্ত’, ‘শ্রীকৃষ্ণ’, ‘শ্রীগোবিন্দ’ ইত্যাদি মুখ্যনাম। ‘পতিতপাবন’, ‘পরমাত্মা’ ইত্যাদি গৌণনাম। মুখ্যনামই আশ্রয়ণীয়।

৮। ব্রজযুবদ্বন্দ্বের শরণাপত্তিঃ—একান্তভাবে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-চরণাশ্রয়ে ‘শরণাপত্তি’ বলি।

৯। দস্তঃ—মায়া, ছল, অবিজ্ঞা, কপটতা, অসরলতা, শাঠ্য

তাঁহার দাসের দাস, হৈতে যার বড় আশ,
এ ভক্তিবিনোদ অকিঞ্চন ।
মনঃশিক্ষা-ভাষা গায়, যথা শুদ্ধভক্তি পায়,
দয়া করি' করেন শ্রবণ ॥
গুরুদেবে, ব্রজবনে, ব্রজভূমিবাসী জনে,
শুদ্ধভক্তে, আর বিপ্রগণে ।
ইষ্টমন্ত্রে, হরিনামে, যুগল-ভজন-কামে,
কর রতি অপূর্ব যতনে ॥
ধরি, মন, চরণে তোমার ।
জানিয়াছি এবে সার, কৃষ্ণভক্তি বিনা আর,
নাহি ঘুচে জীবের সংসার ॥
কর্ম, জ্ঞান, তপঃ, যোগ, সকলই ত' কর্মভোগ,
কর্ম ছাড়াইতে কেহ নারে ।
সকল ছাড়িয়া ভাই, শ্রদ্ধাদেবীর গুণ গাই,
যাঁ'র কৃপা ভক্তি দিতে পারে ॥
ছাড়ি' দম্ভ অনুক্ষণ, স্বর অষ্টতত্ত্ব মন,
কর তাহে নিষ্কপট রতি ।
সেই রতি-প্রার্থনায়, শ্রীদাসগোস্বামি-পায়,
এ ভক্তিবিনোদ করে নতি ॥

ন ধর্ম্যং নাধর্ম্যং শ্রুতিগণ-নিরুক্তং কিল কুরু
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-প্রচুর-পরিচর্যামিহ তনু ।
শচীশ্রুতং নন্দীশ্বরপতিস্মৃতত্বে গুরুবরং
মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্বর পরমজস্রং ননু মনঃ ॥ ২ ॥

অর্থঃ—২। মনঃ (হে মন) ! [তুমি] কিল (সত্যই)
শ্রুতিগণ-নিরুক্তং (শ্রুতিসমূহে অর্থাৎ শাস্ত্রে কথিত) ধর্ম্যং
(ধর্ম্যকার্য) ন কুরু (করিও না), অধর্ম্যং ন (অথবা অধর্ম্যও
করিও না), পরং (কিন্তু), ইহ (এই) ব্রজে (ব্রজধামে)
রাধাকৃষ্ণ-প্রচুরপরিচর্য্যাং (শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রচুর সেবা) তনু
(অনুষ্ঠান করিতে থাক) ; [আর] শচীশ্রুতং (শ্রীশচীনন্দনকে)
নন্দীশ্বরপতিস্মৃতত্বে (নন্দীশ্বর-পতির [নন্দগ্রাম-পতির]
পুত্ররূপে) [এবং] গুরুবরং (শ্রীগুরুদেবকে) মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে
(শ্রীকৃষ্ণ প্রেষ্ঠরূপে) অজস্রং (সর্বদা) স্বর (চিন্তা কর) ।

পূর্বপক্ষঃ—প্রথম সংশয় এই যে, দম্ভ পরিত্যাগপূর্বক
কৃষ্ণভক্তি আশ্রয় করিয়া জীব কিরূপে জীবন নির্বাহ করিবে ?
ধর্ম্যধর্ম্য ব্যতীত ত' জীবন-যাত্রার নির্বাহ হয় না ! দ্বিতীয়
সংশয় এই যে, যদি শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগল-ভজন স্বীকার করা
যায়, তবে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রভুকে কি বলিয়া জানিবে ? তৃতীয়
সংশয় এই যে, শ্রীগুরুদেবকে কি করিয়া ভাবনা করা
যাইবে ? তদন্তরে মীমাংসা-পূর্বক কহিতেছেন,—

মনঃশিক্ষা-ভাষা

‘ধর্ম’ বলি’ বেদে যা’রে, এতেক প্রশংসা করে,
 ‘অধর্ম’ বলিয়া নিন্দে যা’রে।
 তাহা কিছু নাহি কর, ধর্মাদর্শ পরিহর,
 হও রত নিগূঢ় ব্যাপারে ॥
 যাচি মন, ধরি’ তব পায়।
 সে-সকল পরিহরি,’ ব্রজভূমে বাস করি’,
 রত হও যুগলসেবায় ॥
 শ্রীশচীনন্দন-ধনে, শ্রীনন্দনন্দন-সনে,
 এক করি’ করহ ভজন।
 শ্রীমুকুন্দ-প্রিয়জন গুরুদেবে জান, মন,
 তোমা’ লাগি’ পতিতপাবন ॥
 জগতে প্রকট ভাই, তাঁহা বিনা গতি নাই,
 যদি চাহ আপন কুশল।
 তাঁহার চরণে ধরি,’ তদাদেশ সদা স্মরি,’
 এ ভক্তিবিনোদে দেহ’ বল ॥ ২ ॥

যদীচ্ছেরাবাসং ব্রজভূবি সরাগং প্রতিজন্ম-
 যুবদম্বং তচ্চেৎ পরিচরিতুমারাদভিলষেঃ।
 স্বরূপং শ্রীরূপং সগগমিহ তস্তাগ্রজমপি
 ক্ষুটং প্রেম্ণা নিত্যং স্মর নম তদা ত্বং শৃণু মনঃ ॥ ৩ ॥

অর্থঃ—৩। মনঃ (হে মন) ! ত্বং (তুমি) যদি প্রতিজন্মঃ
 (যদি প্রতিজন্মে) ব্রজভূবি (ব্রজভূমিতে) সরাগং (রাগানুগা
 ভক্তির সহিত) আবাসম্ (বসতি) ইচ্ছেঃ (আকাঙ্ক্ষা কর),
 [আর], চেৎ (যদি) তৎ যুবদম্বং (সেই তরুণযুগলকে অর্থাৎ
 শ্রীরাধা-মাধবকে) আরাং (সাক্ষাৎভাবে) পরিচরিতুং (সেবা
 করিতে) অভিলষেঃ (বাসনা কর), তদা (তাহা হইলে) ক্ষুটং
 (স্পষ্টই) শৃণু (শুন),—ইহ (এই জীবনে) স্বরূপং (শ্রীস্বরূপ-
 গোস্বামী প্রভুকে), সগগং (নিজজন-সহিত) শ্রীরূপং (শ্রীরূপ-
 গোস্বামী প্রভুকে), তস্তা (তাঁহার) অগ্রজম্ অপি (অগ্রজ
 শ্রীসনাতনগোস্বামী প্রভুকেও) নিত্যং (সর্বদা) প্রেম্ণা
 (প্রীতিভরে) স্মর (স্মরণ কর), নম (নমস্কার কর)।

পূর্বপক্ষঃ—যে-কোন সম্প্রদায়স্থ বৈষ্ণবের নিকট দীক্ষা
 ও শিক্ষা-লাভ করিলে রাগাঙ্ঘ্রিকা ভক্তির সহিত ব্রজবাস-লাভ
 হইতে পারে কি না? তদুত্তর এই,—

শ্লোকার্থঃ—যদি রাগাঙ্ঘ্রিকা ভক্তির সহিত ব্রজবাস
 লালসা কর এবং শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের সাক্ষাৎ পরিচর্যা আশা

তত্ত্বাবাদি-মাধুর্য্যে ঋতে ধীর্যদপেক্ষতে ।
 নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তিলক্ষণম্ ॥
 বৈধভক্ত্যাধিকারী তু ভাবাবির্ভাবনাবধিঃ ।
 অত্র শাস্ত্রং তথা তর্কম্নুকূলমপেক্ষতে ॥
 কৃষ্ণং স্মরন্ জনক্যন্ত প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতম্ ।
 তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্যাদ্ বাসং ব্রজে সদা ॥
 সেবা সাধক-রূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি ।
 তত্ত্বাবলিপ্সুনা কাৰ্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ ॥
 শ্রবণোৎকীর্ণাদীনি বৈধীভক্ত্যাদিতানি তু ।
 যাত্ৰজানি চ অত্র বিজ্ঞেয়ানি মনীষিভিঃ ॥

অর্থাৎ কেবল রাগাঙ্খিকা ভক্তিনিষ্ঠ ব্রজবাসিদিগের ভাব-প্রাপ্তির জন্য যাঁহার লোভ, তিনিই রাগানুগা ভক্তিতে অধিকারী। শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রাদিতে নন্দ-যশোদাদির ভাবমাধুর্য্যাদি মাত্র শরণ করতঃ শাস্ত্র ও যুক্তির অপেক্ষা না করিয়া তৎপ্রাপ্তির জন্য আকাঙ্ক্ষার্থ বুদ্ধিই লোভোৎপত্তির লক্ষণ। রতির উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত বৈধী ভক্তিতে অধিকার ; কারণ বৈধী ভক্তিতে শাস্ত্র ও অনুকূল যুক্তির অপেক্ষা আছে।

কৃষ্ণকে ও নিজাভীষ্ট কৃষ্ণের প্রিয়তমজনকে স্মরণ করিয়া তাঁহাদের কথায় অনুরক্ত হইয়া সর্বদা ব্রজে বাস করিবে। নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠের ভাব পাইতে যাঁহার লোভ আছে, তিনি সাধকরূপে অর্থাৎ যথাবস্থিত দেহদ্বারা ও সিদ্ধরূপে অর্থাৎ অন্তঃচিন্তিত অভীষ্ট কৃষ্ণসেবোপযোগী দেহদ্বারা কৃষ্ণের ব্রজস্থ

প্রিয়তমজনের ও তদনুগজনগণের অনুসরণপূর্ব্বক সেবা করিবেন। বৈধীভক্তিতে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি (স্বাদযোগ্য) যে-সকল ভক্ত্যঙ্গ কথিত হইতেছে, এই রাগানুগা ভক্তিতেও তাহারা অঙ্গ, ইহা বিজ্ঞগণ জ্ঞাত হইবেন।

সাধনদশা অতিক্রম করত ভাবদশা। ভাবের অস্ত্র নাম 'রতি'। 'রতি' সম্বন্ধে শ্রীরূপ (উজ্জলনীলমণিতে),—

ইয়মেব রতিঃ প্রোঢ়া মহাভাবদশাং ব্রজেৎ ।
 যা যুগ্যা স্তাদ্বিমুক্তানাং ভক্তানাং চ বরীয়সাম্ ॥
 স্তাদ্ভুতৈয়ং রতিঃ প্রেমা প্রোক্তন্থ স্নেহঃ ক্রমাদয়ম্ ।
 স্তান্মানঃ প্রণয়ো রাগোহনুরাগো ভাব ইত্যপি ॥
 বীজমিচ্ছুঃ স চ রসঃ স গুড়ঃ খণ্ড এব সঃ ।
 স শর্করা সিতা সা চ সা যথা স্ত্রাং সিতোপলা ॥
 অতঃ প্রেমবিলাসাঃ স্ত্যর্ভাবাঃ স্নেহাদয়স্ত যট্ ।
 প্রায়ো ব্যবহ্রিয়ন্তেহমী প্রেম-শব্দেন স্মৃতিভিঃ ॥
 যস্তা ষাদৃশজাতীয়ঃ কৃষ্ণে প্রেমানুদধতি ।
 তস্তাং তাদৃশজাতীয়ঃ স কৃষ্ণস্তাপ্যদীয়তে ॥

অর্থাৎ এই রতিই প্রোঢ়াবস্থায় মহাভাবদশা প্রাপ্ত হয়। ইহা বিমুক্ত শ্রেষ্ঠভক্তগণের যুগ্য। এই রতি দৃঢ় হইলে প্রেমের উদয়ে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও ভাব-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যায়—ইক্ষুর বীজ হইতে ইক্ষুরস, গুড়, খণ্ড, শর্করা, সিতা ও সিতপল নামে কথিত হয়। অতএব প্রেমবিলাসসকল স্নেহাদি ছয় প্রকার।

সুরিগণ এ সকলকে প্রায়ই প্রেম-শব্দে অভিহিত করেন।
যাঁহার কৃষ্ণে যে-প্রকার প্রেমার উদয় হয়, কৃষ্ণেরও তাহাতে
তাদৃশ প্রীতি উদিত হয়।

নিগূঢ় বিচারে ব্রজে যে শৃঙ্গাররস-সম্বন্ধী প্রেমা, তাহা
অত্যাশ্চর্য্য সম্প্রদায়ে যদি থাকে, তবে স্বল্প। এতদ্বিবন্ধন শ্রীদাস-
গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতপ্রভুর কৃপাপাত্র শ্রীশ্বরূপাদি মহোদয়কে
শিক্ষাপুঙ্কররূপে বরণ করিতে তদ্ভাবলিপ্সুদিগকে উপদেশ
করিয়াছেন।

২। জন্মে জন্মে,—প্রেমলক্ষণা রাগাঙ্খিকা ভক্তি অনেক
জন্মে সিদ্ধ হয়। কৃপা হইলে শীঘ্রই সিদ্ধ হয় ॥ ৩ ॥

মনঃশিক্ষা-ভাষা

রাগাবেশে ব্রজধাম- বাসে যদি তীব্র কাম,
থাকে তব হৃদয়-ভিতরে।
রাধাকৃষ্ণ-লীলারস- পরিচর্যা-মূলানস,
হয় যদি নিতান্ত অন্তরে ॥
বলি তবে, শুন, মম মন।
ভজন-চতুরবর, শ্রীশ্বরূপ-দামোদর,
প্রভুসেবা যাঁহার জীবন ॥

সগণ শ্রীরূপ—যিনি, রসতত্ত্বজ্ঞান-মণি,
লীলাতন যে কৈল প্রকাশ।
তাঁহার অগ্রজ ভাই, যাঁহার সমান নাই,
বর্ণিল যে যুগলবিলাস ॥
সেই সব মহাজনে, স্পষ্ট প্রেম-বিজ্ঞাপনে,
স্বর, নম তুমি নিরন্তর।
ভক্তিবিনোদের নতি, মহাজনগণ-প্রতি,
বিজ্ঞাপিত করহ সত্বর ॥ ৩ ॥

অসদ্বার্ত্তা-বেশ্যা বিম্বজ মতিসর্ব্বস্বহরণীঃ
কথা যুক্তি-ব্যাত্ত্যা ন শৃণু কিল সর্ব্বাঙ্গগিলনীঃ।
অপি ত্যক্তা লক্ষ্মীপতিরতিমিতো ব্যোমনয়নীং
ব্রজে রাধাকৃষ্ণে স্বরতিমগিদৌ হুং ভজ মনঃ ॥ ৪ ॥

অর্থঃ—৪। মনঃ (হে মন)! মতিসর্ব্বস্বহরণীঃ
(শুদ্ধবুদ্ধিরূপ সর্ব্বস্বাপহারিণী) অসদ্বার্ত্তা-বেশ্যাঃ (অসৎ-
কথারূপিণী বেশ্যাকে) বিম্বজ (পরিত্যাগ কর) ; যুক্তিব্যাত্ত্যাঃ
(যুক্তিরূপা ব্যাত্তীর) সর্ব্বাঙ্গগিলনীঃ (আত্মসত্তার নাশিনী)
কথাঃ (কথা) কিল (নিশ্চয়ই) ন শৃণু (শ্রবণ করিও না)।
হুং (তুমি) ব্যোমনয়নীং (পরব্যোমে বৈকুণ্ঠপ্রাপিকা)
লক্ষ্মীপতিরতিমু অপি (শ্রীনারায়ণ-ভক্তিও) ত্যক্তা (পরিত্যাগ

করিয়া) ইতঃ (এই) ব্রজে (ব্রজধামে) স্বরতিমণিদৌ (নিজ প্রেমরত্ন-দাতা) রাধাকৃষ্ণৌ (শ্রীরাধাকৃষ্ণকে) ভজ (ভজন কর)।

প্রেমলাভের প্রতিবন্ধক নির্দেশ করিতেছেন,—

শ্লোকার্থঃ—হে মন! মতিসর্বস্বহরণী অসদ্বার্তারূপা বেষ্টা ও সর্বাত্মগিলনী মুক্তিব্যাঘ্রীর কথা নিশ্চয়রূপে পরিত্যাগ কর। আরও বলি, পরবোম-গতিদায়িনীরূপা লক্ষ্মীপতির সম্বন্ধে রতি ত্যাগপূর্বক স্বরতিদ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণকে ব্রজে ভজনা কর ॥ ৪ ॥

১। মতিসর্বস্বহরণী অসদ্বার্তারূপা বেষ্টা,—বেষ্টা যেমন লম্পট ব্যক্তির অর্থ, সর্বস্ব হরণ করে, অসদ্বার্তাও তদ্রূপ মতিসর্বস্ব হরণ করে। পরমার্থলাভে মতিই জীবের একমাত্র ধন। তাহাই ভজনশীল পুরুষের সর্বস্ব। অসদ্বার্তাই কেবল তাহা হরণ করে। অনিত্য বস্তুর আলোচনা ও সম্বন্ধ সমস্তই অসৎ। ক্ষুদ্রার্থপ্রদ শাস্ত্র-আলোচনা, অর্থপিপাসা, জ্বীসঙ্গ, জ্বীসঙ্গি-জনসঙ্গ ইত্যাদি অসদ্বিষয়। তদ্বিষয়ে সাভিলাষ অনুশীলনের নাম ‘বার্তা’। মতিসম্বন্ধে শ্রীরায়-রামানন্দ—

কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ ক্রীয়তাং যদি কুতোহপি লভ্যতে।

তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং জন্মকোটিস্বকৃৎকৈর্ন লভ্যতে ॥

অর্থাৎ হে মানবগণ! কৃষ্ণভক্তিরসদ্বারা ভাবিতা অর্থাৎ সুবাসিতা মতি যদি কোনও স্থানে প্রাপ্ত হও তবে ক্রয় কর,

উহার মূল্য কেবল লালসামাত্র, তন্নিম্ন কোটি কোটি জন্মের সুকৃত দ্বারাও ঐ মতি লভ্য হয় না।

২। সর্বাত্মগিলনী মুক্তিব্যাঘ্রীর কথা,—এস্থলে ‘মুক্তি’-শব্দে ব্রহ্মনির্ব্বাণ বা সাযুজ্যমুক্তি। সাযুজ্যমুক্তি সহজেই সমস্ত আত্মসত্তাকে নাশ করে; যে ব্রহ্মসত্তাকে স্থাপন করে, তাহাও খ-পুষ্পের আয় বাগাড়ম্বরমাত্র। বস্তুতঃ, সর্বশক্তি-সম্পন্ন ভগবান্ই এক পরম তত্ত্ব। ভগবচ্ছক্তি নিত্য; অতএব, সেই শক্তি চিদ্রূপে ভগবল্লীলা, অচিদ্রূপে বা মায়াৰূপে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, তথা বদ্ধজীবের স্থূল-লিঙ্গরূপ শরীরদ্বয় এবং তটস্থ- (বা জীবশক্তি) রূপে অনন্ত জীবসকল নিত্য বিস্তার করত ভগবৎ-সেবা করিয়া থাকেন। যাহারা ভগবদ্বিদ্বেষী বা পরমরমণীয়া চিল্লীলার বিরোধী, তাহারা স্বকর্শ্মফলে স্বাত্মনাশরূপ একটি ব্রহ্মলয়-গতি ভাণ করিয়া তদালোচনায় মুখ পাইয়াছি, মনে করেন,—দণ্ডা যেমত আত্মহত্যা করিয়া সুখী হয়, তদ্বৎ। এবংবিধ মুক্তিকথা অর্থাৎ মুক্তি-সাধন-জ্ঞান যে-সকল প্রক্রিয়া ও উপাসনাদি স্থির আছে, তাহার বিষয় এবং তদাগ্রহি-জনের সঙ্গ যত্নপূর্বক পরিত্যাগ করিবে। তদ্বিষয়ে শ্রীরূপ—

ভুক্তি-মুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে।

তাবন্ত্তিস্থতাত্ৰ কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥

শ্রীকৃষ্ণ-চরণাস্তোজসেবা-নির্বৃত্তচেতসাম্।

এযাং মোক্ষায় ভক্তানাং ন কদাচিৎ স্পৃহা ভবেৎ ॥

অর্থাৎ ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহারূপ পিশাচী যতদিন হৃদয়ে বর্তমান থাকিবে, ততদিন তথায় ভক্তিপথের অভ্যুদয় কিরূপে হইবে? অর্থাৎ ভুক্তি-মুক্তিবাঞ্ছা ভক্তিপথের অন্তরায়। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণকমল-সেবাজাত-পরমানন্দপূর্ণচিত্ত ভক্তদিগের কখনও মোক্ষবাঞ্ছা হয় না।

৩। ব্যোমনয়নী লক্ষ্মীপতিরতি,—পরব্যোমরূপ ভগ-বদ্ধাম—যথায় ঐশ্বর্য্যপ্রধান নারায়ণের অবস্থিতি। লক্ষ্মীপতির সেবার দ্বারা সেই ধামে সামীপ্য, সাষ্টি, সালোক্য ও সারূপ্য—এই চারি-প্রকার মুক্তিলাভ হয়। তৎসম্বন্ধে শ্রীরূপ—

যত্র ত্যাজ্যতয়ৈবোক্তা মুক্তিঃ পঞ্চবিধাপি চেৎ।

সালোক্যাদিস্তথাপ্যত্র ভক্ত্যা নাতিবিরুদ্ধাতে ॥

সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা সেয়ং প্রেমসেবোত্তরেত্যপি।

সালোক্যাদি-বিধা তত্র আত্ম সেবাজুযাং মতা ॥

কিন্তু প্রেমৈকমাধুর্য্যভূজ একান্তিনো হরৌ।

নৈবান্বীকুর্ষতে জাতু মুক্তিং পঞ্চবিধামপি ॥

তত্রাপ্যেকান্তিনাং শ্রেষ্ঠা গোবিন্দ হৃদমানসাঃ।

যেযাং শ্রীশ-প্রসাদোহপি মনো হর্ভুং ন শকুয়াৎ ॥

সিদ্ধান্ততত্ত্বভেদেহপি শ্রীশ-কৃষ্ণরূপয়োঃ।

রসেনোৎকৃষ্টতে কৃষ্ণরূপমেবা রসস্থিতিঃ ॥

অর্থাৎ যদিও পূর্বোক্ত উদাহরণসমূহে সালোক্য, সারূপ্য, সামীপ্য, সাষ্টি ও সাযুজ্য—এই পঞ্চবিধ মুক্তি পরিত্যাগের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তথাপি সালোক্যাদি চারিপ্রকার মুক্তি

ভক্তির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ নহে, কারণ উক্তপ্রকার মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি-দিগেরও শ্রীকৃষ্ণভক্তি হইয়াছে, শুনিতে পাওয়া যায়। সালো-ক্যাদি চারিপ্রকার মুক্তির দুইটি অবস্থা, যথা—সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা ও প্রেমসেবোত্তরা। প্রথমোক্তাবস্থায় সুখ ও ঐশ্বর্য্যের বাঞ্ছাই প্রধান এবং শেষোক্তাবস্থায় প্রেমসেবা-বাঞ্ছাই প্রধান। প্রথম-টিকে সেবারসিক ভক্তগণ ভক্তির বিরোধী বলিয়া মনে করেন। কিন্তু প্রেম-মাধুর্য্যাস্বাদনপর শ্রীহরির একান্ত অমুরক্ত ভক্তগণ পঞ্চবিধ মুক্তির কোন প্রকারই অঙ্গীকার করেন না। উক্ত প্রেম-মাধুর্য্যাস্বাদক একান্ত অমুরক্ত ভক্তগণের মধ্যে শ্রীনন্দনন্দনের চরণারবিন্দ যাঁহাদের চিত্ত হরণ করিয়াছেন, তাঁহারা শ্রেষ্ঠ। পরব্যোমনাথ লক্ষ্মীপতি নারায়ণের এবং দ্বারকাধীশ রুক্মিণীপতি শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদও তাঁহাদিগের মন হরণ করিতে পারেন না। যদিও শ্রীনাথে ও শ্রীকৃষ্ণে স্বরূপতঃ সিদ্ধান্তগত কোন ভেদ নাই—ইহাই প্রতিপন্ন হয়, তথাপি সর্বোৎকৃষ্টপ্রেমময় রস-নিবন্ধন শ্রীকৃষ্ণরূপেরই উৎকর্ষ লক্ষিত হয়। কারণ উক্ত প্রেমময় রস স্বভাবতঃ শ্রীকৃষ্ণরূপকেই উৎকৃষ্টস্বরূপে প্রদর্শন করে।

তদ্বিষয়ে শ্রীহরিদাস,—

অলং ত্রিদিববার্ত্তয়া কিমিতি সার্কভৌমশ্রিয়া

বিদূষতরবার্ত্তিনী ভবতু মোক্ষলক্ষ্মীরপি।

কলিন্দ-গিরিনন্দিনী-তটনিকুণ্ড-পুষ্পোদরে

মনো হরতি কেবলং নবতমালনীলং মহঃ ॥

অর্থাৎ শ্রীহরিদাস—স্বর্গের কথায় আর প্রয়োজন নাই, সকল ভূমির আধিপত্যই বা কি হইবে এবং মোক্ষলক্ষ্মীর নাম কীর্তনও দূরবর্তী হউক, কালিন্দীতটবর্তি-নিকুঞ্জপুঞ্জ মধ্যে নবতমালসদৃশ নীলবর্ণ জ্যোতিই কেবল আমার মনকে হরণ করিতেছে।

৪। স্বরতিদ,—আত্মরতিদ। সমস্ত আত্মার আত্মা যে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, তাহাতে অণু-চৈতন্যরূপ নিত্য-কৃষ্ণদাস জীবের যে স্বাভাবিকী রতি, তাহাই আত্মরতি। ঐ রতি জীবের নিত্যসিদ্ধ ধর্ম হইলেও মায়ামুগ্ধ অবস্থায় তাহা অবিজ্ঞা-জনিত নানা বাসনা-দ্বারা আচ্ছাদিত। এতদ্বিষয়ে শ্রীমদীশ্বরপুরী,—

ধ্যানাং হৃদি ভাসতাং গিরিবর-প্রত্যগ্রকুঞ্জোকসাং
সত্যানন্দরসং বিকারবিভবব্যাবৃত্তমন্তর্মহঃ।
অস্মাকং কিল বল্লবীরতিরসো বৃন্দাটবীলালসো
গোপঃ কোহপি মহেদ্রনীলকচিরশ্চিভে মুহঃ ক্রীড়তু ॥

অর্থাৎ পর্বতরাজের বিশুদ্ধ কুঞ্জবাসী ধন্য পুরুষদিগের হৃদয়ের বিকার বিভব-বিরহিত অন্তরের উৎসবরূপ সত্যানন্দরস প্রকাশিত হউক, কিন্তু আমাদের হৃদয়ে নিশ্চয় গোপী-রতিরস-স্বরূপ বৃন্দাবন-বিলাসী ইন্দ্রনীলকান্তিশালী কোন গোপ নিরন্তর ক্রীড়া করুন।

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী,—

রসং প্রশংসন্তু কবিত্বনিষ্ঠা ব্রহ্মামৃতং বেদশিরোনিবিষ্টাঃ।
বয়ন্ত গুঞ্জা-কলিতাবতঃসং গৃহীতবংশং কমপি শ্রয়ামঃ ॥

অর্থাৎ কবিত্বনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ রসকে প্রশংসা করুন এবং ক্রান্তিপরায়ণ ব্যক্তিগণ ব্রহ্মরূপ অমৃতকে প্রশংসা করুন, কিন্তু আমরা কোন গুঞ্জার অবতঃসংশালী বংশীধারীকে আশ্রয় করি।

শ্রীকবিরত্ন,—

জাতু প্রার্থয়তে ন পার্থিবপদং নৈন্দ্রে পদে মোদতে
সন্ধতে ন চ যোগসিদ্ধিষু ধিয়ং মোক্ষং ন চাকাজ্জতি।
কালিন্দী-বনসীমনি স্থিরতড়িগ্নেবহ্যাতৌ কেবলং
শুদ্ধে ব্রহ্মণি বল্লবী-ভুজলতাবন্ধে মনো ধাবতি ॥

অর্থাৎ আমার মন কখন রাজপদ প্রার্থনা করে না, ইন্দ্রপদে আমোদ প্রকাশ করে না, যোগসিদ্ধি বিষয়ে বুদ্ধিকে সন্ধান করে না, মোক্ষের প্রতিও আকাজ্জা রাখে না; কিন্তু কেবল কালিন্দীর বনসীমায় স্থিরবিহ্বাৎ ও মেঘছাতিকরূপ, গোপীভুজ-লতাবন্ধ অর্থাৎ আলিঙ্গিত নির্মল ব্রহ্মে ধাবিত হইতেছে।

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী,—

অনঙ্গ-রসচাতুরী-চপলচাক-চেলাক্ষল-
ম্বকরকুণ্ডল-স্মুরিতকান্তি-গণ্ডস্থলঃ।
ব্রজোল্লসিত-নাগরী-নিকররাসলাস্তোৎসুকঃ
স মে সপদি মানসে স্মরতু কোহপি গোপালকঃ ॥

অর্থাৎ যিনি কন্দর্পরাসরস-চাতুর্য্যাবিশিষ্ট, ঘাঁহার মনোহর বস্ত্রাক্ষল অতিশয় চপল, ঘাঁহার গণ্ডস্থল স্মুরিত-চঞ্চল-মকরাকৃতি কুণ্ডলের কান্তিশালী এবং যিনি ব্রজস্থ আনন্দময়ী নাগরী-

সমূহের রাসনৃত্যে সমুৎসুক, সেই কোন গোপাল আমার
মনোমধ্যে স্মুরিত হউন ।

ব্রজে রাধাকৃষ্ণের ভজনাঙ্গারাই সেই সিদ্ধিরতি-স্বরূপ মণি
পুনঃ প্রকটতা লাভ করত মহাভাব পর্য্যন্ত পুষ্ট হয় ॥ ৪ ॥

মনঃশিক্ষা-ভাষা

কৃষ্ণবাক্তা বিনা আন, 'অসদ্বাক্তা' বলি' জ্ঞান,
সেই বেশা অতি ভয়ঙ্করী ।

শ্রীকৃষ্ণবিষয়া মতি, জীবের দুর্লভ অতি,
সেই বেশা মতি লয় হরি' ॥

শুন, মন, বলি হে তোমায় ।

'মুক্তি'-নামে শার্দূলিনী, তা'র কথা যদি শুনি,
সর্বাত্মসম্পত্তি গিলি' খায় ॥

তহুভয় ত্যাগ কর, মুক্তিকথা পরিহর,
লক্ষ্মীপতি-রতি রাখ দূরে ।

সে রতি প্রবল হ'লে, পরব্যোমে দেয় ফেলে',
নাহি দেয় বাস ব্রজপুরে ॥

ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-রতি, অমূল্য ধনদ অতি,
তাই তুমি ভজ চিরদিন ।

রূপ-রঘুনাথ-পায়, সেই রতি-প্রার্থনায়,
এ ভক্তিবিনোদ দীনহীন ॥ ৪ ॥

অসচেষ্টা-কষ্টপ্রদ-বিকট-পাশালিভিরহ
প্রকামং কামাদি-প্রকট-পথপাতিব্যতিকরৈঃ ।

গলে বদ্ধা হন্তেহহমিতি বকভিদ্ভগ্নপগণে
কুরু ত্বং ফুৎকারানবতি স যথা ত্বাং মন ইতঃ ॥ ৫ ॥

অর্থঃ—৫। মনঃ (হে মন) ! ইহ (এই সংসারে) কামাদি-
প্রকটপথপাতিব্যতিকরৈঃ (প্রকাশ্যপথে আক্রমণকারী কাম-
প্রভৃতি ব্যসনগণ) অসচেষ্টা-কষ্টপ্রদ-বিকট-পাশালিভিঃ (অনিত্য
বিষয়-চেষ্টারূপ দুঃখপ্রদ ভয়ঙ্কর রজ্জুসমূহের দ্বারা) গলে বদ্ধা
(গলায় বন্ধন করিয়া) অহং (আমাকে) প্রকামং (যথেষ্ট)
হন্তে (মারিতেছে বা পীড়ন করিতেছে), ইতি (—এই বলিয়া)
ত্বং (তুমি) বকভিদ্ভগ্নপগণে (বকারি শ্রীকৃষ্ণের পথরক্ষক-
গণকে অর্থাৎ বৈষ্ণবগণকে) প্রকামং (প্রচুরভাবে) ফুৎকারান্
কুরু (উচ্চ চীৎকার করিয়া অর্থাৎ ফুৎকারিয়া ডাক) যথা
(যাহাতে) সঃ (সেই রক্ষিগণ) ত্বাং (তোমাকে) ইতঃ
(ইহাদের হাত হইতে) অবতি (রক্ষা করেন) ।

শ্লোকার্থঃ—হে মন ! কামাদি স্পষ্ট পথপাতি (বাটপাড়)
ব্যতিকর (সমূহ-কর্তৃক) অসচেষ্টারূপ কষ্টপ্রদ বিকট পাশালি-
(পাশশ্রেণী) দ্বারা (আমার) গলদেশ বদ্ধ হওয়ায় 'আমি হত
হইয়াছি'—এই বলিয়া তুমি কাতরস্বরে বকভিদ্ভগ্নপগণকে
ফুৎকার করিয়া ডাকিতে থাক; তাহাতে তাঁহারা অবশ্য
তোমাকে এরূপ অবস্থা হইতে রক্ষা করিবেন ॥ ৫ ॥

১। কামাদি-প্রকট-পথপাতিব্যতিকর,—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য—এই ছয়টি প্রকট (স্পষ্ট) পথপাতিব্যতিকর, অর্থাৎ জীবনপথের দস্যুরূপে ব্যতিকর,—পরস্পর মিলিত হইয়া (দস্যুবৃত্তি করে)। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়,—
ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষুপজায়তে।

সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে ॥

ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।

স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্চতি ॥

অর্থাৎ ভক্তিশূন্য বৈরাগ্যযোগের অনর্থ আলোচনা কর। বৈরাগ্য চেষ্টা করিতে করিতেও যে-সময় বিষয়ধ্যান উপস্থিত হয়, তখন ক্রমশঃ বিষয়ের সঙ্গ অর্থাৎ স্পৃহা জন্মে, সঙ্গ হইতে কাম উৎপন্ন হয় এবং কাম হইতে ক্রোধ আসিয়া উপস্থিত হয়। ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতিবিভ্রম, স্মৃতিবিভ্রম হইতে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হইতে সর্বনাশ উপস্থিত হয়।

ভাষ্যকার শ্রীবলদেব,—“বিষয়ান্ শব্দাদীন সুখহেতু-বুদ্ধ্যা ধ্যায়তঃ পুনঃ পুনশ্চিন্তয়তো যোগিনস্তেষু বিষয়েষু সঙ্গঃ আসক্তির্ভবতি, সঙ্গাদ্ভোতোস্তেষু কামতৃষ্ণা জায়তে, কামাচ্চ কেনচিৎ প্রতিহতাৎ ক্রোধঃ, ক্রোধাৎ সম্মোহঃ, কার্য্যাকার্য্য-বিবেক-বিজ্ঞান-বিলোপঃ, সম্মোহাৎ স্মৃতিরিন্দ্রিয়-বিজয়াদি-প্রযত্নান্নসঙ্কের্বিভ্রমো বিভ্রংশঃ, স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিরাত্মজ্ঞানার্থক-স্বাধ্যবসায়স্ত নাশঃ, বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্চতি পুনর্বিষয়ভোগনিমগ্নো

ভবতি সংসরতীত্যর্থঃ।” ভাষ্যকার বলদেব বলিতেছেন—
শব্দাদি বিষয়কে সুখহেতু বোধে পুনঃ পুনঃ চিন্তাকারী যোগি-
সকলের তাহাতে আসক্তি হয়; সঙ্গহেতু তাহাতে কাম-তৃষ্ণা
জন্মে; কাম হইতে কাহারও বাধাপ্রাপ্ত হইয়া ক্রোধ, ক্রোধ
হইতে সম্মোহ (কার্য্যাকার্য্য-বিবেক-বিজ্ঞান-বিলোপ), তাহা
হইতে ইন্দ্রিয়বিজয়-প্রযত্নান্নসন্ধির বিভ্রম-বুদ্ধি (আত্মজ্ঞানার্থক
অধ্যবসায়ের নাশ), বুদ্ধিনাশে বিনাশ অর্থাৎ পুনরায় বিষয়
ভোগে নিমগ্ন হয়।

২। অসচেষ্টারূপ কষ্টপ্রদ বিকট-পাশালি (পাশ-
শ্রেণী) দ্বারা গলে বদ্ধ,—পূর্ব অসচেষ্টারূপ কষ্টদায়ক
ভয়ানক পাশসমূহ-দ্বারা গলদেশ বদ্ধ হওয়ায়।

৩। বকভিদ্ভগ্নপগণে,—‘বক’ নামক মূর্ত্তিমৎ কপটতা-
স্বরূপ অসুর-বিশেষ। শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে দুই খণ্ড করিয়া নষ্ট
করেন। তাঁহার বর্জ্য অর্থাৎ প্রেমানুশীলনরূপ পথ। সেই
পথের রক্ষক বৈষ্ণবগণ। শ্রীরামানুজ,—

প্রহ্লাদ-নারদ-পরাশর-পুণ্ডরীক-

বাসাধরীষ-শুক-শৌনক-ভীষ্ম-দাল্ভান্।

রুক্মাদদোদ্ধব-বিভীষণ-ফাল্গুনাদীন

পুণ্যানিমান্ পরমভাগবতান্ নমামি ॥

অর্থাৎ প্রহ্লাদ, নারদ, পরাশর, পুণ্ডরীক, ব্যাস, অশ্বরীষ,
শুক, শৌনক, ভীষ্ম, দাল্ভা, রুক্মাদদ, উদ্ধব, বিভীষণ এবং

অর্জুন প্রভৃতি এই সকল পবিত্র পরমভাগবতদিগকে নমস্কার করি। শ্রীসর্বভূত—

ঋতুজঃ সরিতাং পতিঃ চুলুকবং খণ্ডোতবস্তাস্বরং
মেরুং পশ্চান্তি লোহিতবং কিমপয়ং ভূমেঃ পতিং ভূতবং।
চিন্তারত্নচয়ং শিলাশকলবং কল্লজমং কাষ্ঠবং
সংসারং তৃণরাশিবং কিমপয়ং দেহং নিজং ভারবং ॥

অর্থাৎ হে ভগবন্! তোমার ভক্ত সমুদ্রকে গঞ্জবের আয়, সূর্য্যকে খণ্ডোতের আয়, সূমেরুকে লোহিতের আয়, ধরণীনাথ নরপালকে ভূতের আয়, চিন্তামণিসমূহকে শিলাখণ্ডের আয়, কল্লতরুকে কাষ্ঠের আয়, সংসারকে তৃণরাশির আয়, অথ আর কি বলিব—নিজ-দেহকেও ভারের আয় অবলোকন করেন।

শ্রীমাদব সরস্বতী,—

মীমাংসারজ্জনা মলীমসদৃশাং তাবন্ন ধীরীষরে
গর্বেদগ্ধকুতর্ক-কর্কশধিয়াং দুরেহপি বার্তা হরেঃ।
জানন্তোহপি ন জানতে ঋতিস্থখং শ্রীরজিসজাদুতে
সুস্বাদুং পরিবেশয়ন্ত্যপি রসং গুণ্যী ন দর্শী স্পৃশেৎ ॥

অর্থাৎ মীমাংসাধূলিতে যাহাদিগের চক্ষু মলিন, তাহাদিগের বুদ্ধি ঈশ্বরে প্রবেশ করে না, যাহাদিগের বুদ্ধি ‘গর্কবই যাহার চরম ফল’—এমন কুতর্কে কর্কশ হইয়াছে, তাহাদিগের পক্ষে হরিকথা অতিদূরবর্তিনী এবং বেদজ্ঞ পণ্ডিতসকল শ্রীকৃষ্ণে আসক্তি ব্যতিরেকে তত্ত্ব জানিয়াও জানিতে পারেন না, যেমন

উৎকৃষ্ট হাতা সুস্বাদু রস পরিবেশন করিলেও সেই রস আশ্বাদন করিতে পারে না তদ্রূপ। শ্রীহরিভক্তি-সুধোদয়ে,—

বস্ত্র বৎসজতিঃ পুংসো মণিবং শ্রীং স তদগুণঃ।
স্বকুলদ্বৈ ততো ধীমান্ স্বযুথ্যানেব সংশ্রয়েৎ ॥

অর্থাৎ হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে কহিলেন,—পুত্র! যাহার সহিত যে পুরুষের সহবাস হয়, স্বাটিক মণির আয় তাহার গুণ সেই ব্যক্তিতে প্রতিভাত হয়; এজ্ঞা বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগের সগণ সমৃদ্ধির নিমিত্ত তুল্য-বাসনায়ুক্ত ব্যক্তিগণের সঙ্গে রত হওয়া কর্তব্য। (ভঃ রঃ সিঃ পৃঃ ২।২২৯)।

তাৎপর্য্য এই যে, হৃদয়-দোষ যোগ-যোগাদিদ্বারা বিনষ্ট হয় না, কিন্তু দম্ভহীন বৈষ্ণবের সঙ্গক্রমে শক্তি-সঞ্চার হইলে সম্পূর্ণ নষ্ট হয় ॥ ৫ ॥

মনঃশিক্ষা-ভাষা

কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ- মদ-মৎসরতা-সহ,
জীবের জীবনপথে বসি*।
অসচেষ্টা-রজ্জুফাঁসে, পথিকের ধর্ম্ম-নাশে,
প্রাণ ল’য়ে করে কষাকষি ॥
মন, তুমি ধর বাক্য মোর।
এই সব বাটপাড়, অতিশয় দুর্নিবার,
যখন ঘেরিয়া করে জোর ॥

আর কিছু না করিয়া, বৈষ্ণবের নাম লঞা,
ফুকারিয়া ডাক উচ্চরায় ।
বকশক্র-সেনাগণে, কৃপা করি' নিজজনে,
যা'তে করে উদ্ধার তোমায় ॥
বাটপাড় ছয়জন, অসচেষ্টা রজ্জুগণ,
দিয়া গলে করিল বন্ধন ।
প্রাণবায়ু গতপ্রায়, রূপ-রঘুনাথ হায়,
কর ভক্তিবিনোদে রক্ষণ ॥ ৫ ॥

অরে চেতঃ প্রোত্ৱৎ-কপট-কুটিনাটী-ভর-খর-
ক্ষরমূত্রে স্নাত্তা দহসি কথমাআনমপি মাম্ ।
সদা ত্বং গান্ধর্বা-গিরিধরপদ-প্রেমাবিলসৎ-
সুধান্তোধো স্নাত্তা স্বমপি নিতরাং মাঞ্চ সুখয় ॥ ৬ ॥

অর্থঃ—৬। অরে চেতঃ (ওরে মন) ! প্রোত্ৱৎকপট-
কুটিনাটী-ভরখরক্ষরমূত্রে (প্রকাশমান কপট-কুটিনাটী-সমূহরূপ
গর্দভের ক্ষরণশীল মূত্রে) স্নাত্তা (স্নান করিয়া) কথং (কেন)
আআনং (নিজকে) মাম্ অপি (এবং আমাকেও) দহসি (দহন
করিতেছ) ? ত্বং (তুমি) গান্ধর্বা-গিরিধর-পদপ্রেম-বিলসৎ-
সুধান্তোধো (শ্রীগান্ধর্বা-গিরিধারীর চরণজ প্রেম হইতে
বিলসিত অমৃত-সমুদ্রে) সদা (সর্বদা) স্নাত্তা (স্নান করিয়া)

স্বং (নিজকে) চ (ও) মাম্ অপি (আমাকেও) নিতরাং
(অতিশয়) সুখয় (সুখী কর) ।

কাম-ক্রোধাদির দমন হইলেও কপটতারূপ মহাশত্রুকে
জয় করিবার উপদেশ,—

শ্লোকার্থঃ—হে চেতঃ ! তুমি সাধনের পথ অবলম্বন
করিয়া স্পষ্ট (উদীয়মান) কপট-কুটিনাটী-ভর (আধিক্য)-
রূপ খর হইতে ক্ষরিত মূত্রে স্নান করত আপনাকে পবিত্র মনে
করিতেছ ; কিন্তু, তদ্বারা তুমি আপনাকে দহন করিতেছ এবং
ঐ সঙ্গে ক্ষুদ্রজীব যে আমি, আমাকেও দহন করিতেছ । তাহা
না করিয়া কেবল গান্ধর্বা-গিরিধর-পদপ্রেমবিলাসরূপ (প্রেমে
বিলসমান) সুধা-সমুদ্রে স্নান করত আপনাকে ও আমাকে
নিরন্তর সুখ প্রদান কর ॥ ৬ ॥

১। স্পষ্ট-কপট-কুটিনাটী-ভর (আধিক্যরূপ)-খর
হইতে ক্ষরিতমূত্রে,—

সাধক ত্রিবিধ—স্বনিষ্ঠ, পরিনিষ্ঠিত ও নিরপেক্ষ । স্বনিষ্ঠ
সাধকগণ বর্ণাশ্রমবিহিত বিধিসমূহের পালন ও নিষেধসমূহের
সম্পূর্ণ পরিহার করত ভগবান্ হরিকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা
করেন । পরিনিষ্ঠিতগণ ভগবৎ-পরিচর্যাাদি ক্রিয়ার অনুগত
করিয়া সমস্ত বিধি-নিষেধানুসারে কার্য্য করেন । তদুভয়ই
গৃহস্থ । নিরপেক্ষ সাধকগণ—অগৃহস্থ । নিষ্কপটতা থাকিলে
ত্রিবিধ সাধকেরই মঙ্গল । কপটতা থাকিলে সমস্তই ভ্রষ্ট হয় ।

স্বনিষ্ঠের কপটতা, যথা,—ভগবন্তোষণের ছল করিয়া ইন্দ্রিয়সুখ-সাধন করা, নিষ্কপট কৃষ্ণদাসদিগের সেবা না করিয়া প্রবল লোকের পরিচর্যা করা, প্রয়োজনীয় অর্থাপেক্ষা অধিক অর্থ-সংগ্রহ করা, নিরর্থক অনিত্য উত্তমে বৈর-নির্যাতনে আগ্রহ করা, বিছাচ্ছলে কুতর্ক শিক্ষা করা এবং কখনও কখনও নিরপেক্ষদিগের লিঙ্গ ধারণপূর্বক লোকের নিকট প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করা ইত্যাদি। পরিনিষ্ঠিতের কপটতা, যথা,—বাহ্যে পরিনিষ্ঠতা; কিন্তু, অন্তরে কৃষ্ণেতর-বিষয়ে আগ্রহ, কৃষ্ণদাসের সঙ্গাপেক্ষা অন্য সঙ্গে অধিক যত্ন ইত্যাদি।

নিরপেক্ষের কপটতা, যথা,—আত্মস্তুতি, নিজধৃত লিঙ্গের অহঙ্কারে অন্য সাধকগণে ক্ষুদ্রজ্ঞান, আহারাচ্ছাদনের অতিরিক্ত অর্থসংগ্রহ, সাধনচ্ছলে যোষিৎসঙ্গ, কৃষ্ণমন্দির ছাড়িয়া সংসারি-লোকের নিকট অর্থাশায় উপবেশন, ভজনচ্ছলে অর্থাদি-সংগ্রহের জন্ত উদ্বেগলাভ এবং বৈরাগ্যলিঙ্গের সম্মাননায় ও বিধি-পালনাসক্তিতে কৃষ্ণরতি ক্ষয় করা,—এই প্রকার। অতএব, ভজন-সম্পর্কে কপট-কুটিনাটী-জনিত কুতর্ক, কুসিদ্ধান্ত ও অনর্থসকলকে গর্দভের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। অনেকে ঐ গর্দভমূত্রে স্নাত হইয়া আপনাকে পবিত্র অভিমান করেন। বস্তুতঃ, ঐ মূত্র আত্মদাহী।

২। কেবল গান্ধর্বা-গিরিধর-পদ-প্রেমবিলাসরূপ (প্রেমে বিলাসমান) সুধাসমুদ্রে,—

গান্ধর্বা শ্রীমতী রাধিকা—ভগবৎ-স্বরূপ-শক্তি। গিরিধর

শ্রীকৃষ্ণ—শক্তিমান পুরুষ। যুগল-পাদাশ্রয়ের প্রেমজনিত বিম্বক-চিহ্নিলাসরূপ অমৃত-সমুদ্রে স্নান কর। তদ্বিষয়ে প্রার্থনা-পদ্ধতি—(শ্রীরূপগোষ্ঠাস্বামিকৃতা)—

শুকগাঙ্গেয়-গোরাঙ্গীং কুরঙ্গীলঙ্গিমেক্ষণাম্।

জিতকোটাশ্রুবিদ্যাস্তমম্বদাস্বর-সংবৃতাম্॥

নবীন-বল্লবীন্দ্রধাম্মিলোৎকল্লমল্লিকাম্।

দিব্যরত্নাঙ্গুলঙ্কার-সেব্যমানতল্লভ্রিয়াম্॥

বিদধ্যামগুলগুণং গুণগৌরবমণ্ডিতাম্।

অতি-প্রেমবয়স্যাভিরষ্টাভিরভিবেষ্টিতাম্॥

চঞ্চলাপাঙ্গভঞ্জন ব্যাকুলীকৃতকেশবাম্।

গোষ্ঠৈশ্চহৃতজীবাভূ-রম্যবিদ্যাধারামৃতাম্॥

স্বামসৌ যাচতে নম্রা বিলুপ্তা যমুনাতটে।

কাকুভির্ব্যাকুলস্বাস্তো জনো বৃন্দাবনেশ্বরী॥

কৃতাগঙ্ঘেহপ্যযোগোহপি জনেহস্মিন্ কুমতাবপি।

দাস্তদানপ্রদানস্ত লবমপ্যুপপাদয়॥

যুক্তস্বয়া জনো নৈব হৃৎখিতোহয়ম্পেক্ষিতুম্।

কৃপাশ্রোত-দ্রবচ্চিত্তনবনীতাসি ধং সদা॥

অর্থাৎ হে বৃন্দাবনেশ্বরী! তুমি তপ্তকাঞ্চনের আয় গোরাঙ্গী, তোমার নয়ন কুরঙ্গীর আয় মনোহর, হৃদীয় মুখমণ্ডল কোটি-পরিমিত চন্দ্রকেও পরাভূত করিয়াছে, নবনীরদের আয় নীলাস্বরে তুমি সুশোভিত। তুমি যাবতীয় গোপিকাগণের শিরোভূষণ মল্লিকাকুসুম-স্বরূপ, সুদীব্য রত্নাদি অলঙ্কারে

তোমার শ্রীঅঙ্গ সুশোভিত। যাবতীয় সুচতুরা গোপিগণের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠা এবং অশেষ গুণ-গৌরবে সুশোভিত, তুমি অতি প্রিয়তম অষ্টসখীতে পরিবেষ্টিত। তুমি অপাঙ্গভঙ্গীদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে ব্যাকুলিত কর, হৃদীয় অতি সুন্দর অধর-বিস্ফামৃত ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের জীবনৌষধ-স্বরূপ। হে শ্রীমতি! আমি ব্যাকুলহৃদয়ে যমুনাকূলে লুপ্তিত-কলেবর হইয়া তোমাকে প্রণাম-পূর্বক কাকুবাণ্ডে এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আমি অপরাধী, ছুটমতি ও অযোগ্য হইলেও আমাকে তোমার দাসত্ব কিঞ্চিৎ প্রদান করিয়া কৃতার্থ কর। হে কৃপাময়ি! এই দুঃখিত জনকে উপেক্ষা করা তোমার কখনই উচিত হয় না, যেহেতু কৃপার প্রভাবে তোমার নবনীত-হৃদয় সর্বদা দ্রবীভূত।

যুগল নাম,—(স্তবমালা)—

রাধামাধবয়োবেতব্যক্যে নাম-যুগাষ্টকম্।
রাধাদামোদরৌ পূর্বং রাধিকামাধবৌ ততঃ ॥
রঘভানুকুমারী চ তথা গোপেন্দ্রনন্দনঃ।
গোবিন্দস্য প্রিয়সখী গান্ধর্ব্য-বান্ধবস্তথা ॥
নিকুঞ্জনাগরৌ গোষ্ঠকিশোর-জন-শেখরৌ।
বৃন্দাবনাধিপৌ কৃষ্ণবল্লভা রাধিকাপ্রিয়ৌ ॥

অর্থাৎ এক্ষণে রাধামাধবের যুগল নামাষ্টকরূপ স্তব কীর্তন করিব। প্রথমে রাধাদামোদরের স্তব, তদনন্তর রাধামাধবের

স্তব লিখিত হইবে। যিনি রঘভানুকুমারী ও যিনি ব্রজেন্দ্রনন্দন, যিনি গোবিন্দের প্রিয়সখী ও যিনি গান্ধর্ব্য অর্থাৎ শ্রীরাধিকার বান্ধব। যিনি নিকুঞ্জবনের নাগরী ও যিনি নিকুঞ্জবনের নাগর, যিনি ব্রজবাসিনী যুবতীরূপের শিরোভূষণ এবং যিনি ব্রজবাসী যুবকরূপের শিরোভূষণ, যিনি বৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী ও যিনি বৃন্দারণ্যের অধীশ্বর, যিনি কৃষ্ণবল্লভা ও যিনি রাধিকাপ্রিয়।

—ইত্যাদি নাম আশ্রয়পূর্বক চিত্রসাদৃশ্যে শ্রীরাধা-গোবিন্দের সমরোচিত-লীলা শুদ্ধহৃদয়ে কল্পনা করত অহরহঃ ব্রজভূমিতে ভ্রমণ করিবে। তাহা হইলে, দৈন্য-শোভিত চিত্তে আর কপটতা স্থান পাইবে না। অতঃ চিন্তাকে অবসর দিলেই কপটতা আসিয়া চিত্তকে আক্রমণ করিবে ॥ ৬ ॥

মনঃশিক্ষা-ভাষা

কাম-ক্রোধ-আদি করি', বাহিরে সে সব অরি,
আছে এক গুণশত্রু তব।
'কপটতা'-নাম তা'র, তা'রে কুটিনাটি ভার,
খরমুর্ত্তি পরম কিতব ॥
ওরে মন, গুঢ় কথা ধর।
সেই খরমুর্ত্তে ভুলে, স্নান করি' কুতূহলে,
'পবিত্র' বলিয়া মনে কর ॥

বনে বা গৃহে বা থাক, সেই খরে দূরে রাখ,
 যা'র মূত্রে তুমি আমি জ্বলি ।
 ছাড়িয়া কাপট্যবশ, যুগল-বিলাসরস-
 সাগরে করহ স্নানকলি ॥
 রূপ-রঘুনাথ-পায়, এ ভক্তিবিনোদ চায়,
 দেখিতে যুগল-রসসিন্ধু ॥
 জীবন সার্থক করে, সর্বজীব-চিত্ত হরে,
 সেই সাগরের এক বিন্দু ॥ ৬ ॥

প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টা স্বপচ-রমণী মে হৃদি নটেৎ
 কথং সাধুঃ প্রেমা স্পৃশতি শুচিরেতন্ন মনঃ ।
 সদা ত্বং সেবস্ব প্রভুদয়িত-সামন্তমতুলং
 যথা তাং নিষ্কাশ্য ত্বরিতমিহ তং বেশয়তি সং ॥ ৭ ॥

অন্বয় :—৭। মনঃ (হে মন) ! প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টা স্বপচরমণী
 (প্রতিষ্ঠাশারূপ ধৃষ্টা চণ্ডালিনী) মে (আমার) হৃদি (হৃদয়ে)
 নটেৎ (যদি নৃত্য করে) ; [তাই] নহু (বলি), শুচিঃ
 (পবিত্র) সাধুঃ প্রেমা (উত্তম প্রেম) এতং (এই হৃদয়কে)
 কথং (কেমন করিয়া) স্পৃশতি (স্পর্শ করে) ? [অতএব]
 ত্বং (তুমি) ততুলং (অতুলনীয়) প্রভুদয়িত-সামন্তং (প্রভু

ত্রীকৃষ্ণের প্রিয় সামন্তকে বা সেনাপতিকে) সদা (সর্বদা)
 সেবস্ব (সেবা কর), যথা (যাহাতে) সং (তিনি) তাং (সেই
 চণ্ডালিনীকে) ত্বরিতং (শীঘ্র) নিষ্কাশ্য (বহিষ্কৃত করিয়া) ইহ
 (এই হৃদয়ে) তং (সেই সাধুপ্রেমকে) বেশয়তি (প্রবিষ্ট
 করাইয়া দেন) ।

সমস্ত বিষয় পরিহার করিয়াও কেন কপটতা যায় না,
 এরূপ সংশয় নিরসনার্থ কহিতেছেন,—

শ্লোকার্থ :—হে মন ! নিল্লজ্জা স্বপচ-রমণী প্রতিষ্ঠাশা
 আমার হৃদয়ে নৃত্য করিতেছে, তখন নিশ্চল সাধু প্রেম সে
 হৃদয়কে কেন স্পর্শ করিবে ? তুমি প্রভু-দয়িত অতুল সামন্তকে
 সর্বদা সেবা কর । তিনি অতি শীঘ্রই সেই চণ্ডালিনীকে দূর
 করত নিশ্চল সাধু প্রেমকে তোমার হৃদয়ে প্রবিষ্ট করাইবেন ।

১। নিল্লজ্জা স্বপচরমণী প্রতিষ্ঠাশা,—প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ
 নিঃসন্মাননা, তাহার আশা । অতঃ সমস্ত অনর্থ দূর হইলেও
 প্রতিষ্ঠাশা সহজে যায় না । সেই আশা হইতেই সর্বপ্রকার
 কপটতা উৎপন্ন হইয়া পুষ্ট হয় । প্রতিষ্ঠাশা—সকল অনর্থের
 মূল হইয়াও আপনার দোষ স্বীকার করে না, অতএব নিল্লজ্জা ।
 রূপাক্রম কুকুর-মাংস-ভোজন-তৎপর বলিয়া তাহাকে স্বপচরমণী
 বলা হইয়াছে । ‘স্বনিষ্ঠ’গণ ধার্মিক, দাতা, নিষ্পাপ ইত্যাদি
 পরিচয়ে প্রতিষ্ঠার আশা করিয়া থাকেন । ‘পরিনিষ্ঠিত’গণ
 ‘আমি বিযুভক্ত,’ ‘আমি সুষ্ঠু বুঝিয়াছি,’ ‘আমি অনাসক্ত’—

এরূপ যশোঘোষণার প্রত্যাশা করেন। ‘নিরপেক্ষ’গণ ‘আমি নির্মল বৈরাগী’, ‘আমি শাস্ত্রার্থ উত্তম বুঝিয়াছি’, ‘আমি ভক্তি-তত্ত্বে সিদ্ধ হইয়াছি’,—এরূপ প্রতিষ্ঠা অব্ধেষণ করেন। যে-পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা দূর না হয়, সে-পর্যন্ত কপটতা যায় না। নিষ্কপট না হইলে নির্মল সাধু প্রেমা লাভ হয় না।

২। নির্মল সাধুপ্রেম—(ভঃ রঃ সিঃ) [শ্রীরূপ]—

সম্যগ্‌মসৃণিতস্বাস্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।

ভাবঃ স এব সান্দ্রান্না বৃধৈঃ প্রেমা নিগততে॥

অর্থাৎ যাহা হইতে চিত্ত সর্ববতোভাবে নির্মল হয় এক যাহা অতিশয় মমতাসম্পন্ন—এরূপ যে ভাব, তাহা গাঢ়তাপ্রাপ্ত হইলেই পণ্ডিতেরা তাহাকে প্রেম বলিয়া কীর্ত্তন করেন।

ভাবাবস্থা-লব্ধ হইয়া কৃষ্ণানুশীলন যখন সম্যক্ নির্মলীভূত ও মমত্যাতিশয়াক সান্দ্রান্না হয়, তখনই তাহার নাম প্রেম হয়। প্রতিষ্ঠাশা পর্যন্ত দূর করিলে সম্যক্ চিত্তমাস্থ্য সম্ভব নতুবা নহে।

৩। প্রভুদয়িত অতুল সামন্ত,—প্রভুদয়িত শুদ্ধ কৃষ্ণদাস। তাঁহার তুলনা নাই। তিনি প্রভুর সেনাপতি বিশেষ। শুদ্ধ-বৈষ্ণবের হৃদয়ে হ্লাদিনীশক্তির রশ্মি প্রতিফলিত হয়। সেই শক্তি সহজে অন্য হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয় সে-হৃদয়ের ছট্টিতা দূর করিয়া প্রেম উৎপাদন করেন

শুদ্ধবৈষ্ণবের আলিঙ্গন, চরণধূলি, অধরামৃত, উপদেশ সমস্তই সেই শক্তির সঞ্চারক হয়। শ্রীশিব,—

আরাধনানাং সর্বেষাং বিষ্ণোরাদানং পবম্।

তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চনম্॥

অর্থাৎ মহাদেব কহিলেন, হে পার্বতি! যত যত আরাধনা আছে, তন্মধ্যে ভগবদারাধনাই শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা আবার তাঁহার ভক্তের আরাধনা শ্রেষ্ঠতর। শ্রীভাগবতে—

যৎ-সেবয়া ভগবতঃ কৃৎস্তস্য মধুঘিষঃ।

রতিরাসো ভবেত্তীর্থঃ পাদয়োর্বাসনাদিনঃ॥

অর্থাৎ যে-সকল ভক্তগণের সেবা করিলে নির্বিকার ভগবানের চরণাবিন্দে সমস্ত দুঃখবিনাশক প্রগাঢ় রতির উল্লাস হইয়া থাকে। শ্রীরূপ,—

যাবন্তি ভগবন্ত্তেরঙ্গানি কথিতানি হি।

প্রায়স্তাবন্তি তদন্ত-ভক্তেরপি বৃথা বিহুঃ॥

অর্থাৎ এই ভক্তিরসামৃতসিদ্ধ-গ্রন্থে যে-সকল ভগবদ্ভক্তির অঙ্গ উল্লেখ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে অধিকাংশই প্রায় ভক্তগণের ভক্ত্যঙ্গ বলিয়া পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন।

দৃগ্ভোভির্ধৌতঃ পুলকপটলীমণ্ডিততনুঃ

শ্লল্লন্তঃফুল্লো দধদতিপৃথুং বেপথুমপি।

দৃশোঃ কক্ষাং যাবন্মম স পুরুষঃ কোহপ্যপঘর্ষো ন

জানে কিং তাবন্মতিরিহ গৃহে নাভিরমতে॥

অর্থাৎ নয়নজলে ধৌত, দেহ পুলকিত, প্রতিপদে শ্ললিত,

হৃদয় উল্লাসিত এবং অতিশয় কল্পিত—এরূপ কোন
অনির্বচনীয় পুরুষ যে-অবধি আমার নয়ন-পদবীতে গমন
করিয়াছেন, বলিতে পারি না, কেন যে তদবধি আমার চিত্ত
এই গৃহে অভিরত হইতেছে না।

মনঃশিক্ষা-ভাষা

কপটতা হৈলে দূর, প্রবেশে প্রেমের পূর,
জীবের হৃদয় ধন্য করে।
অতএব বহু যত্নে, আনিবারে প্রেমরত্নে,
কাপট্য রাখহ অতি দূরে ॥
শুন, মন, নিগূঢ় বচন।
প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টাধম, চণ্ডালিনী হৃদে মম,
যতকাল করিবে নর্ভন ॥
কাপট্য তদুপপত্তি, না ছাড়িবে মম মতি,
শ্বপচিনী যাহে হয় দূর।
তদার্থে যতন করি, প্রভু-প্রেষ্ঠ-পদ ধরি,
সেবা তুমি করহ প্রচুর ॥
তৈহ প্রভু-সেনাপতি, বিক্রম করিয়া অতি,
শ্বপচিনী-সঙ্গ ছাড়াইয়া।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমধনে, দিবে কবে অকিঞ্চনে,
বলে ভক্তিবিনোদ কাঁদিয়া ॥ ৭ ॥

যথা দুষ্টত্বং মে দবয়তি শঠস্থাপি কৃপয়া
যথা মহত্বং প্রেমামৃতমপি দদাতুজ্জ্বলমসৌ।
যথা শ্রীগান্ধর্ব-ভজন-বিধয়ে প্রেরয়তি মাং
তথা গোষ্ঠে কাক্কা গিরিধরমিহ ত্বং ভজ মনঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—৮। মনঃ (হে মন) ! ত্বং (তুমি) ইহ গোষ্ঠে
(এই ব্রজে) গিরিধরং (গিরিধারীকে) তথা কাক্কা (সেইরূপ
দৈত্যোক্তির সহিত) ভজ (সেবা কর), যথা (যাহাতে)
অসৌ (তিনি) কৃপয়া (কৃপাপূর্বক) শঠস্থাপি (শঠ
হইলেও) মে (আমার) দুষ্টত্বং (দুষ্টস্বভাব) দবয়তি (দূর
করিয়া দেন), যথা (যাহাতে) মহত্বং (আমাকে) উজ্জ্বলং
প্রেমামৃতম্ অপি (উজ্জ্বল প্রেমামৃতও) দদাতি (প্রদান
করেন), যথা (যাহাতে) মাং (আমাকে) শ্রীগান্ধর্বভজন-
বিধয়ে (শ্রীরাধিকার সেবাবিধানে) প্রেরয়তি (আদেশ করেন
বা প্রেরণা দেন)।

সাধুসঙ্গদ্বারা শক্তিসঞ্চার-ক্রমে জীবের দুষ্টতা দূর হয় এবং
সর্বার্থ সিদ্ধ হয়। তদ্রূপ সাধুসঙ্গও সহজে লভ্য হয় না,
অতএব—

শ্লোকার্থঃ—হে মন! তুমি ব্রজমণ্ডলে দৈত্য-কাকুতির
সহিত শ্রীগিরিধরকে সেইরূপ ভজনা কর, যাহাতে তিনি কৃপা
করিয়া শঠ যে আমি, আমার দুষ্টতা দূর করেন, উজ্জ্বল

প্রেমামৃতও আমাকে দেন এবং শ্রীগান্ধর্বর ভজনলাভের জন্য আমাকে প্রেরণা দান করেন ॥ ৮ ॥

১। দৈন্য-কাকুতি,—‘আমি অত্যন্ত নিরাশ্রিত ও দীন’—এই ভাব-সম্বিত নিরুপট ভক্তি। তৎপ্রণালী-বিষয়ে শ্রীরূপ—

বৃন্দাবনে বিহরতোরিহ কেলিকুঞ্জে মত্তধ্বিপ-প্রবর-কৌতুক-বিজ্ঞমেণ।
সন্দর্শয়স্ব যুবয়োর্বদনারবিন্দদ্বন্দ্বং বিধেহি ময়ি দেবি রূপাং প্রসীদ ॥ ১ ॥
হা দেবি! কাকুভব-গদগদয়াত্ত বাচা যাচে নিপত্য ভূবি দণ্ডবদুট্টাভিঃ।
অস্ত্র প্রসাদমবুধস্ত জনস্ত কৃত্বা গান্ধর্বিকে নিজগণে গণনাং বিধেহি ॥ ২ ॥
শ্রামে রমারমণ-সুন্দরতাবরিষ্ঠ-সৌন্দর্য্য-মোহিত-সমস্ত-জগজ্জনস্ত।
শ্রামস্ত বামভূজবদ্ধতন্তুং কদাং স্বামিন্দ্রিয়া-বিরলরূপভরাং ভজ্যামি ॥ ৩ ॥
দ্রাং প্রচ্ছদেন মুদিরচ্ছবিনা পিধায় মঞ্জীরমুক্তচরণাঞ্চ বিধায় দেবি।
কুঞ্জে ব্রজেন্দ্রতনয়েন বিরাজমানে নক্তং কদা প্রমুদিতামভিসারয়িষ্যে ॥ ৪ ॥
কুঞ্জে প্রস্থন-ফল-কল্লিত-কেলিতলে সংবিষ্টয়োর্মধুর-নন্দবিলাসভাজোঃ।
লোকত্রয়াভরণয়োঃচরণাষুজ্জানি সন্ধ্যাহয়িষ্যতি কদা যুবয়োর্জনোহয়ম্ ॥ ৫ ॥
দ্বং-কুণ্ডরোধসি বিলাস-পরিশ্রমেণ শ্বেদাশু-চুষ্ণিবদনাম্বুজহস্ত্রিয়ৌ বাম্।
বৃন্দাবনেশ্বরী কদা তরুমূলভাজৌ সন্ধ্যাজয়ামি চমরীচয়চামরেণ ॥ ৬ ॥
লীনাং নিকুঞ্জ-কুহরে ভবতীং মুকুন্দে চিট্বেব স্থচিতবতী কচিরাক্ষিণাহম্।
ভূগ্নাং ক্রবং ন রচয়েতি মুখা কৃষাং স্বামগ্রে ব্রজেন্দ্রতনয়স্ত কদা হু নেষ্যে ॥ ৭ ॥
বাগ্‌যুক্ত-কেলিকুতুকে ব্রজরাজস্বহুং জিত্বোন্মদামধিকদর্প-বিকাসি-জল্পাম্।
ফল্লাভিরালিভিরনল্লমুদীর্ঘ্যমাণস্তোভ্রাং কদা হু ভবতীমবলোকয়িষ্যে ॥ ৮ ॥
যঃ কোহপি স্তুত্ব বৃষভাস্তকুমারিকায়্যাঃ সংপ্রার্থনাষ্টকমিদং পঠতি প্রপন্নঃ।
সাপ্রেয়সা সহ সমেত্য ধৃত-প্রমোদা তত্র প্রসাদলহরীমূররীকরোতি ॥ ৯ ॥

অর্থাৎ হে দেবি! শ্রীবৃন্দাবনে কেলিকুঞ্জে মদমত্ত মাতঙ্গের
শ্রায় কৌতুকী হইয়া তোমরা দুইজনে নিত্যবিহার করিতেছ,
অতএব অনুগ্রহপূর্বক আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তোমাদিগের
উভয়ের বদনারবিন্দযুগল একবার দর্শন করাও। হা দেবি!
হা গান্ধর্বিকে! আমি অতিশয় মূঢ়, এক্ষণে ভূমিতে দণ্ডের
শ্রায় নিপতিত হইয়া অতিশয় কাকুশ্বরে ও গদগদ-বাক্যে
তোমার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, তুমি প্রসন্ন হইয়া
তোমার নিজ-পরিচয় মধ্যে আমাকে গণনা কর। হে শ্রীমতি
রাধিকে! যিনি লক্ষ্মীনারায়ণ-মূর্তির সৌন্দর্য্য অপেক্ষাও
সমধিক সৌন্দর্য্যদ্বারা ত্রিভুবন বিমোহিত করেন, সেই
শ্রামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণের বামভাগে ত্বদীয় বামহস্তাঙ্গিষ্ঠ হইয়া লক্ষ্মী
অপেক্ষাও সমধিক রূপবতী তুমি বিরাজ করিতেছ, ঐরূপ
যুগল-মূর্তি, আমি কবে ভজনা করিব। হে দেবি! আমি
তোমার সখী হইয়া নবীন মেঘের শ্রায় নীলাশ্বরে শ্রীঅঙ্গ
আচ্ছাদন ও চরণযুগল নূপুরশূন্য এইরূপ অভিসারিকার
সমুচিত বেশভূষা করাইয়া অতিশয় হৃষ্টচিত্তা তোমাকে
রাত্রিযোগে নিকুঞ্জে বিরাজিত শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে কবে অভিসার
করাইব। হে দেবি! ত্রিভুবনের ভূষণ-স্বরূপ তোমরা
নিকুঞ্জে নানাবিধ কুসুমরচিত শয্যায় শয়ান হইয়া মধুর নন্দ্য-
বিলাস করিবে, আমি তোমাদের উভয়ের চরণ সেবা করিব,
এমত সময় আমার কবে হইবে? হে বৃন্দাবনেশ্বরী!

অরবিলাস পরিশ্রমহেতু তোমাদিগের বদনামুজ ঘর্মজলে আর্দ্র হইলে শ্রান্তি দূর করিবার নিমিত্ত হৃদীয় কুণ্ডের তীরবর্তী তরুমূলে উপবেশন করিবে, আমি ঐ অবস্থায় তোমাদিগকে কবে চামর-দ্বারা ব্যঞ্জন করিব? হে রুচিরাক্ষি! তুমি নিকুঞ্জের কোন এক অলঙ্কিত স্থানে লুকায়িত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাহা কোনপ্রকারে জানিতে পারিয়া তোমার নিকট গমন করিলে তখন সন্দিহান হইয়া আমাকে অনুযোগ করিলে (‘আমি বলিয়া দিয়াছি বলিয়া’), ‘আমি বলি নাই চিত্রাসখী বলিয়া দিয়াছে, অতএব আমার উপর ত্রুটি ও বৃথাকোপ করিও না’—এই প্রকার বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে তোমাকে কবে অনুনয়-বিনয় করিব, এমন দিন আমার কবে হইবে? তুমি যখন বাগযুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণকে পরাভব করিয়া সর্ষচিহ্নে দর্পবশতঃ সমধিক বাগ্জাল বিস্তার করিতেছ, তখন তোমার সখীগণ আনন্দিত হইয়া ‘রাধার জয়, রাধার জয়’ এই প্রকার বাক্যে তোমার স্তব করিতেছে, এইরূপ অবস্থাপন্ন তোমাকে আমি কবে অবলোকন করিব? যে-কোন ব্যক্তি বৃষভানু-নন্দিনী শ্রীরাধিকার এই সম্প্রার্থনাষ্টক শ্রদ্ধা-সহকারে পাঠ করেন, সেই শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাহার নিকট আগমন করিয়া অচিরাতঃ তাহার প্রতি প্রসন্ন হন।

২। শঠ যে আমি, আমার দুষ্টতা,—শাঠ্যই বদ্ধজীবের দুষ্টতা; শুদ্ধজীব সহজে সরল। জীবকে অবিদ্যা আশ্রয়

করিবামাত্র জীব শঠ, দাস্তিক, প্রতিষ্ঠাপ্রিয়, কপটী ও অসচেষ্টা-ময় হইয়া ভগবত্ত্ব হইতে সুদূরবর্তী হয়। সেই জীব যদি আপনাকে তৃণাপেক্ষা হীন জ্ঞান, অথ সকলকে যথাযোগ্য সম্মান করিবার বুদ্ধিসংযুক্ত হয় এবং হরিনাম আশ্রয় করে, তবেই তাহার কৃষ্ণকৃপা ও তৎসহ সাধুকৃপা লাভ হয়।

৩। উজ্জ্বলপ্রেমামৃত,—উজ্জল—শৃঙ্গার রস, ‘মধুর রস’ তাহার নামান্তর। শ্রীরূপ—

মুখ্যরসেযু পুরা যঃ সংক্ষেপেণোদিতোহতিরহস্যত্বাৎ।

পৃথগেব ভক্তিরসরাট্ স বিস্তরেণোচ্যতে মধুরঃ॥

বক্ষ্যমাণৈবিভাবাভ্যঃ স্বাত্ত্বং মধুরা রতিঃ।

নীতা ভক্তিরসঃ প্রোক্তো মধুরাখ্যো মনীষিভিঃ॥

অর্থাৎ শ্রীরূপ—মুখ্য রসসকলের মধ্যে যাহা পূর্বে অতি রহস্যহেতু সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে, ভক্তিরসরাজ সেই রসই মধুর রস। মধুরা রতি বিভাবাদি দ্বারা স্বাত্ত্ব হইয়া থাকে। যাহার বিষয় বলা হইবে, মনীষিগণ সেই ভক্তিরসকেই মধুরা রতি কহেন। যেরূপ দাস্ত, সখ্য, বাঁৎসল্যে রতি স্থায়ীভাব, বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারিরূপ আর চারিটি ভাব সংযুক্ত হইয়া তাহা রসতা লাভ করে, মধুর রসেও তদ্রূপ; মধুর রসে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণবল্লভা আলম্বন। তাঁহাদের গুণসমূহ উদ্দীপন। লীলাকালে কৃষ্ণবল্লভাদিগেরও এবং সময়ে সময়ে শ্রীকৃষ্ণেরও অষ্টসাত্ত্বিক ভাব ও তেত্রিশটি ব্যভিচারী ভাব

উদিত হইয়া রসসমুদ্রকে স্ফীত করে। সাধনভক্তির ভাবতালভসময়ে স্থায়ীভাব ঘটে। বিভাব ও অনুভাবাদির সংযোগে রসতার প্রাপ্তিকালে প্রেমভক্তি হয়। ইহাকেই ভক্তিরস বলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা ও ব্রজমণ্ডলে গোপিকা-দিগের সহিত সমস্ত লীলাই এই রসের উদাহরণ। এই রস যাঁহার ভাগ্যে লভ্য হয়, তিনি গোপীদিগের অনুগত হইয়া পূর্বোক্তমত কাকুপ্রার্থনা করিতে করিতে যখন শ্রীরাধার কৃপা লাভ করিবেন, তখনই হ্লাদিনীর শিখি তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করত ঐ রস উদয় করাইবেন; নচেৎ আর কোন-ক্রমেই ঐ রসোদয় হইতে পারে না।

৪। শ্রীগান্ধর্ব-ভজন,—অণুচৈতন্য জীব স্বীয় ক্ষুদ্রানন্দে কিছু পরিমাণে ব্রহ্মানন্দ বা আত্মানন্দ লাভ করেন। কিন্তু, হ্লাদিনী-শক্তির কৃপা লাভ না করিলে পরানন্দাধিকার প্রাপ্ত হন না। তল্লাভের প্রণালী এই,—পরম দৈন্য-সহকারে জীবের যখন দৈন্য-কাকুতি ব্রজভাবে লক্ষ্য করিয়া বা ব্রজবাসীর ভাবদর্শনে লোভ-প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তখন শ্রীমতীর সখীবৃন্দের মধ্যে বা সখীদিগের সহচরী মঞ্জরীবৃন্দের মধ্যে কাহারও পদ আশ্রয় করত সেবা করিতে করিতে যত যোগ্যতা-বৃদ্ধি হয়, ততই সেবা-অধিকার জন্মে। সখীর কৃপাক্রমে শ্রীমতীর কৃপা হয়। কৃপা যত বৃদ্ধি পায়, হ্লাদিনী শক্তি ততদূর তাঁহার হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়া ক্রমশঃ শ্রীশ্রীরাধা-

কৃষ্ণের যথাযোগ্য নিরন্তর চিদানন্দময়ী সেবা লাভ করায়। এস্থানে সাধকের যে-পর্যন্ত পুরুষত্ববোধ থাকে, সে-পর্যন্ত এই সেবার অধিকার জন্মে না। পুরুষদেহ বা জড়ীয় শ্রীদেহের সহিত ইহাতে কোন সম্বন্ধ নাই। কেবল শুদ্ধজীবের অণুচৈতন্যের শ্রী-স্বভাব হয় মাত্র। দৈহিক শ্রী-পুরুষ সম্বন্ধ আনিতে গেলে সম্পূর্ণ ভ্রষ্ট হয় ॥ ৮ ॥

মনঃশিক্ষা-ভাষা

ব্রজভূমি চিন্তামণি, চিদানন্দ-রত্নখনি,
যথা নিত্য রসের বিলাস।
জীবের দিব গুঢ় ধন, চিন্তি' কৃষ্ণ বৃন্দাবন,
জড়ে আনি' করিল প্রকাশ ॥
কৃষ্ণ মোর দয়ার সাগর।
তুমি মন, ব্রজধাম, ভ্রমি' ভ্রমি' অবিরাম,
ডাক কৃষ্ণে হইয়া কাতর ॥
অবিছা-বিলাসবশে, ছিলে তুমি জড়রসে,
দুঃখিতা হৃদয়ে পাইল স্থান।
হৈলে তুমি শঠরাজ, ভুলিলে আপন কাজ,
হৃদয়ে বরিলে অভিমান ॥

এবে উপদেশ শুন, গাইয়া যুগল-গুণ,
 গোষ্ঠে গোষ্ঠে করহ রোদন ।
 দয়া করি' গিরিধর, শুনিয়া কাকুতি-স্বর,
 তবে দোষ করিবে শোধন ॥
 উজ্জল-রসের প্রীতি, শ্রীরাধাভজন-নীতি,
 অনায়াসে দিবেন আমায় ।
 রূপ-রঘুনাথ মোরে, কৃপা করি' অতঃপরে,
 এই তত্ত্ব গোপনে শিখায় ॥

মদীশানাথত্বে ব্রজবিপিনচন্দ্রং ব্রজবনেশ্বরীং
 মন্থাথত্বে তদতুল-সখীত্বে তু ললিতাম্ ।
 বিশাখাং শিক্ষালী-বিতরণ-গুরুত্বে প্রিয়সরো-
 গিরীন্দ্রো তৎপ্রেক্ষা-ললিতরতিদত্বে স্মর মনঃ ॥ ৯ ॥

অর্থঃ—৯। মনঃ (হে মন) ! [তুমি] ব্রজবিপিনচন্দ্রং
 (শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রকে) মদীশানাথত্বে (আমার ঈশ্বরীর প্রাণনাথ-
 রূপে), তাং ব্রজবনেশ্বরীং (সেই শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীকে) মন্থাথত্বে
 (নিজ ঈশ্বরীরূপে), ললিতাং তু (শ্রীললিতাকে) তদতুল-সখীত্বে
 (শ্রীরাধার অতুলনীয় সখীরূপে), বিশাখাং (শ্রীবিশাখাকে)
 শিক্ষালী-বিতরণ-গুরুত্বে (সকল শিক্ষাপ্রদানের গুরুরূপে),

[এবং] প্রিয়সরো-গিরীন্দ্রো (প্রিয় সরোবর শ্রীরাধাকুণ্ড ও
 গিরিরাজ গোবর্দ্ধনকে) তৎপ্রেক্ষা-ললিতরতিদত্বে (শ্রীরাধাকুণ্ডের
 দর্শন ও প্রেমক্রীড়ায় রতিদায়করূপে) স্মর (স্মরণ কর) ।
 ভজনবিষয়ে পরস্পর সম্বন্ধ বলিতেছেন,—

শ্লোকার্থঃ—হে মন ! তুমি ব্রজবিপিন-চন্দ্রকে আমার
 অধীশ্বরী শ্রীরাধিকার প্রাণনাথ বলিয়া, ব্রজেশ্বরী শ্রীরাধিকাকে
 মদীয় অধীশ্বরী বলিয়া, শ্রীললিতা সখীকে ব্রজবনেশ্বরীর অতুল-
 সখী বলিয়া, শ্রীমতী বিশাখাকে শিক্ষাগুরু বলিয়া এবং
 শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীগোবর্দ্ধনকে তৎপ্রেক্ষা-ললিতরতিদ বলিয়া
 নিরন্তর স্মরণ কর ॥ ৯ ॥

১। ব্রজবিপিনচন্দ্র,—শ্রীরূপ—

নবজলধর-বর্ণং চম্পকোদ্ভাসিকর্ণং
 বিকসিত-নলিনাস্রং বিষ্ণুরম্মহাস্রম্ ।
 কনককুচি-হৃক্লং চারুর্বাচলং
 কমপি নিখিলসারং নোমি গোপীকুমারম্ ॥
 মুখজিতশরদিন্দুঃ কেলিলাবণ্যসিদ্ধুঃ
 করবিনিহিতকন্দুঃ বল্লবীপ্রাণবন্ধুঃ ।
 বপুরুপস্বতরেণুঃ কক্ষনিষ্কিপ্তবেণু-
 বঁচন-বশগধেহুঃ পাতু মাং নন্দহুহুঃ ॥

অর্থাৎ নবীন মেঘের আয় ঝাঁহার বর্ণ, চম্পককুসুমের ঝাঁহার
 কর্ণযুগল সুশোভিত, বিকশিত পদ্মের আয় মন্দ মন্দ হাস্যযুক্ত

যাঁহার বদনমণ্ডল, সুবর্ণ-কান্তির স্রায় যাঁহার শোভা, সুন্দর ময়ূরপুচ্ছে যাঁহার চূড়া সুশোভিত এবং যিনি ত্রিজগতের সার বস্তু, ঐদৃশ কোন গোপী-কুমারকে আমি স্তব করি। শরৎ-কালীন চন্দ্র অপেক্ষাও যাঁহার মুখমণ্ডল সুশোভিত, যিনি কেলিসমুচিত লাবণ্যের সিন্ধু, যাঁহার হস্তে ক্রীড়াকন্দুক সুশোভিত, যিনি ব্রজরমণীগণের প্রাণবন্ধু, গাভীর খুরোখিত ধূলিদ্বারা যাঁহার কলেবর সুশোভিত, যাঁহার কক্ষদেশে বেণু বিরাজিত, ধেনুগণ যাঁহার বাক্যের বশবর্তী এবস্থিধ সেই নন্দ-নন্দন আমাকে রক্ষা করুন।

বিরচয় ময়ি দণ্ডং দীনবন্ধো দয়াস্ব।
গতিরহি ন ভবন্তঃ কাচিদত্মা মমাস্তি।
নিপততু শতকোটি-নির্ভরং বা নবাস্ত-
স্তদপি কিল পয়োদঃ স্তূয়তে চাতকেন ॥
প্রাচীনানাং ভজনমতুলং হৃক্ষরং শৃংখতো মে
নৈরাশ্বেন জলতি হৃদয়ং ভক্তিলেশালসম্ভ।
বিশ্বজীচীমঘহর তবাকর্ণ্যাকারণবীচি-
মাশাবিন্দুক্ষিতমিদমুপৈত্যন্তরে হস্ত শৈত্যম্ ॥

অর্থাৎ হে দীনবন্ধো! মেঘগণ চাতকের উপর অভিনব বারিবর্ষণ করুক বা বজ্র নিঃক্ষেপ করুক, উপায়ান্তর নাই বলিয়া উহার। যেমন মেঘের স্তব করিতে ক্ষান্ত হয় না, সেইরূপ তুমি আমার প্রতি দয়াই কর বা দণ্ডই কর, এ সংসারে তুমি ভিন্ন

আমার আর অন্য উপায় নাই। হে অঘহর! শুক, অম্বরীষ প্রভৃতি প্রাচীন মহাত্মাদিগের হৃক্ষর ভজন-সাধন শ্রবণ করিয়া নৈরাশ্ববশতঃ ভক্তিশূণ্য আমার হৃদয় অল্পতপ্ত হইতেছে, কিন্তু ব্রহ্মাদি পামর পর্য্যন্ত গামিনী হৃদীয় কুপালহরী দৃষ্ট করিয়া আশাবিন্দু-সিক্ত হৃদয় আবার শীতল হইতেছে।

২। ব্রজেশ্বরীকে মদীশ্বরী,—শ্রীদাস-গোস্বামিকৃত বিলাপ-কুসুমাজলি—

অভ্যংকটেন নিতরাং বিরহানলেন দন্দহৃদয়ানন্দয়া কিল কাপি দাসী।
হা স্বামিনি ক্ষণমিহ প্রণয়েন গাঢ়মাক্রন্দনে বিধুরা বিলপামি পঠৈঃ ॥
দেবি হুঃখকুল-সাগরোদরে দ্বয়মানমতিজ্বলন্তং জনম্।
স্বং কৃপাপ্রবলনৌকয়াভুতং প্রাপয় স্বপদ-পঙ্কজালয়ম্ ॥

অর্থাৎ হে স্বামিনি! শ্রীরাধিকে! আমি আপনার দাসী, কিন্তু অতিশয় উৎকট বিরহানল আমার হৃদয়কে সাতিশয় দগ্ধ করিতেছে এবং আমি অত্যন্ত রোদনবশতঃ কাতর হইয়াছি; সুতরাং উপায়শূন্য হইয়া কতিপয় পট্টের দ্বারা গোবর্দ্ধনের একদেশে বিলাপ করিতেছি।

হে ক্রীড়াকারিণি! শ্রীরাধিকে! আমি নিখিল হুঃখ-সাগরে অতিশয় উত্তপ্ত এবং অত্যন্ত হৃদশাপন্ন হইয়াছি; অতএব তুমি আমাকে স্বীয় কৃপারূপ প্রবল নৌকাদ্বারা অপূর্ব্ব নিজ পাদ-পঙ্কজ লাভ করাও।

৩। অতুলসখী-ললিতা,—শ্রীরূপ,—

রাধামুকুন্দ-পাদসম্ভবঘর্ষবিন্দু-
নির্মলনোপকরণী-কৃতদেহলক্ষ্যাম্ ।
উত্তুঙ্গ-সৌহৃদ-বিশেষবশাং প্রগলভাং
দেবীং গুণৈঃ স্তললিতাং ললিতাং নমামি ॥ ১ ॥

রাকাস্থধাকিরণমণ্ডলকান্তি-দণ্ডি-
বক্তৃশ্রিয়ং চকিত-চাক-চমুক-নেত্রাম্ ।
রাধাপ্রসাদনবিধান-কলাপ্রসিদ্ধাং
দেবীং গুণৈঃ স্তললিতাং ললিতাং নমামি ॥ ২ ॥

লাস্তোন্নসমুজ্জগ-শক্রপতত্রচিত্র-
পট্টাংস্তকাভরণ-কঙ্কলিকাঙ্কিতাজীম্ ।
গোরোচনাকচিবিগর্হণ-গৌরিমাণং
দেবীং গুণৈঃ স্তললিতাং ললিতাং নমামি ॥ ৩ ॥

ধূর্তে ব্রহ্মেন্নতনয়ে তনু স্তনু বাম্যং
মা দক্ষিণা ভব কলঙ্কিনি লাঘবায় ।
রাধে গিরং শৃণু হিতামিতি শিক্ষয়ন্তীং
দেবীং গুণৈঃ স্তললিতাং ললিতাং নমামি ॥ ৪ ॥

রাধামতি ব্রজপতে: কৃতমাস্ত্রজেন
কূটং মনাগপি বিলোক্য বিলোহিতাক্ষীম্ ।
বাগ্ভক্তিভিস্তমচিরেণ বিলজ্জয়ন্তীং
দেবীং গুণৈঃ স্তললিতাং ললিতাং নমামি ॥ ৫ ॥

বাৎসল্যবৃন্দবসতিং পশুপালরাজ্যাঃ
মথ্যাহুশিক্ষণকলাসু গুরুং সখীনাম্ ।
রাধাবলাবরজ-জীবিতনির্বিশেষাং
দেবীং গুণৈঃ স্তললিতাং ললিতাং নমামি ॥ ৬ ॥
যাং কামপি ব্রজকূলে বরভাহুজায়াঃ
প্রেক্ষ্য স্বপক্ষ-পদবীমহরুদ্রামানাম্ ।
মত্তস্তদিষ্ট-ঘটনেন কৃতার্থয়ন্তীং
দেবীং গুণৈঃ স্তললিতাং ললিতাং নমামি ॥ ৭ ॥
রাধাব্রহ্মেন্নত-সঙ্গমরজচর্যাং
বর্ধ্যাং বিনিশ্চিতবতীমথিলোৎসবেভাঃ ।
তাং গোকুলপ্রিয়সখী-নিকুরম্মথ্যাং
দেবীং গুণৈঃ স্তললিতাং ললিতাং নমামি ॥ ৮ ॥

অর্থাৎ শ্রীরাধামাধবের চরণ-সমুত্ত ঘর্ষবিন্দুর অপনয়নরূপ
উপকারে যাঁহার শরীর নিযুক্ত এবং অতুলিত সৌহৃদ-রসে
যিনি অবশ, সেই সৌন্দর্য্য-গান্তীর্ঘ্যাদি মিশ্রগুণে মনোহারিণী
অপ্রগলভা ললিতা দেবীকে নমস্কার করি ॥ ১ ॥ যাঁহার
মুখশোভা পূর্ণচন্দ্র-মণ্ডলের কান্তিকেও তিরস্কৃত করিতেছে,
চকিত মুগের নেত্রতুল্য যাঁহার নয়নদ্বয় অতি চঞ্চল এবং
শ্রীরাধিকার বেশরচনা-ব্যাপারে যিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠা, সেই অশেষ
স্বীজনোচিত গুণরাশিযুক্তা ললিতা দেবীকে নমস্কার করি ॥ ২ ॥
উদ্ধত নৃত্যে অতিশয় উল্লসিত ময়ূরের বিচিত্রবর্ণ-পিচ্ছের আয়
পটবস্ত্রের আবরণ এবং কুচ পটের (কাঁচুলীর) দ্বারা যাঁহার
শরীর অতি ভূষিত এবং স্বকীয় গৌরবর্ণদ্বারা যিনি গোরোচনার

কচিকেও বিগর্হিত করিতেছেন, সেই অসীম গুণবতী ললিতা দেবীকে নমস্কার করি ॥ ৩ ॥ হে কলঙ্কিনি! রাধিকে! তুমি অতিধূর্ত ব্রজেন্দ্রনন্দনের প্রতি ঔদার্য প্রকাশ করিও না, সর্বতোভাবে প্রতিকূলতাই প্রকাশ কর এবং আমার হিতকর বাক্য শ্রবণ কর, এমন প্রকারে যিনি শ্রীরাধিকাকে শিক্ষা-দান করিতেছেন, সেই সমূহ গুণাবিতা ললিতা দেবীকে নমস্কার করি ॥ ৪ ॥ শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অল্প মাত্রও চাতুরীপর বাক্য-বিচ্যাস শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া যিনি “তুমি অতি সত্যবাদী, সরল ও বিশুদ্ধ-প্রণয়ী” ইত্যাদি বাগ্-ভঙ্গিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে লজ্জিত করিতেছেন, সেই সকল গুণনিলয়া ললিতা দেবীকে নমস্কার করি ॥ ৫ ॥ যিনি পশুপাল-রাজমহিষীর অর্থাৎ যশোদাদেবীর বাৎসল্যরসের বসতি স্থান এবং সমূহ সখীদিগের সখ্যশিক্ষা বিষয়ের গুরু এবং রাধিকা ও বলদেবের অপরজ (কনিষ্ঠ) অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ষাঁহার জীবনস্বরূপ, সেই নিখিল গুণসিন্ধু ললিতা আমার নমস্কা হউন ॥ ৬ ॥ বৃন্দাবন-ভবনে যে-কোন যুবতিকে দেখিয়া, বৃষভানুন্দিনী রাধার স্বপক্ষ জ্ঞানে তৎক্ষণাৎ ঐ যুবতীর অভিলষিত কার্যের ঘটনাদ্বারা যিনি কৃতার্থ করিতেছেন, সেই গুণগ্রাম-সম্পন্না ললিতা দেবীকে প্রণাম করি ॥ ৭ ॥ রাধামাধবের সম্মেলনে যে বিনোদন-ক্রিয়া— তাহাই ষাঁহার শ্রেষ্ঠ কার্য এবং অত্যাশ্চর্য নিখিল উৎসব হইতে তদ্বিষয়ে ষাঁহার অত্যন্ত স্পৃহা, সেই গোকুলের প্রিয়-

সখীদিগের প্রধানতমা ও সকল গুণাশ্রয়া ললিতা দেবীকে প্রণাম করি ॥ ৮ ॥

৪। শিক্ষাগুরু বিশাখা,—

বিশাখোরসি যা বিষ্ণোর্ষাত্মা বিষ্ণুর্জলাশ্রয়ী ।

নিত্যং নিমজ্জতি শ্রীত্যা তাং সৌরীং যমুনাং স্তমঃ ॥

“বিশাখা যমুनावपुरिति विचारेण यमुनास्तत्या तৎस्तতি”
রিত্তি বিত্যাভূষণঃ ।

অর্থাৎ বিষ্ণু জলস্বরূপা যে বিশাখার বক্ষে শ্রীতিসহকারে
নিত্য নিমজ্জিত হন, সেই সূর্য্যকন্যা যমুনার স্তব করি ।
বিশাখাকে যমুनावपु विचारे यमुनास्ततिते विशाखार स्तुति হয়,
ইহা বিত্যাভূষণপাদ বলিয়াছেন । শ্রীরূপ—(স্তবমালা)

ভ্রাতৃবৃত্তকস্ত পত্তনেহতিপত্তিহারিণী

প্রেক্ষয়াতিপাপিনোহপি পাপসিন্ধুতারিণী ।

নীৰ-মাধুরীভিরপ্যশেষচিত্তবন্ধিনী

মাং পুনাতু সৰ্বদারবিন্দ-বন্ধু-নন্দিনী ॥ ১ ॥

হারি-বারি-ধারয়াহতিমণ্ডিতোরুখাণ্ডবা

পুণ্ডরীকমণ্ডলোদগুজালিতাণ্ডবা ।

স্নান-কাম-পামরোগ্র-পাপ-সম্পদন্ধিনী

মাং পুনাতু সৰ্বদারবিন্দ-বন্ধু-নন্দিনী ॥ ২ ॥

লীকরাভিমুগ্ধ-জন্তু-হৃদ্বিপাক-মন্দিনী

নন্দনন্দনান্তরঙ্গ-ভক্তিপূর্ববন্ধিনী ।

তীরসঙ্গমাভিলাষি-মঙ্গলাভুবন্ধিনী

মাং পুনাতু সৰ্বদারবিন্দ-বন্ধু-নন্দিনী ॥ ৩ ॥

দ্বীপ-চক্রবাল-জুই-সপ্তসিন্ধু-ভেদিনী
 শ্রীমুকুন্দনিমিত্তোক্ত-দিব্যকেলি-বেদিনী ।
 কান্ত-কন্দলীভিরিন্দ্রনীলবৃন্দনিমিনী
 মাং পুনাতু সর্বদারবিন্দ-বন্ধু-নন্দিনী ॥ ৪ ॥
 মাথুরেণ মণ্ডলেন চারুণাভিমণ্ডিতা
 প্রেমনন্দ-বৈষ্ণবধবন্ধনায় পণ্ডিতা ।
 উষ্মিদোর্বীলাস-পদ্মনাভপাদবন্দিনী
 মাং পুনাতু সর্বদারবিন্দ-বন্ধু-নন্দিনী ॥ ৫ ॥
 রম্যতীর-রম্যমাণ-গোকদম্ভভূষিতা
 দিব্যগন্ধভাঙ্গদম্ব-পুষ্পরাজিকুণ্ডিতা ।
 নন্দস্থলু-ভক্তসজ্জ-সঙ্গমাভিবন্দিনী
 মাং পুনাতু সর্বদারবিন্দ-বন্ধু-নন্দিনী ॥ ৬ ॥
 ফুলপক্ষ-মল্লিকাফ-হংসলক্ষ-কুজিতা
 ভক্তিবিন্দ-দেবসিদ্ধিকিরণালিপুঞ্জিতা ।
 তীরগন্ধবাহগন্ধজম্ববন্ধরন্ধিনী
 মাং পুনাতু সর্বদারবিন্দ-বন্ধু-নন্দিনী ॥ ৭ ॥
 চিহ্নিলাসবারিপূরভূ-ভূ-বঃস্বরূপিণী
 কীর্তিতাপিছ্যদৌরুপাপমর্ষ তাপনী ।
 বলবেন্দনন্দনাঙ্গরাগভঙ্গগন্ধিনী
 মাং পুনাতু সর্বদারবিন্দ-বন্ধু-নন্দিনী ॥ ৮ ॥

অর্থাৎ যিনি নিজশ্রাতা যমরাজের নগরের গমন নিবারণ করেন ও দর্শনমাত্রেই পাপীদিগকে পাপসিন্ধু হইতে পরিভ্রাণ করেন এবং স্বকীয় জলমাধুর্য্যদ্বারা অশেষজনের চিত্তহারিণী,

সেই পথের বন্ধু সূর্য্যদেবের কন্যা আমাকে সর্বদা পবিত্র করুন ॥ ১ ॥ মনোহারিণী বারিধারা দ্বারা যিনি ইন্দ্রের বৃহৎ খাণ্ডবকানন মণ্ডিত করিয়াছেন এবং ষাঁহার ধবলবর্ণ পদ্মশ্রেণীতে খঞ্জনারি পক্ষীগণ পরমসুখে নৃত্যস্থ অমুভব করিতেছে এবং কৃতস্নানের কি কথা, স্থানাভিলাষী ব্যক্তিদিগেরও পাপরাশিকে ক্ষীণ করেন, সেই অরবিন্দ-বন্ধু-নন্দিনী যমুনাদেবী আমাকে সর্বদা পবিত্র করুন ॥ ২ ॥ যিনি অমুকণ-স্পৃষ্ট প্রাণিদিগের সমূহ দুষ্কর্মফল বিনাশ করেন এবং নন্দসুত শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ ভক্তিপ্রবাহকে বর্দ্ধিত করেন এবং তীর সঙ্গাভিলাষী জনগণের মঙ্গলকারিণী, সেই রবিশুভা যমুনাদেবী আমাকে সর্বদা পবিত্র করুন ॥ ৩ ॥ যিনি সপ্তদ্বীপ-বেষ্টিত সপ্তসমুদ্রের ভেদকারিণী অর্থাৎ সপ্তসাগর-সঙ্গতা এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রকটিত উৎকৃষ্ট কেলি-সমূহ যিনি সম্যকরূপে পরিজ্ঞাত, এবং স্বকীয় কান্তিপটলদ্বারা ইন্দ্রনীলমণির কাস্তিকেও তিরস্কৃত করিতেছেন, সেই আদিত্য-তনয়া যমুনাদেবী আমাকে পবিত্র করুন ॥ ৪ ॥ মনোহর মথুরামণ্ডলদ্বারা যিনি মণ্ডিতা ও প্রেমপরায়ণ বৈষ্ণবজনগণের যিনি রাগমার্গের বুদ্ধিকারিণী এবং স্বীয় তরঙ্গমালারূপ বাহু-দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের চরণ-বন্দনতৎপর, সেই ভানুহুহিতা যমুনাদেবী আমাকে পবিত্র করুন ॥ ৫ ॥ অতিরমণীয় উভয়তীরস্থ হৃদ্য-ধ্বনিকারি-গোবৎসগণ-দ্বারা ষাঁহার শোভা বুদ্ধি পাইতেছে এবং কদম্ব পুষ্পশ্রেণীর মনোহর গন্ধে যিনি অতিশয় আমোদিত

এবং নন্দনন্দনের ভক্তগণের সম্মেলনে যাঁহার আনন্দের উল্লাস হইয়া থাকে, সেই দিবাকরনন্দিনী যমুনাদেবী আমাকে পবিত্র করুন ॥ ৬ ॥ আনন্দিত মল্লিকার্ক অর্থাৎ মলিনচঞ্চুরণ হংস বিশেষের মনোহর কলরবে যিনি প্রতিশব্দিত, এবং দেব, সিদ্ধ কিন্নরগণও হরিভক্তিতে মোহিত-চিত্ত হইয়া যাঁহার পূজা করেন, এবং স্বকীয় তীরের সমীপদ্বারা যিনি জনগণের জন্ম-বন্ধন বিমোচন করেন, সেই ভাস্করনন্দিনী যমুনাদেবী আমাকে পবিত্র করুন ॥ ৭ ॥ চিহ্নিলাস অর্থাৎ ব্রহ্মবিজ্ঞা, তদ্রূপ বারি-প্রবাহদ্বারা যিনি ভূ-ভূবঃ-স্বরাখ্য লোকত্রয়ে ব্যাপ্ত করিয়াছেন, কীর্তিতা অর্থাৎ উচ্চারিত হইয়াও মদমত্ত ব্যক্তির মহান্ পাপ-রাশির মর্ম্মচ্ছেদকারিণী এবং জলক্ৰীড়াবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-গলিত কুঙ্কুমাди অনুলেপনদ্বারা যিনি সৌরভবতী হইয়াছেন, সেই সূর্য্যকন্ঠা যমুনাদেবী আমাকে পবিত্র করুন ॥ ৮ ॥

৫। প্রিয়সরঃ শ্রীরাধাকুণ্ড,—তদ্ যথা ‘বিলাপ-কুসুমাজ্জলো’—

হে শ্রীদেবোবর ! সদা স্ময়ি সা মদীশা

প্রেষ্ঠেন সাদ্ধিমিহ খেলতি কামরূপৈঃ ।

স্বক্ষেৎ প্রিয়াৎ প্রিয়মতীব তয়োবিতী মাং

হা দর্শয়াত্ত রূপয়া মম জীবিতং তাম্ ॥

অর্থাৎ হে রাধাকুণ্ড ! তোমার তীরে সর্বদা মদীশ্বরী সেই রাধিকা বিবিধ কামরূপে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের সহিত খেলা

করেন, তুমি সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রিয় হইতেও প্রিয়, অতএব তুমি কুপাপূর্ব্বক এই আমার জীবনস্বরূপ শ্রীরাধিকাকে দর্শন করাও । তত্র শ্রীবিশাখাং প্রতি—

ক্ষণমপি তব সঙ্গং ন ত্যজেদেব দেবি

স্বমসি সমবয়স্বান্নর্ম্মভূমির্যদন্তাঃ ।

ইতি স্মৃথি বিশাখে দর্শয়িত্বা মদীশাং

মম বিরহ-হত্যায়াঃ প্রাণরক্ষাং কুরুষ ॥

অর্থাৎ হে স্মৃথি বিশাখে ! মদীশ্বরী শ্রীরাধিকা তোমার সমবয়স্ক প্রযুক্ত তুমি ইহার কৌতুকাস্পদ হইয়াছ, অতএব ইনি ক্ষণকালও তোমার সঙ্গ পরিত্যাগ করেন না, আমিও বিরহকাতরা, সুতরাং ইহাকে দর্শন করাইয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর ।

৬। গিরীন্দ্র,—শ্রীগোবর্দ্ধন পর্ব্বত । শ্রীগোবর্দ্ধন-বাস-প্রার্থনায় শ্রীদাস গোস্বামী—

গিরিনৃপ হরিদাস-শ্রেণী-বর্ধোতিনামা-

যুতমিদমুদিতং শ্রীরাধিকাবক্তৃ চন্দ্রাং ।

ব্রজনব-তিলক-স্বৈরুপ্ত-বেদৈঃ স্মৃটং মে-

নিজনির্কট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন স্বম্ ॥

অর্থাৎ হে গিরিরাজ ! যখন শ্রীরাধিকার মুখচন্দ্র হইতে “হস্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্ধ্যঃ” অর্থাৎ হে অবলাগণ ! এই পর্ব্বত হরিদাসসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এই ভাগবতীয় পত্রে তোমার এই নামরূপ অমৃত প্রকাশ পাইয়াছে, তখন তুমি বেদাদি সকল শাস্ত্রকর্তৃক ব্রজের নূতন তিলক-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত

হইয়াছ, অতএব আমার এই প্রার্থনা যে, তুমি আমাকে নিজ নিকটে নিবাস প্রদান কর।

শ্রীরাধাকৃষ্ণ ও শ্রীগোবর্দ্ধনের দর্শনে কেবলা ভক্তির উদয় হয়। শ্রীকৃষ্ণের চিল্লীলার যে-সমস্ত স্থান, সেই সকলই রতিপ্রদ, অতএব সর্বদা স্মরণীয় ॥ ৯ ॥

মনঃশিক্ষা-ভাষা

ব্রজবন-সুধাকর, ব্রজবনের ঈশ্বর,
ব্রজেশ্বরী আমার ঈশ্বরী।

ললিতা তাঁহার সখী, তুল্য তা'র নাহি লিখি,
বিশাখা শিক্ষিকা-পদ ধরি ॥

এইভাবে ভাব, ওরে মন।

রাধাকৃষ্ণ-সরোবর, গোবর্দ্ধন-গিরীশ্বর,
রতিপ্রদ তত্ত্ব তদীক্ষণ ॥

ব্রজে গোপীদেহ ধরি', মঞ্জরী আশ্রয় করি',
প্রাপ্ত সেবা কর সম্পাদন।

মঞ্জরীর কুপা হ'বে, সখীর চরণ পা'বে,
সখী দেখাইবে নিত্যধন ॥

প্রহরে প্রহরে আর, দণ্ডে দণ্ডে সেবাসার
করিয়া যুগলধনে ডাক।

সকল অনর্থ যা'বে, চিহ্নিলাস-রস পা'বে,
ভক্তিবিনোদের কথা রাখ ॥

রতিং গৌরী-লীলে অপি তপতি সৌন্দর্য্যকিরণৈঃ
শচী-লক্ষ্মী-সত্যাঃ পরিভবতি সৌভাগ্যবলনৈঃ।
বশীকারৈশ্চন্দ্রাবলীমুখ-নবীনব্রজসতাঃ
ক্ষিপত্যাৱাদ্ যা তাং হরিদায়ত-রাধাং ভজ মনঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—১০। মনঃ (হে মন) ! যা (যিনি) সৌন্দর্য্য-কিরণৈঃ (সৌন্দর্য্য-কিরণদ্বারা) রতিং (রতিদেবীকে) গৌরী-লীলে অপি [এবং] (গৌরীদেবী ও লীলাশক্তিকেও) তপতি (সন্তুষ্ট করেন), সৌভাগ্যবলনৈঃ (সৌভাগ্যের অর্থাৎ প্রিয়ত্বের প্রকাশে বা গর্বে) শচী-লক্ষ্মী-সত্যাঃ (ইন্দ্রাণী, লক্ষ্মী ও সত্যভামাকে) পরিভবতি (পরভূত করেন), বশীকারৈঃ (বশীকরণের দ্বারা) চন্দ্রাবলীমুখ-নবীনব্রজসতীঃ (চন্দ্রাবলীপ্রমুখ তরুণী ব্রজললনাকে) আরাং (দূরে) ক্ষিপতি (নিষ্ক্ষেপ করেন), তাং (সেই) হরিদায়িতরাধাং (শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী শ্রীরাধাকে) ভজ (ভজন কর)।

স্বরূপশক্তিকে আশ্রয় না করিলে কোন্‌ক্রমেই শক্তিমত্ত-রূপ শ্রীকৃষ্ণের চরণাশ্রয় লাভ হয় না। অতএব বলিতেছেন,—

শ্লোকার্থঃ—হে মন! তুমি একমাত্র শ্রীমতী রাধিকারই ভজন কর; যেহেতু তিনি রতি, গৌরী ও লীলাকে স্বীয় সৌন্দর্য্যের দ্বারা সন্তাপিত করিয়াছেন; শচী, লক্ষ্মী ও সত্যভামাকে সৌভাগ্য-চালনার দ্বারা পরভূত করিয়াছেন এবং চন্দ্রাবলী প্রভৃতি নবীন ব্রজসতীদিগকে কৃষ্ণবশীকারশক্তিদ্বারা

দূরে ফেপণ করিয়াছেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়তমা
সহচরী ॥ ১০ ॥

শ্রীরূপ—অথ বৃন্দাবনেশ্বর্যাঃ কীর্ত্যন্তে প্রবরা গুণাঃ ।

মধুরেয়ং নববয়শ্চলাপাদোজ্জলশ্চিত্তা ॥

চাঁরু-সৌভাগ্য-রেখাঢ্যা গন্ধোন্মাদিতমাধবা ।

সঙ্গীতপ্রসরাভিজ্ঞা রম্যাবাকু নন্দপণ্ডিতা ॥

বিনীতা করুণাপূর্ণা বিদগ্ধা পাটবাচিত্তা ।

লজ্জাশীলা স্তম্ভ্যাদা ধৈর্যা-গান্তীর্থ্যশালিনী ॥

সুবিলাসা মহাভাব-পরমোৎকর্ষতথিণী ।

গোকুল-প্রেম-বসতির্জগচ্ছৈলীসদৃশাঃ ॥

গুরুপিত-গুরুস্নেহা সখীপ্রণয়িতাবশা ।

কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা সন্ততাপ্রবাকেশবা ।

বহনা কিং গুণান্তস্তাঃ সংখ্যাভীতা হরেয়িব ॥

অর্থাৎ এখন বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধিকার প্রধান প্রধান
গুণসকল কীর্তন করা যাইতেছে—মধুরা, নবীনবয়সযুক্তা,
চঞ্চলনেত্রা, উজ্জল-হাস্যযুক্তা, সুন্দর-সৌভাগ্য-রেখাযুক্তা,
সৌগন্ধে কৃষ্ণোন্মাদিনী, সঙ্গীতপ্রসারজ্ঞা, রমণীয়-বাগ্‌বিশিষ্টা,
নন্দপুণে পণ্ডিতা, বিনীতা, করুণাপূর্ণা, চতুরা, পাটবাচিত্তা,
লজ্জাশীলা, স্তম্ভ্যাদা, ধৈর্য্যযুক্তা, গান্তীর্থ্যময়ী, সুবিলাসযুক্তা,
পরমোৎকর্ষে মহাভাবময়ী (তৃষ্ণাযুক্তা), গোকুলপ্রেমের বসতির
আশ্রয়, জগৎশ্রেণীর মধ্যে উদ্দীপ্ত যশোযুক্তা, গুরুলোকে
অপিত-গুরু-স্নেহবতী, সখীদিগের প্রণয়বশযুক্তা, কৃষ্ণপ্রিয়া

রমণীদিগের মধ্যে মুখ্যা, সর্বদা কেশবকে স্বীয় অধীনকারিণী ।

পুনশ্চ,—মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী ।

গোপালোত্তরতাপত্যাং যদ গান্ধর্বেতি বিশ্রুতা ॥

অর্থাৎ তিনি মহাভাবস্বরূপা, তাঁহার তুল্য গুণ আর
কোন গোপিকারই নাই। গোপালোত্তরতাপনীতে তিনি
গান্ধর্ব্বা বলিয়া বিশ্রুতা (বিখ্যাতা) ।

(রাধা ইতি) ঋকু-পরিশিষ্টে চ—“রাধয়া মাধবো দেবো
মাধবেনৈব রাধিকা” ইতি । অতন্তদীয়মাহাভ্যাং পাদ্মে
দেবর্ষিণোদিতম্—যথা :—

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোন্তস্তাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা ।

সর্বগোপীষু মৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা ॥

হ্লাদিনী ষা মহাশক্তিঃ সর্বশক্তিবরীয়সী ।

তৎসারভাবরূপেয়মিতি তন্ত্বে প্রতিষ্ঠিতা ॥

অর্থাৎ রাধার সহিত মাধব ও মাধবের সহিত রাধা ।
পাদ্মেও—রাধা যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া, রাধাকুণ্ড ও তদ্রূপ
প্রিয়স্থান; সমস্ত গোপীবর্গের মধ্যে রাধাই কৃষ্ণের অত্যন্ত
বল্লভা ।

তথা শ্রীরূপকৃত-‘চাটুপুষ্পাঞ্জলিঃ’—

নবগোরোচনাগোরীং প্রবরেন্দীবরাদ্বরাম্ ।

মণিস্তবক-বিদ্যোতিবেগীব্যালঙ্কনাক্ষণাম্ ॥ ১ ॥

উপমানঘটামানপ্রহারিমুখমণ্ডলাম্ ।

নবেন্দুনিম্নিভালোভ্যংকন্তুরাতিলকপ্রিয়ম্ ॥ ২ ॥

অজিতানজকোদণ্ডাং লোলনীলালকাবলিম্ ।
 কজ্জলোজ্জলতা-রাজচ্চকোরীচাকুলোচনাম্ ॥ ৩ ॥
 তিলপুষ্পাভনাসাগ্রবিরাঙ্গধরমৌক্তিকাম্ ।
 অধরোদ্ধতবন্ধুকাং কুন্দালীবন্ধুরদ্বিজাম্ ॥ ৪ ॥
 সরস্বতীস্বর্ণরাজীব-কর্ণিকাকৃতকর্ণিকাম্ ।
 কন্তুরীবিম্বুচিবুকাং রত্নগ্রেবেয়কোজ্জলাম্ ॥ ৫ ॥
 দিব্যাজদ-পরিষজ-লসজ্জমৃণালিকাম্ ।
 বলারিরত্নবলয়কলালম্বিকলাবিকাম্ ॥ ৬ ॥
 রত্নাঙ্গুরীকোল্লাসি-বরাজুলিকরাধুজাম্ ।
 মনোহর-মহাহার-বিহারিকুচকুটমলাম্ ॥ ৭ ॥
 রোমালিভুজগীমূর্ধ্বরত্নাভতরলাক্ষিতাম্ ।
 বলিত্রয়ীলতাবন্ধুক্ষীণভঙ্গুরমধ্যমাম্ ॥ ৮ ॥
 মণিসারসনাধারবিস্তারশ্রোণিরোধসম্ ।
 হেমরন্তামদারন্ত-সুস্তনোরুযুগাকৃতিম্ ॥ ৯ ॥
 জালুহ্যতি-জিতফুলপীতরত্নসমুদগকাম্ ।
 শরয়ীরজনীরাজ্য-মঞ্জীরবিবরণপদাম্ ॥ ১০ ॥
 রাকেন্দুকোটীসৌন্দর্য্যজৈত্রপাদনথ-হ্যতিম্ ।
 অষ্টাভিঃ সাত্ত্বিকৈর্ভাবৈরাকুলীকৃতবিগ্রহাম্ ॥ ১১ ॥
 মুকুন্দাজরুতাপাঙ্গামনজোশ্মিতরঙ্গিতাম্ ।
 স্বামারকপ্রিয়ানন্দাং বন্দে বৃন্দাবনেশ্বরী ॥ ১২ ॥
 অগ্নি প্রোজ্জগহাভাবমাধুরীবিহ্বলাস্তরে ।
 অশেষনাগিকাবস্থা-প্রাকট্যাভুতচেষ্টিতে ॥ ১৩ ॥

সর্বমাধুর্য্যবিজ্ঞোলীনিস্মৃতিতপদাযুজে ।
 ইন্দিরামৃগ্যসৌন্দর্য্যাসুরদত্তিন্থনাঞ্চলে ॥ ১৪ ॥
 গোকুলেন্দুমুখীবৃন্দসীমন্তোভ্রংসমঞ্জরি ।
 ললিতাদি-সখীযুগজীবাতু-স্মিতকোরকে ॥ ১৫ ॥
 চটুলাপাঙ্গমাধুর্য্যবিম্বুমাচিত-মাধবে ।
 তাতপাদযশঃশ্রোমকৈরবানন্দচন্দ্রিকে ॥ ১৬ ॥
 অপারকরণাপূরপূরিতান্তর্য্যনোহুদে ।
 প্রসীদাম্বিন্ জনে দেবি নিজদান্তস্পৃহাজুষি ॥ ১৭ ॥
 কচিং স্বং চাটুপট্টনা তেন গোষ্ঠেভ্রমুহুনা ।
 প্রার্থ্যমানচলাপাঙ্গপ্রসাদান্দ্র্যাসে ময়া ॥ ১৮ ॥
 স্বাং সাধু মাধবীপুট্পৈর্মাদবেন কলাবিদা ।
 প্রসাধ্যমানাং স্থিতন্তীং বীজগ্নিগ্নাম্যহং কদা ॥ ১৯ ॥
 কেলিবিষ্মংসিনো বক্রকেশবৃন্দন্ত জুন্দরি ।
 সংস্কারায় কদা দেবি জনমেতং নিদেক্ষ্যসি ॥ ২০ ॥
 কদা বিধোষ্টি তাস্মৈলং ময়া তব মুখাযুজে ।
 অর্প্যমাণং ব্রজাধীশসুহুরাজিষ্ঠ ভোক্ষ্যতে ॥ ২১ ॥
 ব্রজরাজকুমারবল্লভাকুল-সীমন্তমণি প্রসীদ মে ।
 পরিবারগণন্ত তে যথা, পদবী মে ন দবীয়সী ভবেৎ ॥ ২২ ॥
 করুণাং মুহুরথয়ে পরং তব বৃন্দাবনচক্রবর্তিনি ।
 অপি কেশিরিপোর্ষয়া ভবেৎ, সচটুপ্রার্থনভাজনং জনঃ ॥ ২৩ ॥
 ইমং বৃন্দাবনেশ্বর্য্যা জনো যঃ পঠতি স্তবম্ ।
 চাটুপুষ্পাঞ্জলিং নাম স শ্রাদত্যাঃ কৃপাস্পদম্ ॥ ২৪ ॥
 অর্থাৎ হে বৃন্দাবনেশ্বরী ! আমি তোমাকে বন্দনা করি,

তুমি অভিনব গোরোচনার আয় গৌরঙ্গী, সুন্দর নীলপদ্মের আয়
তোমার বসন, তোমার লম্বিত বেণীর উপরিস্থ মণিরত্ন-খচিত
কবরীবন্ধ যেন ফণাযুক্ত ভুজঙ্গিনী বলিয়া বোধ হইতেছে ॥ ১ ॥
তোমার মুখমণ্ডলচন্দ্র পদ্ম প্রভৃতি যাবতীয় উপমান পদার্থের
গর্ব খর্ব করে, নবোদিত ইন্দুকলার আয় তোমার ললাট
কস্তুরি-তিলকে সুশোভিত ॥ ২ ॥ তোমার আয়ুগলদ্বারা
অনঙ্গের শরাসন তিরস্কৃত হইয়াছে, তুমি চঞ্চল নীলবর্ণ
কুটিলকুন্তলে সুশোভিত, কজ্জলে সুশোভিত স্বদীয় নয়ন-
যুগল চকোরীমিথুন বলিয়া বোধ হইতেছে ॥ ৩ ॥ তিলকুসুমের
মত নাসাগ্রে উৎকৃষ্ট মুক্তা সুশোভিত, বন্ধুক পুষ্পের আয়
তোমার অধর ও কুন্দাবলীর আয় দন্তরাজি সুশোভিত ॥ ৪ ॥
রত্নজড়িত স্বর্ণপদ্মের কর্ণিকার তোমার কর্ণভূষণ, তোমার
চিবুক কস্তুরী-বিন্দুতে সুশোভিত এবং তুমি রত্নময় কণ্ঠহারে
অলঙ্কৃত ॥ ৫ ॥ তোমার মৃণালস্বরূপ ভুজদ্বয় সুন্দর অঙ্গদভূষণে
ভূষিত, এবং মণিবন্ধ সুমধুর ধ্বনিবিশিষ্ট ইন্দ্রনীল-মণিময়
বলয়দ্বারা সুশোভিত ॥ ৬ ॥ তোমার করপদস্থ অঙ্গুলিসকল
রত্নাদুরীয় দ্বারা সুশোভিত, তোমার স্তনযুগল মনোহর মহাহারে
বিভূষিত ॥ ৭ ॥ তোমার হৃদয়ে বিরাজিত হার-মধ্যস্থিত মণিকে
রোমাবলীরূপ ভুজঙ্গিনীর মস্তকস্থিত রত্ন বলিয়া বোধ হইতেছে,
তোমার অতিশয় ক্ষীণ ও কুচভরে ভঙ্গুর মধ্যস্থান ত্রিবলিরূপ
লতা দ্বারা যেন বেষ্টিত হইয়াছে ॥ ৮ ॥ তোমার বিশাল কটিতে

মণিময় কিঙ্কিণী সুশোভিত, তোমার উরুযুগল স্বর্ণ-কদলীর
মদগর্ব খর্ব করিতেছে ॥ ৯ ॥ তোমার সুন্দর জাহ্নুযুগলের
শোভায় গীতবর্ণ রত্নময় সমুদ্রগকের (কোঁটার) শোভা তিরস্কৃত
হইতেছে, সুন্দর ও শঙ্কায়মান নুপুরযুক্ত স্বদীয় পদযুগল শরৎ-
কালীন প্রফুল্ল পদ্ম দ্বারা নীরাজিত ॥ ১০ ॥ তোমার পাদপদস্থ
নখদ্বারা কোটি কোটি পূর্ণ শশধরের সৌন্দর্য্য অপহৃত
হইয়াছে, স্তম্ভ-শ্বেদাদি অষ্ট সাত্ত্বিকভাবে কৃষ্ণাঙ্গে অপাঙ্গ সঞ্চালন
করিয়া তোমার অনঙ্গ-তরঙ্গ উচ্ছলিত হয় এবং তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণের
সহিত মিলিত হইয়া অপার আনন্দ উপভোগ কর, অতএব হে
বৃন্দাবনেশ্বরী! এবস্থিধ গুণশালিনী তোমাকে আমি বন্দনা
করি ॥ ১১-১২ ॥ অয়ি শ্রীমতি! সমুদিত মহাভাব-মাধুরীদ্বারা
তোমার অন্তঃকরণ বিবশ হইয়াছে, তোমাতে অশেষ প্রকার
নায়িকার লক্ষণ থাকায় স্বদীয় ভাব-ভঙ্গী সকলের আশ্চর্য্য-
কারিণী ॥ ১৩ ॥ সমস্ত নায়িকাগত মাধুর্য্যাদিগুণ তোমার
পাদপদ্মের নির্মল্যুগল করিতেছে, লক্ষ্মীর প্রার্থনীয় সৌন্দর্য্য তোমার
পাদপদ্ম-নখপ্রান্তে বিরাজিত ॥ ১৪ ॥ তুমি গোকুলবাসিনী
সমস্ত ব্রজরমণীর শিরোভূষণ কুসুমমঞ্জরী-স্বরূপ, স্বদীয় মন্দ মন্দ
হাস্ত-কলিকা ললিতাদি সখীবৃন্দের জীবনৌষধ-স্বরূপ ॥ ১৫ ॥
তুমি চঞ্চল অপাঙ্গরূপ মাধুর্য্য-বিন্দুদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে উন্মাদিত কর,
তুমি নিজপিতা বৃষভানুর কীর্ত্তিকলাপরূপ কুসুমের আনন্দ-
দায়িনী চন্দ্রিকা-স্বরূপ ॥ ১৬ ॥ তোমার অন্তঃকরণরূপ মহাহৃদ

অপার করুণা-প্রবাহে পরিপূর্ণ, হে দেবি! তোমার দাসত্বাভিলাষী এই জনের প্রতি প্রসন্না হও ॥ ১৭ ॥ হে দেবি! তোমার মানাস্তে চাটুবচন-পটু ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ তোমার সহিত মিলন প্রার্থনা করিলে তুমি চঞ্চল অপাঙ্গদ্বারা দৃষ্টিপাত করিয়া প্রসন্না হইতেছ, এই প্রকার তোমার ভাব আমি কবে দেখিতে পাইব? ১৮ ॥ শিল্পকার্য্যে নিপুণ শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক সুন্দর মাধবী কুসুমদ্বারা তুমি অলঙ্কৃত হইতেছ এবং তৎকর-স্পর্শে সাত্ত্বিক ভাবের উদয়হেতু তোমার কলেবর ঘর্ম্মাক্ত হইলে আমি তালবৃন্ত দ্বারা তোমার সেই শ্রীঅঙ্গে কবে ব্যজন করিব! ১৯ ॥ হে দেবি! হে সুন্দরি! কৃষ্ণসহ বিহারান্তে হৃদীয় কুটিল কেশপাশ আলুলায়িত হইলে তাহা পুনর্ব্বার সংস্কার করিবার জন্ত এই জনকে কবে আদেশ করিবে? ২০ ॥ হে বিশ্বোক্তি! আমি তোমার মুখাশুভ্রে তানুল অর্পণ করিব, শ্রীকৃষ্ণ তোমার মুখ হইতে কাড়িয়া লইয়া উহা ভক্ষণ করিবেন, তোমাদিগের উভয়ের এই প্রকার ভাব আমি কবে দর্শন করিব? ২১ ॥ হে শ্রীমতি! ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের যাবতীয় প্রেয়সীগণের শিরোভূষণ, অতএব আমার প্রতি প্রসন্না হও এবং যাহাতে অচিরাৎ তোমার পরিবারগণের মধ্যে গণিত হইতে পারি সেইরূপ অনুকম্পা কর ॥ ২২ ॥ হে বৃন্দাবন-চক্রবর্ত্তিনি! আমি পুনঃ পুনঃ তোমার করুণা প্রার্থনা করিতেছি, আমার প্রতি এইরূপ কর যে, আমি তোমার সখী হইব, তুমি মানিনী হইলে তোমার সখী বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ আমার

নিকট আসিয়া তোমার সহিত মিলনের জন্ত কত চাটুবাঁকা বলিবেন, তৎপরে আমি তাঁহার হস্তধারণ করিয়া তোমার নিকট লইয়া যাইব ॥ ২৩ ॥ বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধিকার 'চাটুপুষ্পাঞ্জলি'-নামক এই স্তব যিনি শ্রদ্ধা-সহকারে পাঠ করেন, তিনি অচিরকাল মধ্যে সেই শ্রীরাধিকার কৃপাপাত্র হইবেন ॥ ২৪ ॥

এইপ্রকার স্তোত্রাদি দ্বারা ও সেবা-পরিচর্যা দ্বারা শ্রীরাধাকে ভজনা কর। শ্রীদাসগোস্বামী এতদূর বলিয়াছেন,—

লক্ষ্মীর্ষদজিহ্ব-কমলশ্র নখাঞ্চলশ্র

সৌন্দর্য্যবিন্দুমপি নাইতি লক্ষ্মীশে।

সা ত্বং বিধাত্তসি ন চেম্ম নেন্দ্রদানং

কিং জীবিতেন মম হৃৎখদাবাগ্নিদেন ॥

আশাভরৈরমৃতসিদ্ধুময়ৈঃ কথঞ্চিৎ

কালো ময়াতিগমিতঃ কিল শাস্ত্রতং হি।

তৎকেৎ কৃপাং ময়ি বিধাত্তসি নৈব কিং মে

প্রাণৈব্রজেন চ বরোরু বকারিণাপি ॥

অর্থাৎ হে প্রাণেশ্বর! লক্ষ্মীদেবীও যাহার পাদপদ্মের নখাঞ্চলের সৌন্দর্য্যবিন্দুও লাভ করিতে সমর্থ্য নহেন, সেই তুমি যদি আমাকে হৃদীয় লীলাদি দর্শন-যোগ্য চক্ষুদান না কর, তবে এই হৃৎখরুপ দাবাগ্নিপ্রদ জীবনে ফল কি? হে বরোরু! সম্প্রতি আমি অমৃতসাগররূপ আশাসমূহে নিশ্চয় অতি কষ্টশৃঙ্খল কাল যাপন করিলাম, তুমি যদি আমাকে কৃপা

না কর, তবে এ প্রাণ বা ব্রজবাস, অধিক কি শ্রীকৃষ্ণেও
আমার প্রয়োজন নাই।

জীবের মধ্যে যদি ব্রজভাবে রতি জন্মে, তবে শ্রীগুরুর
নিকট বিদিত স্বীয় সম্বন্ধ অবগত হইয়া, নিজ সেবা-সাধন-জ্ঞ
আদৌ সেই গুরুদেবের স্বরূপগত তত্ত্ব (অর্থাৎ গুরুরূপা)
মঞ্জরীর পদ আশ্রয় করিয়া ভজন-সাধন করিবেন। ভজন-সাধন
করিতে করিতে মঞ্জরীর কৃপা হইলে (সেবকের দর্শনে গুরুরূপা)
সখীর নিকট সেবালাভ হয়। তাঁহার পরিচর্যা করিতে করিতে
তাঁহার কৃপা হইলে শ্রীরাধার সাক্ষাৎকার হয়। তাঁহার কৃপা
হইলে যুগল-লীলায় সেবালাভ হয়। সমস্তই নিষ্কপট দৈন্য,
লালসা ও একান্ততা হইতে সিদ্ধ হয়।

মনঃশিক্ষা-ভাষা

সৌন্দর্য্য-কিরণমালা, জিনে রতি, গোঁরী, লীলা,
অনায়াসে স্বরূপবৈভবে।
শচী, লক্ষ্মী, সত্যভামা, যত ভাগ্যবতী রামা,
সৌভাগ্যবলনে পরাভবে ॥
ভজ, মন, চরণ তাঁহার।
চন্দ্রাবলী-মুখ যত, নবীনা নাগরী শত,
বশীকারে করে তিরস্কার ॥

সে যে কৃষ্ণ-প্রাণেশ্বরী, কৃষ্ণ-প্রাণাহ্লাদকরী,
হ্লাদিনী স্বরূপশক্তি সতী।
তাঁহার চরণ ত্যজি, যদি কৃষ্ণচন্দ্র ভজি,
কোটিযুগে কৃষ্ণগেহে গতি ॥
সখীকৃপা-ভেলা ধরি, প্রেমসিন্ধুমাঝে চরি,
বৃষভানুন্দিনী-চরণে।
কবে বা পড়িয়া র'ব, ঈশ্বরীর কৃপা পা'ব,
গণিত হইব নিজজনে ॥

সমং শ্রীকৃপেণ স্মর-বিবশ-রাধাগিরিভূতো-
ব্রজে সাক্ষাৎসেবা-লভন-বিধয়ে তদগণযুজোঃ।
তদিজ্যাখ্যা-ধ্যান-শ্রবণ-নতি-পঞ্চায়তমিদং
ধয়ন্তীত্যা গোবর্দ্ধনমনুদিনং ত্বং ভজ মনঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়—১১। মনঃ (হে মন)! ত্বং (তুমি) ব্রজে
(বৃন্দাবনে) শ্রীকৃপেণ সমং (শ্রীকৃপের সহিত) [ও]
তদগণযুজোঃ (ত্বদীয় অর্থাৎ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের উভয়ের
গণসহিত) স্মরবিবশরাধা-গিরিভূতোঃ (মদনবিহ্বল শ্রীরাধা-
গিরিধারীর) সাক্ষাৎসেবালভন-বিধয়ে (সাক্ষাৎ সেবালাভের
সাধনরূপে) নীত্যা (নির্দেশানুসারে) ইদং (এই)

তদিজ্যাখ্যাধ্যানশ্রবণনতিপঞ্চামৃতং (তাঁহার অর্চন-কীর্তন-
ধ্যান-শ্রবণ-প্রণামরূপ-পঞ্চামৃত) ধয়ন্ (পান করিয়া) অমুদিনং
(প্রত্যহ) গোবর্দ্ধনং (শ্রীগোবর্দ্ধনের) ভজ (সেবা কর) ।
এখন গুচভজনের সাধনাক্ষসকল বলিতেছেন,—

শ্লোকার্থঃ—হে মন ! তুমি ব্রজে স্বগণ-সহিত স্মরবিলাস-
পরায়ণ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সাক্ষাৎ-সেবা লাভকরণার্থ শ্রীকৃপের
সহিত সগণ শ্রীনন্দনন্দনের ইজ্যা, আখ্যা, ধ্যান, শ্রবণ ও
নতি,—এই পঞ্চবিধ অমৃত যথানীতি পান করিতে করিতে
শ্রীগোবর্দ্ধনকে ভজনা কর ॥ ১১ ॥

১। স্বগণ-সহিত—শ্রীদাম-সুবলাদি-বেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণ এবং
শ্রীললিতা-বিশাখাদি-বেষ্টিত শ্রীরাধিকা ।

২। স্মর-বিলাস-পরায়ণ,—দাস্ত্র, সখ্য, বাৎসল্য-
রসাপেক্ষা শৃঙ্গার-রসবিলাসকে অধিক প্রিয় জানিয়া তাহাতে
অনুরক্ত ।

৩। ব্রজে সাক্ষাৎ-সেবা-লাভ,—সাধন-সময়ে যে সেবা,
তাহা সাক্ষাৎ-সেবার অনুসরণ । সিদ্ধি-সময়ে প্রথমে দূরবর্ত্তি-
সেবা-লাভ হয় । ক্রমশঃ মঞ্জরীর অনুগত হইয়া দূরবর্ত্তি-সেবা
করিতে করিতে সখীদিগের নিকটবর্ত্তি-সেবার প্রাপ্তি হয় ;
তাহা করিতে করিতে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সাক্ষাৎ-সেবালাভ
হয় । সেবা বহুবিধা অর্থাৎ কুঞ্জ-পরিষ্কার, শয্যা-প্রস্তুত,
জলানয়ন, পর্ণ-প্রস্তুত, কর্পূরদান প্রভৃতি—সেবা অনন্ত ।

অনন্ত সংখ্যক পরিচারিকা একটী একটী সেবা পাইয়া তাহাতে
নিযুক্ত থাকেন । সাক্ষাৎ-সেবা জীবের চিদেহ অর্থাৎ
নিত্যসিদ্ধ দেহলাভ হইলে সম্ভব হয় । সাক্ষাৎ-সেবাকালে
একমাত্র মধুর-রসগত নিগূঢ়ভাব-জনিত অমিশ্র পরমানন্দ,
যাহার ক্ষয় হয় না ও যাহা নিত্য নূতনবিষয়াবলম্বী বলিয়া
যাহাতে তৃপ্তি নাই, কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে বর্দ্ধনশীল অতুলানন্দ উৎথিত
হয়, তাহাই হৃদয়ে জাগরুক থাকে । তখন সেবাসুখ ব্যতীত
স্বার্থান্তর নাই বলিয়া দুঃখলেশ হৃদয়কে স্পর্শ করে না ।
মধুর-রসাস্রিত বিপ্রলম্বাদি-ঘটনাক্রমে যে দুঃখ, তাহাও
পরমানন্দের রূপান্তর মাত্র, জড়দেহের দুঃখের তায় নয় ।

৪। শ্রীকৃপের সহিত,—‘শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু’ ও
‘শ্রীউজ্জলনৌলমণি’ নামক গ্রন্থাদিতে মধুর-রসার্চ্য শ্রীকৃপ
গোস্বামী যে নীতি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অবলম্বনপূর্বক ।
তদ্ যথা—

শ্রদ্ধা বিশেষতঃ শ্রীতিঃ শ্রীমুর্ত্তেরজ্জিসেবনে ।

শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ স্নহ ॥

সজ্জাতীয়শয়ে স্নিগ্ধে সার্থো সঙ্গঃ স্বতো বরে ।

নাম-সংকীর্তনং শ্রীমদধুধামগুণে স্থিতিঃ ॥

অজানাং পঞ্চকল্যায় পূর্বং বিলিখিতস্ত চ ।

নিখিলশ্রৈষ্ঠ্যবোধায় পুনরপ্যত্র কীর্তনম্ ॥

অর্থাৎ শ্রদ্ধাপূর্বক শ্রীমুর্ত্তির পরিচর্যা, রসিকজনের
সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থাস্বাদন, যাহার অভিপ্রায় আত্মসদৃশ

এবং যিনি আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ ও স্নিগ্ধ—এ প্রকার সাধুসঙ্গ, নামসঙ্কীৰ্তন এবং মথুরামণ্ডলে অবস্থিতি। যद्यপি শ্রীকৃষ্ণের চরণ সেবন প্রভৃতি পাঁচটি অঙ্গ পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তথাপি অত্যাশ্রয় অঙ্গ হইতে এই কয়েকটির শ্রেষ্ঠতা জানাইবার জন্য এইস্থানে পুনর্ব্বার কীর্তিত হইল। অথবা, শ্রীরূপ নিজ-সিদ্ধান্তানুসারে যে রূপ ভজন করিয়াছেন, তদ্রূপ।

৫। ইজ্যা,—শ্রীমূর্তির অঙ্ঘ্রিসেবন অর্থাৎ অর্চন। শ্রীহরি-বাসন-সন্মান, মাল্য-তিলকাদি-ধারণ, চরণামৃত-প্রসাদ-সেবনাদি ব্রত, তুলসী-সেবা ইত্যাদি কয়েকটি অঙ্গ ইহার অন্তর্গত।

৬। আখ্যা,—ভক্তিশাস্ত্র-পাঠ, ভক্তমণ্ডলীতে হরিকথা, শ্রীনাম ও লীলা-গুণাদি-কীর্তন।

৭। ধ্যান,—স্মরণান্তর্গত কার্য্য-বিশেষ। এস্থলে স্মরণকেই ধ্যান বলিয়াছেন। যথা শ্রীজীব,—

স্মরণং মনসানুসন্ধানম্। অথ ক্রম-সোপানরীত্য। সুখলভ্যং গুণ-পরিকরণেবালীলাস্মরণঞ্চানুসন্ধানম্। স্মরণং পঞ্চবিধম্। যৎ-কিঞ্চিদনু-সন্ধানং স্মরণম্; সর্ব্বতশ্চিন্ত্যমাকৃষ্ট সামান্যাকারেণ মনোধারণং ধারণা; বিশেষতো রূপাদি-চিন্তনং ধ্যানম্; অমৃতধারাবদবিচ্ছিন্নং তৎ প্রবাহ-স্বতিঃ; ধোয়মাত্রস্মরণং সমাধিরিতি।

অর্থাৎ (ভক্তিসন্দর্ভ) স্মরণ—মনসানুসন্ধান। অনন্তর পূর্ব্ববৎ ক্রমসোপান নিয়মানুসারে সুখলভ্য গুণ, পরিকর, সেবা এবং লীলার স্মরণ ও অনুসন্ধান করিতে হইবে। এই

স্মরণ পঞ্চবিধ, তন্মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ অনুসন্ধানের নাম 'স্মরণ', সর্ব্ববিষয় হইতে চিত্ত আকর্ষণপূর্ব্বক সামান্যভাবে মনোনিবেশের নাম 'ধারণা', বিশেষরূপে রূপাদি চিন্তার নাম 'ধ্যান', উক্ত ধ্যানই অমৃতধারা-তুল্য অবিচ্ছিন্নরূপে প্রবর্ত্তিত হইলে 'প্রবাহস্বতি' এবং যে-ধ্যানে কেবলমাত্র ধোয়বস্তুরই স্ফূর্ত্তি হয়, তাহা 'সমাধি' নামে কথিত হয়।

৮। শ্রবণ,—সাধুমুখে ভগবন্মামলীলাদি-কীর্তন-শ্রবণ। অপরাহুে যে পুরাণ-শ্রবণাদি ব্যবস্থা, তাহা ইহার অন্তর্গত।

৯। নতি,—শ্রীমূর্তির নিকট বা ভগবন্মলীলা-স্মরণোদ্দীপক স্থানাদি দর্শনে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম-করণ।

১০। শ্রীগোবর্দ্ধন-ভজন,—শ্রীদাসগোস্বামী এই কথাটি আপনাকে লক্ষ্য করিয়া এবং সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন। শ্রীদাসগোস্বামীকে ভক্তজন-হৃদয়াকাশচন্দ্র শ্রীমচ্চৈতন্যদেব শ্রীগোবর্দ্ধন-শিলা অর্পণ করেন। যথা :—

মহাসম্পদাদপি পতিতমুদ্রত্য কুপয়া,

স্বরূপে যঃ স্বীয়ে কুজনমপি মাং হস্তা মুদিতঃ।

উরোগুঞ্জাহারং প্রিয়মপি চ গোবর্দ্ধনশিলাং,

দদৌ মে গোরাঙ্কো হৃদয় উদয়ন মাং মদয়তি ॥

অর্থাৎ পতিত এবং কুৎসিত জন যে আমি, আমাকে যিনি কুপাদ্বারা মহাসম্পদ এবং কলত্রাদি হইতে উদ্ধার করত স্বীয় স্বরূপের নিকট স্থাপন করিয়া প্রমোদিত হইয়াছিলেন এবং

যিনি প্রিয়ত্বরূপে স্বীকার করিয়া আমার বক্ষস্থলে গুঞ্জাহার এবং আমাকে গোবর্দ্ধনশিলা দান করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগোরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদ্ভিত হইয়া আমাকে হর্ষিত করিতেছেন।

সেই গোবর্দ্ধনশিলা সাক্ষাৎ ভগবৎ-পদার্থ। তত্ত্বজন অথবা শ্রীদাসগোস্বামী শ্রীগোবর্দ্ধনে বাস করেন, সে-স্থান ছাড়িব না,—এইরূপ নিষ্ঠাও শ্রীগোবর্দ্ধন-ভজন। সাধারণ-পক্ষেও দুইটি অর্থ। একটি এই যে, সেবনীয় শ্রীবিগ্রহ বা শ্রীগোবর্দ্ধন-শিলাতে পূর্বোক্ত রীতিক্রমে পূজা কর। অন্য অর্থ এই যে, শ্রীগোবর্দ্ধন-নামা লীলাস্থান এবং উপলক্ষণে সমস্ত ব্রজমণ্ডলে নিষ্ঠার সহিত ভগবদারাধন কর। ইহাতে শ্রীকৃপোক্ত মথুরামণ্ডলবাসের যে প্রধান অঙ্গ, তাহাই বাক্যান্তরে কথিত হইয়াছে।

১১। নীত্যা,—নীতি-শব্দে কেবল বিধিকে বুঝিতে হইবে না। যিনি বিধি-ভক্তির অধিকারী, তিনি বিধিক্রমে ভজন করিবেন। যিনি রাগানুগা ভক্তির অধিকারী, তিনি শ্রীকৃপ-প্রদর্শিত রাগনীতিকে অবলম্বনপূর্বক ভজনকরিবেন ॥ ১১ ॥

মনঃশিক্ষা-ভাষা

ব্রজের নিকুঞ্জ-বনে, রাধাকৃষ্ণ সখীসনে,
লীলারসে নিত্য থাকে ভোর।
সেই দৈনন্দিন লীলা, বহুভাগ্যে যে সেবিলা,
তাহার ভাগ্যের বড় জোর ॥

মন, যদি চাহ সেই ধন।
শ্রীরূপের সঙ্গ ল'য়ে, তাঁ'র অনুচরী হ'য়ে,
কর তাঁ'র নির্দিষ্ট ভজন ॥
হৃদয়ে রাগের ভাবে, কালোচিত সেবা পা'বে
সদা রসে রহিবে মজিয়া।
বাহিরে সাধন-দেহ, করিবে ভজন-গেহ,
নিঃসঙ্গে বা সাধুসঙ্গ লঞা ॥
যুগলপূজন, ধ্যান, নতি, শ্রুতি, সঙ্কীৰ্ত্তন;
পঞ্চামৃতে সেব গোবর্দ্ধনে।
রূপ-রঘুনাথ-পায়, এ ভক্তিবিনোদ চায়,
দৃঢ়মতি এরূপ ভজনে ॥

মনঃশিক্ষাদৈকাদশক-বরমেতন্মধুরয়া
গিরা গায়তুম্ভৈঃ সমধিগত-সর্বার্থততি যঃ।
সযুথ-শ্রীকৃপানুগ ইহ ভবন্ গোকুলবনে
জনো রাধাকৃষ্ণাতুল-ভজনরত্নং স লভতে ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—১২। যঃ জনঃ (যে জন) সযুথ-শ্রীকৃপানুগঃ
ভবন্ (সগণ শ্রীকৃপ প্রভুর অনুগত হইয়া) সমধিগতসর্বার্থততি
(সমস্ত অর্থসমূহের সম্যক বোধপূর্বক) এতৎ (এই) মনঃশিক্ষা-
দৈকাদশকবরং (মনের শিক্ষাপ্রদ উত্তম একাদশক) মধুরয়া

গিরা (মধুর বাক্যে) উচ্চৈঃ গায়তি (উচ্চস্বরে গান করে),
সঃ ইহ গোকুলবনে (সে এই গোকুলবনে) রাধাকৃষ্ণাতুল-
ভজনরত্নং (শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অতুলনীয় ভজনরত্ন) লভতে
(প্রাপ্ত হয়)। ফলশ্রুতি বলিতেছেন,—

শ্লোকার্থঃ—যিনি সযুথ শ্রীরূপের অনুগ হইয়া গোকুল-
বনে অতিশ্রেষ্ঠ এই ‘মনঃশিক্ষাদ’-নামক একাদশ শ্লোক মধুর
বাক্যে, উচ্চৈঃস্বরে অর্থ-সমূহের সম্যগ্ জ্ঞান-সহকারে গান
করেন, তিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণের অতুল ভজনরত্ন লাভ করেন ॥ ১২ ॥

১। সযুথ,—সজাতীয়াশয়, স্নিগ্ধ ও আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ
বৈষ্ণবসঙ্গ-বিশিষ্ট। ললিতাদি সখীগণ সযুথ হইয়াও যেরূপ
শ্রীরাধানুগা হইয়া থাকেন, তদ্রূপ ভাগবতোক্তমগণও বহু
শিষ্যের গুরু হইয়াও শ্রীরূপ গোস্বামীর অনুগ হন। তদ্
যথা :—

যুথাদিপদেহপ্যোচিত্যং দধানা ললিতাদয়ঃ ।

স্বৈরাদিভাবস্ত লোভাং সখ্য-রুচিং দধুঃ ।

অর্থাৎ ললিতাদি সখীগণ সুযোগ্যা যুথাদিপ। তাঁহারা
নিজ ইষ্ট রাধাভাবের লোভে সখ্যরুচি ধারণ করিয়াছেন।

২। শ্রীরূপানুগ,—শ্রীরূপগোস্বামী শ্রীমদ্ব্যাক্রান্তুর
আদেশক্রমে যে রসতত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন এবং তদনুসারে স্বয়ং
যেরূপ ভজন করিয়াছেন, তদ্রূপ-করণকে “শ্রীরূপানুগ ভজন”
বলা যায়।

৩। গোকুলবনে,—শ্রীমদ্ব্যাক্রান্তুরামগুলের যে-কোন নিভৃত
স্থানে। শ্রীমদ্ব্যাক্রান্তুরা-মাহাত্ম্য-কথনে শ্রীরূপ,—

মুক্তেগোবিন্দভক্তেবিতরণচতুরং সচ্চিদানন্দরূপং,

যন্তাং বিজ্যোতি-বিজ্যায়গলমুদয়তে তারকং পারকঞ্চ ।

কৃষ্ণাংপদ্মলীলা-খনিরখিল-জগন্মোলিরত্নস্ত সা তে,

বৈকুণ্ঠাদ্ যা প্রতিষ্ঠা প্রথয়তু মথুরা মঙ্গলানাং কলাপম্ ॥ ১ ॥

কোটান্দুস্পষ্ট-কান্তী রত্ন-যুত-ভরক্লেষণোদৈরযোধ্যা,

মায়াবিজ্ঞাসিবাসা মুনিহৃদয়মুখো দিব্যলীলাঃ শ্রবন্তী ।

সানীঃ কানীশমুখ্যামরপতিভিরলং প্রার্থিতদ্বারকার্ধ্যা,

বৈকুণ্ঠাদগীতকীর্তির্দিশতু মধুপুরী প্রেমভক্তিপ্রিয়ং বঃ ॥ ২ ॥

বীজং মুক্তিরোরনর্থপটলীনিস্তারকং তারকং,

ধাম প্রেমবসন্ত প্রেমবসন্ত বাহুতধুরাস পারকং পারকম্ ।

এতদ্ব্যত্র নিবাসিনামুদয়তে চিহ্নভক্তিবৃদ্ধিযং,

মথ্যাতু বাসনানি মাধুরপুরী সা বঃ প্রিয়ঞ্চ ক্রিয়াং ॥ ৩ ॥

অতাবন্তি পতদ্ গ্রহং কুরু করে মায়ে শনৈর্বীজয়,

ছত্রং কাঞ্চি গৃহাণ কাশি পুরতঃ পাদুগুণং ধারয় ।

নাযোযো ভজ সঙ্গমং স্ততিকথাং নোদগারয় দ্বারকে,

দেবীং ভবতীষু হস্ত মথুরা দৃষ্টপ্রদাং দধে ॥ ৪ ॥

অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দের পাদপদ্মে ভক্তিরূপ মুক্তিবিতরণে
নিপুণ তারণকারী ও ভবসিন্ধু পারকারী বিজ্ঞাদয় যাহাতে
শোভিত এবং নিখিল জগন্মগুলের শিরোরত্ন শ্রীকৃষ্ণের
শৈশবাদি লীলার স্থান, সেই বৈকুণ্ঠকমায়া শ্রীমথুরাপুর

তোমার কুশলসমূহ বিস্তৃত করুন ॥ ১ ॥ যাঁহার কান্তি
কোটিসংখ্যক চন্দ্র হইতেও উৎকৃষ্ট এবং সাতিশয় বেগবান
সংসারের অবিচ্ছাদি পঞ্চক্লেশরূপ যোদ্ধাগণও যাঁহাকে পরাস্ত
করিতে সক্ষম নহে, অর্থাৎ যথায় বাস করিলে ভবযন্ত্রণা হইতে
মুক্ত হওয়া যায় এবং যে পুরীর বাস-মাহাত্ম্যে মায়াবী
দেবগণও ত্রাসযুক্ত হয়। এবং শুক-শৌনকাদি মুনিগণের
চিত্তহারিণী কুঞ্চলীলা যাঁহার নিত্যসিদ্ধ, এবং উপাসকদিগের
কামনাকে যিনি প্রসূত করেন, এবং শিব প্রভৃতি দেবগণও
যে নগরে প্রতিহারী-কার্য্য অভিলাষ করেন, এবং বরাহদেবও
যাঁহার কীৰ্ত্তি গান করিয়াছেন, সেই মথুরাপুরী তোমাদিগের
প্রেমভক্তি প্রদান করুন ॥ ২ ॥ মুক্তি-বুদ্ধির বীজস্বরূপ ও
অনর্থ-পরম্পরার নিস্তারকারী, এবং সমূহ অমঙ্গল হইতে রক্ষক
এবং প্রেমরসের আম্পদ-স্বরূপ, এবং সকল কামনা পূর্ণকারী,
এই শ্রীকৃষ্ণের সচ্চিদানন্দময় চিহ্নকৃষ্ণ-যুগল যাহাতে নিরন্তর
প্রকাশ পাইতেছে, সেই শ্রীমথুরাপুরী তোমাদিগের লিঙ্গ
শরীর পর্য্যন্ত পাপরাশির ধ্বংস করুন ও প্রেমভক্তি বিধান
করুন ॥ ৩ ॥ হে অবন্তি! তুমি অত পিকৃদান হস্তে গ্রহণ
কর; হে মায়াপুরি! তুমি চামর ব্যজন কর; হে কাঞ্চি!
তুমি ছত্র গ্রহণ কর; হে কাশি! তুমি অগ্রে পাছুকাঙ্ক্ষ
ধারণ কর; হে অযোধ্যা! তুমি আর ভীত হইও না; হে
দ্বারকে! তুমি অত স্তুতিবাক্য প্রকাশ করিও না; যেহেতু

কিঙ্করী-স্বরূপ তোমাদিগের প্রতি প্রসন্না হইয়া এই মথুরা
অত মহারাজ শ্রীকৃষ্ণের রাজমহিষী হইয়াছেন ॥ ৪ ॥

শ্রীবৃন্দাবনাষ্টক,—

মুকুন্দমুরলীরবশ্রবণ-ফুলহৃদয়বী-

কদম্বক-করষিত-প্রতিকদম্ব-কুঞ্জান্তরা।

কলিন্দ গিরিনন্দিনী-কমলকন্দলান্দোলিনী।

সুগন্ধিরনিলেন মে শরণমস্ত বৃন্দাটবী ॥ ১ ॥

বিকুণ্ঠপুরসংগ্রহাৎ বিপিনতোহপি নিঃশ্রেয়সাৎ

সহস্রগুণিতাং শ্রিয়ং প্রদুহতী রসশ্রেয়সীম্।

চতুর্মুখমুখৈরপি স্পৃহিততর্গদেহোদ্রবা জগদ্,

গুচ্ছভিরগ্রিতৈঃ শরণমস্ত বৃন্দাটবী ॥ ২ ॥

অনারত-বিকস্বব্রততি-পুঞ্জ-পুষ্পাবলী-,

বিসারিবরসৌরভোদগমরমা-চমৎকারিণী।

অমন্দমকরন্দভৃষ্টিপিবন্দ-বন্দীকৃত-,

দ্বিরেককুলবন্দিতা শরণমস্ত বৃন্দাটবী ॥ ৩ ॥

ক্ষণদ্যুতিঘনশ্রিয়োর্জনবীনযুনোঃ পদৈঃ,

সুবস্তুভিরলংকৃতা ললিত-লম্ব-লম্বীভট্টৈঃ।

তয়োর্নখর-মণ্ডলীশিখরকেলিচর্চোচ্চৈবর্তা,

কিশলয়াঙ্কুরৈঃ শরণমস্ত বৃন্দাটবী ॥ ৪ ॥

ব্রজেন্দ্রদখনন্দিনী শুভতরাধিকারক্রিয়াপ্রভা-

বজস্বখোৎসবস্কুরিতজঙ্গমস্বাবরা।

প্রলম্বদমনানুজঘনিতবংশিকাকালি-,

রসজ-মৃগমণ্ডলা শরণমস্ত বৃন্দাটবী ॥ ৫ ॥

অমন্দমুদ্রিবার্দ্ধদাতাধিক-মাধুরীমেহর-
 ব্রজেন্দ্রতবীক্ষণোন্নতিনীলকণ্ঠাংকরা ।
 দিনেশহৃদহাসজাকৃত-নিজাভিমানোল্লস-
 ল্লতাখগ-মৃগাঙ্গনা শরণমস্ত বৃন্দাটবী ॥ ৬ ॥
 অগণ্য-গুণ-নাগরীগগণগরিষ্ঠগান্ধিকিকা,
 মনোজ-বগচাতুরীপিণ্ডনকুঞ্জপুঞ্জোজ্জ্বলা ।
 জগজ্জয়কলাগুরোল্লিতলাস্তদরূপদ-
 প্রয়োগবিধিনাক্ষিণী শরণমস্ত বৃন্দাটবী ॥ ৭ ॥
 বরিষ্ঠ-হরিদাশতা-পদমমুদ্র-গোবর্দ্ধনা,
 মধুঘবধূচমৎকৃতিনিবাসরাসস্থলা ।
 অগুঢ়-গহনস্ত্রিগো মধুরিম-ব্রজেনোজ্জ্বলা,
 ব্রজেন সহজেন মে শরণমস্ত বৃন্দাটবী ॥ ৮ ॥

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের মুরলীরব শ্রবণে উৎফুল্লচিত্তা গোপীগণ-
 কর্তৃক যাঁহার কদম্বাদি কুঞ্জ পূরিত হইয়াছে এবং কলিন্দগিরি-
 নন্দিনী যমুনাদেবীর পদ্মবৃন্দের সঞ্চালক সমীরণ-দ্বারা যাঁহার
 সৌরভ সম্পাদিত হইতেছে, সেই বৃন্দাটবী আমার আশ্রয়
 হউন ॥ ১ ॥ বৈকুণ্ঠে পরব্যোমস্থিত মোক্ষ হইতেও উৎকৃষ্ট
 অতএব সহস্রগুণাধিক শ্রেয়স্ অর্থাৎ দাস্ত-সখ্য-বাৎসল্য-
 মধুর-রসাত্মিকা সম্পত্তি যিনি প্রদান করেন, স্মৃতাং জগদগুরু
 চতুর্মুখ ব্রহ্মাও যে-স্থানের তৃণাদি হীন জন্ম প্রার্থনা করেন,
 সেই বৃন্দাটবী আমার আশ্রয়ণীয়া হউন ॥ ২ ॥ যিনি নিয়ত
 পুষ্পিত লতাশ্রেণীর দূরগামী সৌরভদ্বারা লক্ষ্মীদেবীরও বিস্ময়

সম্পাদন করিতেছেন এবং নিরতিশয় পুষ্পরস-বর্ষণশীল বৃক্ষগণের
 সমস্ত ভ্রমণকারী ভ্রমরবৃন্দও যাঁহাকে বন্দনা করিতেছে, সেই
 বৃন্দাটবী আমার আশ্রয়ভূতা হউন ॥ ৩ ॥ যাঁহার সমূহ অবয়ব,
 সৌদামিনী ও জলধরের আয় সম্মিলিত বৃন্দাবনের নবীন
 শ্রীরাধাগোবিন্দের অতি মনোহর ও ললিত বজ্রাক্ষুশাদি চিহ্নিত
 পদপঙ্ক্তিদ্বারা অঙ্কিত রহিয়াছে এবং সেই রাধাকৃষ্ণের নখর-
 শ্রেণীর অনুকারী কিশলয় ও অঙ্কুরদ্বারাও যিনি পরিবৃত্তা, সেই
 বৃন্দাটবী আমার আশ্রয়ণীয়া হউন ॥ ৪ ॥ নন্দরাজের প্রিয়বন্ধু
 বৃষভানুরাজের তুহিতা শ্রীরাধিকার অনুমতিবশতঃ আনন্দোৎসব
 বৃদ্ধির জন্ত বৃন্দাসখী যে-স্থানের স্থাবর-জঙ্গম উভয়বিধ প্রাণি-
 দিগেরই উল্লাস সম্পাদন করিয়াছেন ও প্রলম্বারি বলদেবানুজ
 শ্রীকৃষ্ণবাদিত-বংশীকাকলি (সুন্দ-মধুরধ্বনি)-রসজ্ঞ মৃগমণ্ডল
 যে-স্থানে বিচরণ করিতেছে, সেই বৃন্দাটবী আমার আশ্রয়
 হউন ॥ ৫ ॥ ময়ূরগণ শ্রীকৃষ্ণের অভিনব জলধরের আয় কান্তি
 দর্শনপূর্বক যেস্থানে কোঁতুল-সহকারে নৃত্য করিতেছে এবং
 সূর্যাসুহৃদ বৃষভানুরাজনন্দিনী শ্রীরাধিকার আত্মাভিমান অর্থাৎ
 “এই বৃন্দাটবী আমার” এই প্রীতিসূচকবাক্যে লতা এবং মৃগ-
 পক্ষিগণ মিথুন হইয়া যে-স্থানে উল্লাসিত হইতেছে, সেই
 বৃন্দাটবী আমার আশ্রয়ণীয়া হউন ॥ ৬ ॥ অগণ্য গুণগ্রাম-
 সম্পন্না শ্রীরাধিকার কামমুদ্র-চাতুরীতে যাঁহার কুণ্ডসকল সূচিত
 হইতেছে এবং ত্রিভুবনের প্রধান কলাকৌশলের গুরু শ্রীকৃষ্ণের

নৃত্যকার্যে পদ-চালনার সাক্ষিস্বরূপা, সেই বৃন্দাটবী আমার আশ্রয়ভূতা হউন ॥ ৭ ॥ জনদুর্লভ হরিদাস স্ব লাভ করিয়া গোবর্দ্ধন স্বয়ং যে-স্থানে বাস করিতেছেন, এবং মধুসূদনবধূ গোপাঙ্গনাদিগের অথবা রুক্মিণী-সত্যভামা প্রভৃতির চমৎকার-কারি-রাসমণ্ডল যে-স্থানে স্থিত রহিয়াছে এবং অপ্রকট কানন-শোভা-বিধায়ক বৃন্দাবনের মাধুর্য্যকুলদ্বারা উজ্জল-কান্তি, সেই বৃন্দাটবী স্বভাবতঃ আমার আশ্রয়ীভূতা হউন ॥ ৮ ॥

৪। মনঃশিক্ষাদ, —ভজনাভিলাষী ব্যক্তির মনকে শিক্ষাদান করেন।

৫। অতিশ্রেষ্ঠ, —শ্রীমদ্বাহাপ্রভু-প্রসাদাং শ্রীস্বরূপগোস্বামি-দত্ত অতিশয় গোপনীয় উপদেশময়।

৬। মধুর বাক্যে উচ্চৈঃস্বরে, —ছন্দসহিত অথের সহিত একত্রে বা একা দ্রবাত্মক কাকুতিযুক্ত-স্বরে।

৭। অর্থসমূহের সম্যগ্ জ্ঞান, —এই একাদশ শ্লোকের যে গূঢ় অর্থ, তাহার সম্যগ্ জ্ঞান-সহকারে।

যেথাং সবাগভঙনে ব্রজরাজ-স্বনোঃ,

শ্রীরূপশিক্ষিতমতানুগমনানুবাগঃ।

যত্নেন তে ভজনদর্পণ-নাম ভাষ্যং,

শিক্ষাদ-শ্লোক-সহিতং প্রপঠন্ত ভক্তা ॥

ইতি শ্রীমদ্ভক্তিবিদ্যাবিরচিতং মনঃশিক্ষাদাখ্যশ্লোকানাং

‘ভজনদর্পণ’ নাম মিশ্রভাষ্যং সম্পূর্ণম্।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যার্পণমস্তু।

শ্রীস্বতীয়ম-দশকম্

গুরো মন্ত্রে নান্নি প্রভুবর-শচীগর্ভজ-পদে

স্বরূপে শ্রীরূপে গণযুক্তি তদীয়প্রথমজে।

গিরীত্রে গান্ধর্বাসরসি মধুপূর্য্যাং ব্রজবনে

ব্রজে ভক্তে গোষ্ঠালয়িষু পরমাস্তাং মম রতিঃ ॥১॥

[অর্থ—১] গুরো (শ্রীগুরুদেব), মন্ত্রে (ইষ্টমন্ত্র), নান্নি (শ্রীহরিনাম), প্রভুবর-শচীগর্ভজপদে (শ্রীগৌরানন্দ-মহাপ্রভুর পাদপদ্ম), স্বরূপে (শ্রীস্বরূপগোস্বামী), শ্রীরূপে (শ্রীরূপগোস্বামী), গণযুক্তি (স্বগণ-সংযুক্ত) তদীয় প্রথমজে (শ্রীরাধাগ্রজ শ্রীসনাতন গোস্বামী), গিরীত্রে (গোবর্দ্ধন), গান্ধর্বাসরসি (শ্রীরাধাকুণ্ড), মধুপূর্য্যাং (মথুরাপুরী), ব্রজবনে (বৃন্দাবন), ব্রজে (গোষ্ঠ), ভক্তে (ভক্তগণ) [এবং] গোষ্ঠালয়িষু (ব্রজবাসিগণের প্রতি) মম (আমার) পরং রতিঃ (পরম অহুবাগ) আস্তাম্ (বর্তমান থাকুক)।

[অনুবাদ—১] শ্রীগুরুদেবে, ইষ্টমন্ত্রে, শ্রীহরিনামে, প্রভুবর শ্রীশচীনন্দনের শ্রীপাদপদ্মে, সগণ শ্রীস্বরূপদামোদর গোস্বামি-প্রভু, শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভু ও শ্রীরাধাগ্রজ শ্রীসনাতন-গোস্বামি-প্রভুতে, গিরিবর শ্রীগোবর্দ্ধনে, শ্রীরাধাকুণ্ডে, শ্রীমথুরা-ধামে, শ্রীবৃন্দাবনে, শ্রীগোষ্ঠে, গুরুভক্তে ও শ্রীগোষ্ঠবাসি-জনে আমার নিরতিশয় রতি হউক।

ন চাত্তত্র ক্ষেত্রে হরিতত্ত্বসনাথেহপি সূজনাদ্

রসাস্বাদং প্রেম্না দধদপি বসামি ক্রণমপি।

সমং হেতদ্গ্রাম্যাবলিভিরভি তদ্বদপি কথাং

বিধান্তে সংবাসং ব্রজভুবন এব প্রতিভবম্ ॥২॥

[অঃ—২] অগ্নত্র ক্ষেত্রে (অগ্নি কোন ক্ষেত্রে) হরিতত্ত্বসনাথে অপি

(শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ-বিভূষিত হইলেও) [সে-স্থলে] স্বজন্যং (বৈষ্ণবের নিকট হইতে) প্রেম্যা (প্রেমের সহিত) রসাস্বাদং (রসের আশ্বাদন) দধং অপি (করিয়াও) ক্ষণম্ অপি (ক্ষণকালও) ন চ বসামি (বাস করিব না), তু (কিন্তু) প্রতিভবং (প্রতিজ্ঞে) ব্রজভুবনে এব (ব্রজমণ্ডলেই) এতদ-গ্রাম্যাবলিভিঃ (এ স্থানের অধিবাসী অতিনীচজাতি জনগণের) সমং (সহিত) অভি (সর্বতোভাবে) কথাং (তাদৃশজনাচিত বাক্যালাপ) তদ্বন্ অপি (বিস্তার করিয়াই) সংবাসং (অবস্থান) বিধান্তে (করিব) ।

[অনুলঃ—২] শ্রীহরির শ্রীবিগ্রহাধিষ্ঠিত হইলেও অত্র (কোন) ক্ষেত্রে স্বজন অর্থাৎ বৈষ্ণবের সঙ্গ লাভ করিয়া প্রেমভরে রসাস্বাদনপূর্বক (আমি) ক্ষণকালও বাস করি না ; কিন্তু, এই ব্রজভূমিতেই এইসকল গ্রাম্যালোকের সহিতও বিবিধ আলাপপূর্বক প্রতিজ্ঞে বাস করিব ।

সদা রাধাকৃষ্ণোচ্ছলদতুল-খেলাস্থলযুজং
ব্রজং সন্ত্যজ্যেভদ্-যুগবিরহিতোহপি ক্রটিমপি ।
পুনর্দ্বারাবত্যাং বহুপতিমপি প্রোচবিভবৈঃ
স্মরন্তং তদ্বাচাপি হি ন হি চলামীক্ষিতুমপি ॥৩॥

[অঃ—৩] এতদযুগবিরহিতঃ অপি [আমি যদি ব্রজভূমিতে] (এই যুগলরূপের বিরহগ্রস্তও হই,) [তথাপি] সদা (নিরন্তর) রাধাকৃষ্ণোচ্ছলদতুল-খেলাস্থলযুজং (শ্রীরাধাকৃষ্ণের ধারাবাহিক অতুলনীয় ক্রীড়াসমূহের স্থলীরাঙ্গিনীশোভিত) ব্রজং (ব্রজধাম) সন্ত্যজ্য (পরিত্যাগ করিয়া) পুনঃ (পুনরায়) দ্বারাবত্যাং (দ্বারকাপুরীতে) প্রোচবিভবৈঃ (পরম বৈভবশালী) যদুপতিং অপি (যাদবেশ্বররূপী শ্রীকৃষ্ণকেও) ঈক্ষিতুম্ অপি (দর্শন করিবার জন্তও) তদ্বাচা অপি হি (তাঁহার আস্থানবাক্যেও) ক্রটিম্ অপি (ক্ষণকালের জন্তও) ন হি চলামি (নিশ্চয়ই যাইব না) ।

[অনুলঃ—৩] আমি যুগের (অতিদীর্ঘকালের) বিরহী হইলেও সর্বদা শ্রীরাধাকৃষ্ণের উচ্ছ্বসিত অতুলনীয় লীলার স্থান-মন্ডলিত এই ব্রজধাম পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণ ঐশ্বর্য্যে দীপ্তিমান্ শ্রীযদুপতিকেও তাঁহার কথায় দর্শন করিবার আশায় অত্যন্তকালের জন্তও শ্রীদ্বারকায় আর যাইবই না ।

গতোন্মাদৈ রাধা স্মরতি হরিণা শ্লিষ্টহৃদয়া
স্মৃটং দ্বারাবত্যাং যদ্যি শৃণোমি ক্রটিতটে ।
তদাহং তত্রৈবোদ্ধতমতি পতামি ব্রজপুরাং
সমুড্ডীয় স্বান্তাধিকগতি-খগেন্দ্রাদপি জবাং ॥ ৪ ॥

[অঃ—৪]—রাধা (শ্রীরাধা) উন্মাদৈঃ (চিত্তের উন্মাদনাশতঃ) দ্বারাবত্যাং (দ্বারকায়) গতা (গমন করিয়া) হরিণা (শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক) শ্লিষ্টহৃদয়া (হৃদয়ে আলিঙ্গিত হইয়া) স্মৃটং (সর্বজনগোচরে) স্মরতি (প্রকাশ পাইতেছেন), ইতি (এই কথা) যদি (যদি) ক্রটিতটে শৃণোমি (কর্ণ-প্রান্তে শ্রবণ করি), তদা (তাহা হইলে) অহং (আমি) স্বান্তাধিকগতি-খগেন্দ্রাং অপি (মনোহরিক বেগশালী গরুড় হইতেও) জবাং (দ্রুত-গতিতে) ব্রজপুরাং (ব্রজপুরী হইতে) সমুড্ডীয় (উৎপত্তিত হইয়া) উদ্ধতমতি (উদ্ধতমনে) তত্র এব (সেই দ্বারকাপুরীতেই) পতামি (উপস্থিত হইব) ।

[অনুলঃ—৪] শ্রীরাধা চিত্তের উন্মাদনায় দ্বারকাতে উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্মিলিত-হৃদয়ে নিশ্চয়ই বিবাহ করিতেছেন,—ইহা যদি কর্ণে শ্রবণ করি, তখন আমি মন হইতেও অধিকবেগে, শ্রীগরুড় হইতেও ক্রতবেগে শ্রীবন্দন হইতে উড়িয়া গিয়া তথায়ই—শ্রীদ্বারকাতেই গর্বিত-হৃদয়ে পতিত হইব ।

অনাদিঃ সাদির্বা পটুরতিমুহুর্বা প্রতিপদ-
প্রমীলৎকারুণ্যঃ প্রগুণকরণাহীন ইতি বা ।
মহাবৈকুণ্ঠেশাধিক ইহ নরো বা ব্রজপতে-
রয়ং সূনুর্গোষ্ঠে প্রতিজনি যমাস্তাং প্রভুবরঃ ॥৫॥

[অঃ—৫] ব্রজপতেঃ (শ্রীনন্দমহারাজের) অয়ং (এই) সূনুঃ (নন্দন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ) অনাদিঃ সাদিঃ বা (অনাদিই হউন, কিম্বা আদিভাবযুক্তই হউন), পটুঃ অতিমুহুঃ বা (স্থনিপুণই হউন, কিম্বা অতিমন্দই হউন), প্রতিপদপ্রমীলৎকারুণ্যঃ (প্রতিক্ষেপে কারুণ্যপ্রকাশনীনই হউন), বা (কিম্বা) প্রগুণকরণাহীনঃ ইতি (একান্ত কারুণ্যরহিতই হউন) [এবং] মহাবৈকুণ্ঠেশাধিকঃ (মহাবৈকুণ্ঠাধিপতি অপেক্ষাও পরমতমই হউন), বা (কিম্বা) নরঃ (মানবই হউন), [পরন্তু ইনিই] ইহ গোষ্ঠে (এই ব্রজে) প্রতিজনি (প্রতিজন্মে) মম (আমার) প্রভুবরঃ (পরম প্রভু) আস্তাম্ (হউন) ।

[অনুঃ—৫] আদি-রহিত বা আদিসহিত, কঠিন বা অতিকোমল, পদে পদে প্রকটিত কৃপাবিশিষ্ট অথবা নিতান্ত দয়া-রহিত—এইরূপ, পরব্যোমেস্বর শ্রীনারায়ণ অপেক্ষাও অধিক উৎকর্ষযুক্ত অথবা সামান্ত নবমাত্র হউন,—এই গোষ্ঠে ব্রজরাজের এই পুত্র প্রতিজন্মে আমার প্রভুবর হউন ।

অনাদৃত্যোদগীতামপি মুনিগণৈর্বৈণিকমুখৈঃ
প্রবীণাং গান্ধর্বামপি চ নিগমৈস্তুপ্রিয়তমাম্ ।
য একং গোবিন্দং ভজতি কপটী দাস্তিকতয়া
তদভ্যর্গে শীর্ণে ক্ষণমপি ন যামি ব্রতমিদম্ ॥ ৬ ॥

[অঃ—৬] যঃ (যে) কপটী (কপটী ব্যক্তি) বৈণিকমুখৈঃ (শ্রীনারদগ্রন্থ) মুনিগণৈঃ (মুনিগণ-কর্তৃক) অপি (এবং) নিগমৈঃ

অপি চ (বেদসমূহ কর্তৃকও) উদগীতাং (উদঘোষিতা) [ও] প্রবীণাং (সর্বোত্তমা) তৎপ্রিয়তমাং (শ্রীকৃষ্ণপ্রেমসী) গান্ধর্বাং (শ্রীরাধিকাকে) দাস্তিকতয়া (দস্তবশতঃ) অনাদৃত্য (অনাদর করিয়া) একং (কেবলমাত্র) গোবিন্দং (শ্রীকৃষ্ণকে) ভজতি (ভজন করে), শীর্ণে (অপবিত্র) তদভ্যর্গে (তৎসমীপবর্তিস্থানে) ক্ষণম্ অপি (ক্ষণকালের জন্তও) ন যামি (যাইব না), [আমার] ইদং ব্রতম্ (ইহাই ব্রত) ।

[অনুঃ—৬] শ্রীনারদাদি মুনিগণ কর্তৃক এবং সমস্ত বেদাদিশাস্ত্র-কর্তৃকও শ্রীকৃষ্ণের সর্বপ্রধান প্রিয়তমা বলিয়া উদঘোষিত (সেই) শ্রীরাধাকে অনাদরপূর্বক যে কপটী ব্যক্তি দস্তভাবে একল শ্রীগোবিন্দকে ভজন করে, আমি তাহার শুদ্ধ সান্নিধ্যে মুহূর্তকালের জন্তও গমন করি না—ইহা (আমার) ব্রত ।

অজাণ্ডে রাধেতি-স্মরদভিধয়া সিক্তজনয়া-

হনয়া সাকং কৃষ্ণং ভজতি য ইহ প্রেমমমিতঃ ।

পরং প্রক্ষাল্যৈতচ্চরণকমলে তজ্জলমহো

মুদা গীত্বা শব্দচ্ছিরসি চ বহামি প্রতিদিনম্ ॥ ৭ ॥

[অঃ—৭] যঃ (যে ব্যক্তি) ইহ (এই) অজাণ্ডে (ব্রহ্মাণ্ডে) প্রেমমমিতঃ (প্রেম-প্রণত হইয়া), সিক্তজনয়া (জনসমূহের প্রতি অমৃতবর্ণিণী) [ও] রাধেতি-স্মরদভিধয়া ('রাধা' এই প্রসিদ্ধ নামযুক্তা) অনয়া (শ্রীগান্ধর্বার) সাকং (সহিত) কৃষ্ণং (শ্রীকৃষ্ণকে) ভজতি (ভজন করেন), অহো ! (অহো !) [আমি] পরং (কেবলমাত্র) এতচ্চরণকমলে (এই ব্যক্তির চরণকমল-যুগল) প্রক্ষাল্য (প্রক্ষালন পূর্বক) মুদা (প্রীতিভরে) তং জলং (সেই জল) গীত্বা (পান করিয়া) প্রতিদিনং (প্রতিদিন) শব্দং (নিরন্তর) শিরসি চ (মস্তকেও) বহামি (ধারণ করিব) ।

[অঙ্কঃ—৭] এই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে যিনি ‘শ্রীরাধা’—এই মুখ্য বা উজ্জল নামদ্বারা সকল মানবকে প্রেমাপ্রসূতকারিণী ইহার (শ্রীরাধার) সহিত শ্রীকৃষ্ণকে প্রেমভরে প্রণত হইয়া ভজনা করেন, আহা! প্রত্যহ তাঁহার শ্রীপাদপদ্মদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া সেই চরণামৃত (আমি) অতীব আনন্দের সহিত নিত্যকাল পান করিয়া মন্তকে ধারণ করি।

পরিভ্যক্তঃ প্রয়োজন-সমুদয়ৈবাত্মসুখী-
দুর্ভিক্ষো নীরঞ্জং কদনভরবাক্কো নিপতিতঃ।
তৃণং দন্তৈর্দধৌ চটুভিরভিষাচেহত কুপয়া
স্বয়ং শ্রীগাঙ্কর্বা স্বপদনলিনান্তং নয়তু মাম্ ॥ ৮ ॥

[অঃ—৮] [আমি] প্রয়োজনসমুদয়ের (প্রিয়তম পুরুষগণ অর্থাৎ অপ্রাকটা-প্রাপ্ত শ্রীরূপ-সনাতন-রূপগোস্থামি-প্রভৃগণ-কর্তৃক) পরিভ্যক্তঃ (পরিভ্যক্ত), [পরন্তু] বাচ্য অসুখীঃ (প্রাণধারণে অত্যাগ্রহযুক্ত বলিয়া দুর্ভিক্ষি) দুর্ভিক্ষঃ (সদসদবিচারশূন্য), [হুতরাং] (কদনভরবাক্কো) পবনহঃসমুদ্রে) নীরঞ্জং (নিরবচ্ছিন্নরূপে) নিপতিতঃ (নিমগ্ন হইয়া) দন্তৈঃ (দন্তসমূহ-দ্বারা) তৃণং (তৃণ) দষ্টা (ধারণপূর্বক) চটুভিঃ (কাতরবচনে) অভিষাচে (প্রার্থনা করিতেছি যে) অত (অত) শ্রীগাঙ্কর্বা (শ্রীরাধিকা) স্বয়ং (স্বয়ং) মাং (আমাকে) স্বপদনলিনান্তং (নিজ পাদপদ্মপ্রান্তে) নয়তু (আকর্ষণ করুন)।

[অঙ্কঃ—৮] শ্রীরূপ-সনাতনাদি প্রিয়তম জনগণ-কর্তৃক পরিভ্যক্ত, মত্যা-মতাই অজ্ঞান, অতিশয় অন্ধ, নানা যাতনাপূর্ণ সমুদ্রে উপায়হীনরূপে নিপতিত (আমি) অত দন্তে তৃণ ধারণপূর্বক কাকুতির সহিত প্রার্থনা করিতেছি,—স্বয়ং শ্রীরাধিকা আমাকে নিজ শ্রীপাদপদ্ম-সমীপে কৃপাপূর্বক আকর্ষণ করুন।

ব্রজোৎপন্ন-ক্ষীরার্শন-বসন-পাত্রাদিভিরহং
পদার্থৈর্নির্বাহ্য ব্যবহৃত্তিমদন্তং সনিয়মঃ।

বসামীশাকুণ্ডে গিরিকুলবরে চৈব সময়ে
মরিষ্যে তু প্রেষ্ঠে সরসি খলু জীবাদি-পূরতঃ ॥ ৯ ॥

[অঃ—৯] অহং (আমি) সনিয়মঃ (নিয়মযুক্ত হইয়া) ব্রজোৎপন্নক্ষীরার্শনবসন-পাত্রাদিভিঃ (ব্রজজাত ক্ষীর, অন্ন, বস্ত্র ও পাত্রাদি) পদার্থৈঃ (পদার্থসমূহ-দ্বারা) ব্যবহৃত্তিঃ (জীবিকা) নির্বাহ্য (নির্বাহপূর্বক) অদন্তং (দন্তরহিতরূপে) ঈশাকুণ্ডে (শ্রীরাধাকুণ্ডে) চ (ও) গিরিকুলবরে এব (শ্রীগোবর্দ্ধনেই) বসামি (বাস করিব) তু (এবং) সময়ে (প্রাণত্যাগ-কালে) প্রেষ্ঠে (প্রিয়) সরসি (সরোবর অর্থাৎ শ্রীরাধাকুণ্ডে) জীবাদি-পূরতঃ (শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভৃতির সম্মুখে) মরিষ্যে খলু (নিশ্চয় দেহ-ত্যাগ করিব)।

[অঙ্কঃ—৯] আমি ব্রজধামোৎপন্ন দুগ্ধাদি ভোজ্য, বস্ত্র ও পাত্রাদি ব্যবসমূহদ্বারা দন্তহীনভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া নিয়মসহকারে শ্রীরাধাকুণ্ডে ও গিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধনেই বাস করিব এবং সময় হইলে প্রিয়তম সরোবরেই (শ্রীরাধাকুণ্ডেই) শ্রীজীব-গোস্বামি প্রভৃতির সম্মুখে প্রাণত্যাগ করিব।

সুফুরলক্ষ্মী-লক্ষ্মী-ব্রজবিজয়লক্ষ্মীভর-লসদ্-
বপুঃ শ্রীগাঙ্কর্বা-স্মরনিকর-দীব্যদ্ গিরিভূতোঃ।
বিধাত্তে কুঞ্জাদৌ বিবিধবন্নিবন্তাঃ সরভসং
রহঃ শ্রীরাধাখ্যপ্রিয়তমজনৈস্তৈব চরমঃ ॥ ১০ ॥

[অঃ—১০] [আর আমি] শ্রীরাধাখ্যপ্রিয়তমজনস্ত এব (শ্রীরূপ-নামক প্রিয়তম জনেরই) চরমঃ (অল্পগামী হইয়া) কুঞ্জাদৌ (কুঞ্জপ্রভৃতি স্থলে) রহঃ (নির্জনে) সুফুরলক্ষ্মীলক্ষ্মীব্রজবিজয়লক্ষ্মীভরলসদ্বপুঃশ্রীগাঙ্কর্বা-স্মরনিকর-দীব্যদগিরিভূতোঃ (প্রকাশমান-কান্তিবিশিষ্ট লক্ষ্মীবৃন্দেরও পরাভবকারী সৌন্দর্য্যরাশিদ্বারা বিভূষিত-বিগ্রহা) শ্রীরাধিকা এবং

কোটিকন্দর্পাধিক সমুজ্জল শ্রীকৃষ্ণের) বিবিধব্রবিত্তাঃ (বিবিধ পরিচর্যা)
স্বরভঙ্গং (শ্রীধার সহিত) বিধান্তে (সম্পাদন করিব) ।

[অন্তঃ—১০] (আমি) ‘শ্রীরূপ’-নামক প্রিয়তমজনের পশ্চাদ্ভর্তা
হইয়াই কুণ্ডাদিতে নির্জনে শ্রীলক্ষ্মীদেবীর প্রকাশমান রূপরাশির
পর্যাবকারী রূপভরে শোভমানদেহা শ্রীরাধিকা ও কন্দর্পসমুদয়ের তায়
দেদীপ্যমান শ্রীগিরিধারীর বিবিধসেবা সানন্দে সম্পাদন করিব ।

কৃতং কেনাপ্যেতন্নিজ-নিয়মশংসি-স্ববসিৎ

পঠেৎ যো বিস্করঃ প্রিয়যুগলরূপেহর্পিতমনাঃ ।

দৃঢ়ং গোষ্ঠে জুষ্টো বসতি-বসতিং প্রাপ্য সময়ে

মুদা রাধাকৃষ্ণে ভজতি স হি তেনৈব সহিতঃ ॥ ১১ ॥

[অঃ—১১] কেন অপি (কোন এক ক্ষুদ্রজন-কর্তৃক) কৃতং
(বিরচিত) ইমং (এই) এতন্নিয়মশংসিস্ববসিৎ (যথোক্ত নিজ
নিয়মসূচক স্তবটি) যঃ (যিনি) বিস্করঃ (বিশ্বস্তভাবে) পঠেৎ (পাঠ
করেন), সঃ (তিনি) প্রিয়যুগলরূপে (প্রিয়তম শ্রীরাধাকৃষ্ণে) দৃঢ়ং
(দৃঢ়রূপে) অর্পিতমনাঃ (সমর্পিতচিত্ত হইয়া) গোষ্ঠে বসতি-বসতিং
(ব্রজভবনে নিবাস) প্রাপ্য (লাভ করিয়া) সময়ে (পরিচর্যাকালে)
তেন সহিতঃ এব (সেই নিজানুভূত শ্রীকৃষ্ণের সহিতই) মুদা (আনন্দে)
রাধাকৃষ্ণে (শ্রীরাধাকৃষ্ণকে) ভজতি (ভজন করেন) ।

[অন্তঃ—১১] কোনও অকিঞ্চনের বিরচিত নিজের নিয়ম-সূচক
এই স্তবটি যিনি শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীরূপে (অথবা প্রেম-পরায়ণ শ্রীরূপ-
প্রভূতে) চিত্তসমর্পণপূর্বক বিশ্বাসের সহিত পাঠ করিবেন, তিনি সময়ে
ব্রজধামে নিশ্চয়ই স্থান লাভ করিয়া সানন্দে বাস করিবেন এবং তাঁহারই
(শ্রীরূপপ্রভুবই) সহিত আনন্দে নিশ্চয়ই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা
করিবেন ।

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রীশ্রীগৌরজন-

শ্রীল-সচ্চিদাত্ম-ভক্তিবিনোদ-কৃত

স্বনিয়ম-দ্বাদশকম্

গুরো শ্রীগোরাঙ্গে তদুদিত-স্বভক্তি-প্রকরণে

শচীসুনোলীলা-বিকসিত-সুতীর্থে নিজমনো ।

হরেনাঙ্গি প্রেষ্ঠে হরিতিথিসু রূপানুগজনে

শুকপ্রোক্তে শাস্ত্রে প্রতিজনি মাস্তাং খলু রতিঃ ॥ ১ ॥

[প্রতিশব্দার্থ—১] গুরো (শ্রীগুরুদেবে), শ্রীগোরাঙ্গে
(শ্রীগৌরহৃদয়ে), তদুদিত-স্বভক্তিপ্রকরণে (শ্রীমহাপ্রভু-কর্তৃক উপদিষ্ট
স্বভক্তির বিষয়ে বা প্রসঙ্গে), শচীসুনোলীলা-বিকসিত-সুতীর্থে (শ্রীশচী-
নন্দনের লীলার দ্বারা উজ্জলিত শ্রীনবদীপাদি শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থানে), নিজমনো
(স্বীয় দীক্ষা-মন্ত্রে), প্রেষ্ঠে হরেঃ নামি (প্রিয়তম শ্রীহরিনামে), হরি-
তিথিসু (শ্রীহরিবাসরাদি শ্রীমাধব-তিথিসমূহে), রূপানুগজনে (শ্রীরূপানুগ
নাথুজনে), শুকপ্রোক্তে শাস্ত্রে (শ্রীশুকদেব গোস্বামি-কথিত শ্রীমদ্ভাগবত-
শাস্ত্রে) প্রতিজনি (প্রতিজ্ঞয়ে) মম (আমার) রতিঃ (প্রীতি) খলু
আস্তাম্ (বহুক) ।

[অনুবাদ—১] শ্রীগুরুদেবে, শ্রীগৌরসুন্দরে, শ্রীমম্বাহা-
প্রভুকর্তৃক উপদিষ্ট শুদ্ধভক্তির বিষয়ে বা প্রসঙ্গে, শ্রীশচীনন্দনের
লীলাদ্বারা উজ্জল শ্রীনবদীপাদি উত্তম তীর্থস্থানে (অথবা
শ্রীশচীনন্দনের লীলার প্রকাশহেতু শ্রেষ্ঠ তীর্থে) স্বীয় দীক্ষা-
মন্ত্রে, প্রিয়তম শ্রীহরিনামে, শ্রীহরিবাসরাদি তিথিসমূহে,
শ্রীকৃপানুগ সাধুজনে, শ্রীশুকদেব গোস্বামি-কথিত শ্রীমদ্ভাগবত-
শাস্ত্রে প্রতিজন্মে আমার প্রীতি রহুক—এই প্রার্থনা ।

সদা বৃন্দারণ্যে মধুররস-ধন্যে রসময়ঃ

পর্যং শক্তিং রাধাং পরমরসমূর্ত্তিং রময়তি ।

স চৈবায়ং কৃষ্ণে নিজভজন-মুদ্রায়ুপদিশন্

শচীসুখগোঁড়ে প্রতিজনি মমাস্তাং প্রভুবরঃ ॥ ২ ॥

[অঃ—২] মধুররসধন্যে (মধুর রসদ্বারা ধন্য) বৃন্দারণ্যে
(শ্রীবৃন্দাবনে) রসময়ঃ (অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ) পরমরসমূর্ত্তি
(বিপ্রলম্ব-রসবিগ্রহ) পর্যং শক্তিং (পরা শক্তি) রাধাং (শ্রীরাধাকে)
সদা (সর্বদা) রময়তি (আনন্দ—সেবানন্দ দান করিতেছেন) । স
এব কৃষ্ণঃ (সেই শ্রীকৃষ্ণই) গোঁড়ে (গোড়দেশে পূর্বশৈলে) নিজ-
ভজনমুদ্রাম্ (নিজ-ভক্তির পারিপাট্য) উপদিশন্ (উপদেশকারী)
অয়ং (এই) শচীসুখঃ (শ্রীশচীনন্দন) প্রতিজনি (প্রতিজন্মে) মম
(আমার) প্রভুবরঃ (নিয়ন্তা) আস্তাম্ (হউন) ।

[অনুঃ—২] মধুররস-ধন্য শ্রীবৃন্দাবনে অখিলরসামৃত-মূর্ত্তি
শ্রীকৃষ্ণ পরমরসরূপিণী (বিপ্রলম্বরসমূর্ত্তি) পরা শক্তি শ্রীরাধাকে
সর্বদা আনন্দ (সেবানন্দ) প্রদান করেন । সেই শ্রীকৃষ্ণই

গোড়দেশে নিজ ভজন-প্রণালী উপদেশকারী এই শ্রীশচীনন্দন
প্রতিজন্মে আমার নিয়ন্তা হউন ।

ন বৈরাগ্যং গ্রাহ্যং ভবতি ন হি যদ্ ভক্তিজনিতং
তথা জ্ঞানং ভানং চিতি যদি বিশেষং ন মনুতে ।

স্পৃহা মে নাষ্টাজে হরিভজন-সৌখ্যং ন হি যত-
স্ততো রাধাকৃষ্ণ-প্রচুরপরিচর্যা ভবতু মে ॥ ৩ ॥

[অঃ—৩] বৈরাগ্যং (বৈরাগ্য) হি (নিশ্চয়ই) গ্রাহ্যং (গ্রহণ-
যোগ্য) ন ভবতি (নহে) যৎ (যাহা) ন ভক্তিজনিতং (ভক্তি হইতে
জাত নহে) ; তথা (তদ্রূপ) জ্ঞানং (জ্ঞান) ভানং (ছল), যদি চিতি
(যদি চেতনে) বিশেষং (ব্যক্তিত্ব বা বিলাস) ন মনুতে (না স্বীকার
করে) ; অষ্টাজে (অষ্টাঙ্গযোগ-সাধনে) মে (আমার) স্পৃহা ন (স্পৃহা
নাই) যতঃ (যাহাতে—যে অষ্টাজে) হরিভজন-সৌখ্যং (শ্রীহরিসেবানন্দ)
ন হি (নাই-ই) । ততঃ (অতএব) মে (আমার) রাধাকৃষ্ণপ্রচুর-
পরিচর্যা (শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রচুর সেবা) ভবতু [সাধ্য-সাধন]
(হউক) ।

[অনুঃ—৩] যাহা ভক্তি হইতে উৎপন্ন নহে—এইরূপ
বৈরাগ্য গ্রহণযোগ্যই নহে ; তদ্রূপ যে জ্ঞান চেতনে ব্যক্তিত্ব
বা বিলাস স্বীকার না করে, তাহাও ছলনামাত্র ; যাহাতে
শ্রীহরিসেবানন্দ নাই এইরূপ অষ্টাঙ্গযোগে (৩) আমার স্পৃহা
নাই । অতএব আমার শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রচুর সেবা (সাধ্য-
সাধন) হউক ।

কুটীরেহপি ক্ষুদ্রে ব্রজভজনযোগ্যে তরুতলে

শচীসুনোস্তীর্থে ভবতু নিতরাং মে নিবসতিঃ।

ন চাশ্রিত্য ক্ষেত্রে বিবুধগণসেব্যে পুনকিতো

বসামি প্রাসাদে বিপুলধন-রাজ্যাস্থিত ইহ ॥ ৪ ॥

[অঃ—৪] শচীসুনোঃ (শ্রীশচীনন্দনের) তীর্থে (শ্রীনবদ্বীপ-মণ্ডলাদিতে) তরুতলে (বৃক্ষতলে) ব্রজভজনযোগ্যে (ব্রজের ভজনের উপযোগী) ক্ষুদ্রে (ক্ষুদ্র) কুটীরে অপি (কুটীরেও) মে (আমার) নিতরাং (একান্ত) নিবসতিঃ (বাস) ভবতু (হউক)। ইহ (এই পৃথিবীতে) বিবুধগণ-সেব্যো (মুনিগণের বা দেবগণেরও সেবনীয় অর্থাৎ বাসযোগ্য) বিপুলধন-রাজ্যাস্থিতে (বিপুল ধন ও রাজ্যবিশিষ্ট) অশ্রিত্য ক্ষেত্রে (অশ্রু দেশে) প্রাসাদে (দেবমন্দির বা রাজপুরীতে) ন চ বসামি (কিন্তু বাস করিব না)।

[অন্বঃ—৪] শ্রীগৌরতীর্থে (শ্রীনবদ্বীপাদি ধামে) বৃক্ষতলে শ্রীব্রজভজনের উপযোগী ক্ষুদ্র কুটীরে আমার একান্ত বসতি হউক। কিন্তু এই পৃথিবীতে মুনিগণের বা দেবগণেরও সেবনীয় (বাসযোগ্য) বিপুল ধন-রাজ্যসম্বিত অশ্রু দেশে, দেবমন্দির বা রাজপুরীতেও (আমি) বাস করিব না।

ন বর্গে সক্তির্মে ন খলু মমতা ছাশ্রমবিধৌ

ন ধর্মো নাধর্মো মম রতিরহাস্তে কচিদপি।

পরং তত্ত্বজ্ঞে মম জড়শরীরং ধ্বংসিৎ-

মতো ধর্ম্যান্ সর্বান্ স্তভজন-সহায়ান্ভিলষে ॥ ৫ ॥

[অঃ—৫] বর্গে (ব্রাহ্মণাদি বর্গে) মে (আমার) সক্তিঃ ন (আসক্তি নাই) ; ছাশ্রমবিধৌ (ব্রহ্মচর্যাди আশ্রমবিধানে) মমতা

(অনুরাগ) ন হি খলু (সত্যই নাই) ; ইহ (এই পৃথিবীতে) ধর্মো (কি পুণ্যজনক ধর্ম), অধর্মো (কি পাপজনক অধর্ম) কচিদপি (কোথাও) মম (আমার) রতিঃ (আদর) ন আস্তে (নাই)। পরং (পরন্তু) মম (আমার) ইদং (এই) জড়শরীরং (জড়শরীর) তত্ত্বজ্ঞে (সেই সেই ধর্ম) ধ্বংসম্ (ধারণ করিয়াছি)। অতঃ (অতএব) স্তভজন-সহায়ান্ (উত্তম ভজনের বা শুদ্ধভক্তির অহুকুল) সর্বান্ (সকল) ধর্ম্যান্ (ধর্ম) অভিলষে (অভিলাষ করি)।

[অন্বঃ—৫] ব্রাহ্মণাদি বর্গে আমার আসক্তি নাই ; ব্রহ্মচর্যাदि আশ্রমবিধানে সত্যই (আমার) মমতা নাই ; এই পৃথিবীতে কি ধর্ম, কি অধর্ম—কোনটিতেই আমার আগ্রহ নাই। পরন্তু সেই সকল ধর্ম (ধর্মসাধনে) আমার এই জড় শরীর [এতাবৎকাল] ধারণ করিয়াছি। অতএব (এক্ষণে) স্তভজনের (শুদ্ধভক্তির) অহুকুল ধর্মসকল আমি বাঞ্ছা করি।

স্বদৈন্ত্বং সারল্যং সকলসহনং মানদদনং

দয়াং স্বীকৃত্য শ্রীহরিচরণ-সেবা মম তপঃ।

সদাচারোহসৌ মে প্রভুপদপরৈর্যঃ সমুদিতঃ

প্রভোশ্চৈতত্ত্বশ্রীক্ষয়চরিতপীযুষকৃতিষু ॥ ৬ ॥

[অঃ—৬] স্বদৈন্ত্বং (স্বদীনতা), সারল্যং (সরলতা), সকল-সহনং (সর্বপ্রকার সহিষ্ণুতা), মানদদনং (মানদান), দয়াং (দয়া) স্বীকৃত্য (স্বীকারপূর্বক) মম (আমার) শ্রীহরিচরণসেবা (শ্রীহরি-পাদপদ্মসেবাই) তপঃ (ত্রত)। প্রভোশ্চৈতত্ত্বশ্রীক্ষয়-চৈতত্ত্বের) অক্ষয়চরিতপীযুষকৃতিষু (অক্ষয়-চরিতামৃতপূর্ণ গ্রন্থাদিতে)

প্রভুপদপরৈঃ (মহাপ্রভুর পাদপদ্মসেবৈকনিষ্ঠ ভক্তগণকর্তৃক) যঃ
(যাহা—যে আচার) সমুদিতঃ (উপদিষ্ট), অসৌ (উহা) মে (আমার)
সদাচারঃ (সদাচার) ।

[অন্বঃ—৬] সুদীনতা, সরলতা, সর্ববিষয়ে সহিষ্ণুতা,
মানদান ও দয়া স্বীকারপূর্বক শ্রীহরিপাদপদ্ম-সেবাই আমার
ব্রত । মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অক্ষয়-চরিতামৃতপূর্ণ গ্রন্থাদিতে
যে-সমস্ত আচার শ্রীমন্নমহাপ্রভুর পাদপদ্মসেবৈকনিষ্ঠ ভক্তগণ-
কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছে উহাই আমার সদাচার ।

ন বৈকুণ্ঠে রাজ্যে ন চ বিষয়কার্যে মম রতি-

ন নির্বাণে মোক্ষে মম মতিরিহাস্তে ক্ষণমপি ।

ব্রজানন্দাদ্যুচ্ছিন্ন-বিলসিতং পাবনমপি

কথঞ্চিৎ রাধাষয়-বিরহিতং নো স্তুখয়তি ॥ ৭ ॥

[অঃ—৭] ন বৈকুণ্ঠে রাজ্যে (না বৈকুণ্ঠরাজ্যে), ন চ
বিষয়কার্যে (না বিষয়কার্যে) মম (আমার) রতিঃ (আসক্তি); ইহ
(এই প্রপঞ্চে) নির্বাণে মোক্ষে (সাধুজ্য-মুক্তিতে) ক্ষণমপি (মুহূর্তের
জন্তও) মম (আমার) মতিঃ (আদর) ন আস্তে (নাই); ব্রজানন্দাৎ
(ব্রজানন্দ ব্যতীত) অত্রং (অত্র) রাধাষয়-বিরহিতং (শ্রীরাধিকা-সম্বন্ধ-
রহিত) হরিবিলসিতং (শ্রীহরির বিলাস) পাবনমপি (পবিত্র হইলেও)
মাং (আমাকে) কথঞ্চিৎ (কোনপ্রকারে) নো স্তুখয়তি (স্তুখ প্রদান
করে না) ।

[অন্বঃ—৭] কি বৈকুণ্ঠরাজ্যে, কি বিষয়কার্যে আমার
আসক্তি নাই; এই প্রপঞ্চে সাধুজ্যাদি মুক্তিতে মুহূর্তের জন্তও

আমার আদর নাই । শ্রীব্রজানন্দ ব্যতীত অত্যাশ্রয় শ্রীরাধিকা-
সম্বন্ধরহিত শ্রীহরির বিলাস পবিত্র হইলেও আমাকে কোনও
প্রকারে স্তুখ দান করে না ।

ন মে পত্নী-কন্যা-তনয়-জননী-বন্ধুনিচয়া

হরৌ ভক্তে ভক্তৌ ন খলু যদি তেবাং স্তমমতা ।

অভক্তানামগ্নগ্রহণমপি দোষো বিষয়িণাং

কথং তেবাং সঙ্গাচ্ছিন্নভজন-সিদ্ধিভবতি মে ॥ ৮ ॥

[অঃ—৮] পত্নী-কন্যা-তনয়-জননী-বন্ধুনিচয়াঃ (স্ত্রী, কন্যা, পুত্র,
গর্ভধারিণী ও বন্ধুগণ) মে ন (আমার নহে) যদি (যদি) তেবাং
(তাহাদের) হরৌ (শ্রীহরিতে), ভক্তে (ভগবদ্ভক্তে), ভক্তৌ
(ভক্তিতে) স্তমমতা (স্তম্ভা আসক্তি) খলু (সত্যই) ন (না থাকে) ।
অভক্তানাং (অভক্ত) বিষয়িণাং (বিষয়িগণের) অগ্নগ্রহণম্ অপি
(অগ্নগ্রহণও) দোষঃ (দোষ বা পাপ); তেবাং সঙ্গাং (তাহাদের সঙ্গ
করিলে) কথং (কিরূপে) মে (আমার) হরিভজনসিদ্ধিঃ (হরিভজনে
সিদ্ধি) ভবতি (হইবে) ?

[অন্বঃ—৮] পত্নী, কন্যা, পুত্র, জননী ও বন্ধুগণ আমার
(কেহ) নহে—যদি শ্রীহরিতে, ভগবদ্ভক্তে ও ভক্তিতে তাহাদের
সুদৃঢ় মমতা বাস্তবিক না থাকে । অভক্ত বিষয়িগণের অগ্ন-
গ্রহণও দোষ (অধঃপাতকর); অতএব তাহাদের সঙ্গ করিলে
কিরূপে আমার হরিভজনে সিদ্ধি লাভ হইবে ?

অসত্ত্বকৈরক্কান্ জড়স্থপরান্ কৃষ্ণবিমুখান্
কুনির্ব্বাণাসক্তান্ সত্তত্তমতিদূরে পরিহরন্ ।
অরাধং গোবিন্দং ভজতি নিতরাং দাস্তিকতয়া

তদভ্যাসে কিন্তু ক্ষণমপি ন যামি ব্রতমিদম্ ॥ ৯ ॥

[অঃ—৯] অসত্ত্বকৈঃ (অসদ্বিষয়ক তর্ক বা কুতর্ক দ্বারা) অন্ধান্ (অন্ধ), জড়স্থপরান্ (জড়স্থপ্রমত্ত), কৃষ্ণবিমুখান্ (কৃষ্ণসেবা-বিমুখ), কুনির্ব্বাণাসক্তান্ (কুংসিত নির্ব্বাণে আসক্ত জনগণকে) সত্তত্তং (সর্ব্বদা) অতিদূরে (অতিদূরে) পরিহরন্ [অপি] (পরিহার করিয়াও) (যে ব্যক্তি) নিতরাং দাস্তিকতয়া (অত্যন্ত দাস্তিকতা-বশে) অরাধং (শ্রীরাধা-বিরহিত) গোবিন্দং (গোবিন্দকে) ভজতি (ভজনা করে), তদভ্যাসে (তাহার নিকটে) কিন্তু (কিন্তু) ক্ষণমপি (ক্ষণকালের জন্মও) ন যামি (যাই না)—ইদম্ (ইহা) [আমার] ব্রতম্ (নিয়ম) ।

[অনুরূপঃ—৯] কুতর্কে অন্ধ, জড়স্থপ্রমত্ত, কৃষ্ণসেবাবিমুখ, ছলনাময় নির্ব্বাণে (মোক্ষাদিতে) আসক্ত জনগণকে সর্ব্বদা অতিদূরে পরিহার করিয়াও (যে ব্যক্তি) অত্যন্ত দাস্তিকতা-বশতঃ শ্রীরাধা-বিরহিত গোবিন্দের ভজনা করে, আমি তাহার নিকটে ক্ষণকালের জন্মও যাই না—ইহাই আমার ব্রত ।

প্রসাদান্ন-ক্ষীরাশন-বসন-পাত্রাদিভিরহং

পদার্থে নির্ব্বাহ ব্যবহৃত্তিমসঙ্গঃ কুবিষয়ে ।

বসন্তীশাক্ষেত্রে যুগল-ভজনানন্দিতমনা-

স্তনুং মোক্ষ্যে কালে যুগপদপরাণাং পদতলে ॥ ১০ ॥

[অঃ—১০] অহম্ (আমি) প্রসাদান্ন-ক্ষীরাশন-বসন-পাত্রাদিভিঃ (প্রসাদী অন্নভুঙ্গাদি খাদ্য, বসন ও পাত্রাদি) পদার্থেঃ (দ্রব্যদ্বারা)

স্বনিয়ম-বাদশকম্

ব্যবহৃতিং (ব্যবহার) নির্ব্বাহ (সম্পাদন করিয়া), কুবিষয়ে (প্রাকৃত-বিষয়ে) অসঙ্গঃ [সন্] (অনাসক্ত হইয়া), যুগল-ভজনানন্দিতমনাঃ (শ্রীযুগলসেবায় হৃষ্টচিত্ত হইয়া) দৈশাক্ষেত্রে (শ্রীরাধাকুণ্ডে) বসন (বাসপূর্ব্বক) কালে (দেহত্যাগের সময় উপস্থিত হইলে) যুগপদপরাণাং (শ্রীযুগলপাদপদ্মসেবী ভক্তগণের) পদতলে (শ্রীপাদপদ্মাত্তিকে) তনুং (শরীর) মোক্ষ্যে (ত্যাগ করিব) ।

[অনুরূপঃ—১০] আমি প্রসাদী অন্ন-ভুঙ্গাদি খাদ্য, বসন ও পাত্রাদি পদার্থদ্বারা ব্যবহারিক জীবন নির্ব্বাহ করত প্রাকৃতবিষয়ে অনাসক্ত হইয়া শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডের সেবায় হৃষ্টচিত্তে শ্রীরাধাকুণ্ডে বাসপূর্ব্বক যথাকালে (দেহত্যাগের সময় হইলে) শ্রীযুগল-পাদপদ্মসেবী ভক্তগণের শ্রীপাদপদ্মাত্তিকে শরীর ত্যাগ করিব ।

শচীসুনোরাজ্ঞাগ্রহণচতুরো যো ব্রজবনে

পরারাদ্যাং রাধাং ভজতি নিতরাং কৃষ্ণরসিকাম্ ।

অহং ভেতৎপাদামৃতমন্মুদিনং নৈষ্টিকমনা

বহেয়ং বৈ পীত্বা শিরসি চ মুদা সন্নতিযুতঃ ॥ ১১ ॥

[অঃ—১১] শচীসুনোঃ (শ্রীশচীনন্দনের) আজ্ঞাগ্রহণচতুরঃ (আদেশ-পালনবিষয়ে চতুর) যঃ (যিনি) ব্রজবনে (শ্রীবৃন্দাবনে) কৃষ্ণ-রসিকাং (কৃষ্ণরসে নিমগ্না) পরারাদ্যাং (মুখ্য আরাদ্যা) রাধাং (শ্রীরাধাকে) নিতরাং (একান্তভাবে) ভজতি (ভজনা করেন), এতৎ-পাদামৃতং (ইহার শ্রীচরণামৃত) অহং (আমি) তু (কিন্তু) নৈষ্টিকমনাঃ (নিষ্ঠাপূর্ণ্বহৃদয়) চ (ও) সন্নতিযুতঃ (স্তুষ্ট প্রণতিযুক্ত) [হইয়া] মুদা (মানন্দে) অহুদিনং (প্রতিদিন) পীত্বা (পান করিয়া) শিরসি (মস্তকে) বহেয়ং বৈ (অবশ্য ধারণ করিব) ।

[অনুঃ—১১] শ্রীশচীনন্দনের নির্দেশ-পালনে চতুর যিনি ব্রজবনে শ্রীকৃষ্ণরসে বিভোরা (বা শ্রীকৃষ্ণরসজ্ঞা) মুখ্যা ও আরাধ্যা (অথবা পরমারাধ্যা) শ্রীরাধাকে একান্তভাবে (বা নিত্যকাল) ভজন করেন, ইহার শ্রীচরণামৃত আমি কিন্তু নিষ্ঠাপূর্ণহৃদয়ে ও সুষ্ঠু প্রণতিসহকারে প্রতিদিন উল্লাসভরে পান করিয়া মস্তকে অবশ্যই ধারণ করিব।

হরেদাস্তং ধর্মো মম তু চিরকালং প্রকৃতিভো

মহামায়া-যোগাদভিনিপতিতঃ দুঃখ-জনধো।

ইতো যাস্তাম্যুর্দ্ধং স্বনিয়ম-সুরত্যা প্রতিদিনং

সহায়ো মে মাত্রং বিতথদলনী বৈষ্ণব-কৃপা ॥ ১২ ॥

[অঃ—১২] হরেঃ (শ্রীহরির) দাস্তং (সেবকতাব—সেবা) চিরকালং (নিত্যকাল) মম (আমার) প্রকৃতিতঃ (স্বভাবগত) ধর্মঃ (ধর্ম); তু (কিন্তু) মহামায়াযোগাৎ (প্রবল মায়াসংযোগহেতু বা মহামায়ার বলে) দুঃখজনধো (দুঃখসমুদ্রে) অভিনিপতিতঃ (নিমগ্ন হইয়াছি)। প্রতিদিনং (প্রত্যহ) স্বনিয়মসুরত্যা (স্বনিয়মে উত্তম নিষ্ঠাবলে) ইতঃ (ইহার—মায়ার বা সংসারের) উর্দ্ধং (উপরে অর্থাৎ অতীতে—অপ্রাকৃতধামে) যাস্তামি (চলিয়া যাইব)। মাত্রং (শুধু) বিতথদলনী (মায়ানাশিনী) বৈষ্ণবকৃপা (বৈষ্ণবের করুণা) মে (আমার) সহায়ঃ (বন্ধু বা অভিভাবক)।

[অনুঃ—১২] শ্রীহরির দাসত্বই নিত্যকাল আমার স্বভাবগত ধর্ম; কিন্তু মায়ার প্রবল সংযোগহেতু দুঃখসমুদ্রে

পড়িয়া গিয়াছি। প্রতিদিন স্বনিয়মে দৃঢ়নিষ্ঠার বলে ইহার (মায়া বা সংসারের) উর্দ্ধে (অতীতে—অপ্রাকৃতধামে) চলিয়া যাইব। একমাত্র মায়াবিনাশিনী বৈষ্ণবকৃপা আমার বন্ধু বা অভিভাবক হউন।

কৃতং কেনাপ্যেতৎ স্বভজনবিধৌ স্বং নিয়মকং

পঠেদ্ যো বিশ্রকঃ প্রিয়মুগলরূপেহর্পিতমনাঃ।

ব্রজে রাধাকৃষ্ণৌ ভজতি কিল সংপ্রাপ্য নিলয়ং

স্বমঞ্জর্যাঃ পশ্চাদ্ বিবিধবরিবস্তাং স কুরুতে ॥ ১৩ ॥

[অঃ—১৩] স্বভজনবিধৌ (নিজের ভজনক্রিয়া-বিষয়ে) কেন অপি (কোন শ্রীহরিরজনকর্তৃক) কৃতং (রচিত) এতৎ (এই) স্বং নিয়মকং (স্বনিয়ম-বাদশক) যঃ (যিনি) বিশ্রকঃ (বিশ্বাসযুক্ত) [ও] প্রিয়মুগলরূপে (প্রিয় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের রূপে বা শ্রীমুর্তিতে) অর্পিতমনাঃ (সমর্পিতচিত্ত) [হইয়া] পঠেৎ (পাঠ করেন) সঃ (তিনি) কিল (প্রকৃতই) ব্রজে (ব্রজধামে) নিলয়ং (স্থান) সংপ্রাপ্য (লাভ করিয়া) রাধাকৃষ্ণৌ (শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের) ভজতি (ভজন করেন),—স্বমঞ্জর্যাঃ (নিজ মঞ্জরীর) পশ্চাৎ (পশ্চাতে) [থাকিয়া], বিবিধবরিবস্তাং (নানা-প্রকারের সেবা) কুরুতে (করিতে থাকেন)।

[অনুঃ—১৩] নিজভজনাভ্যুত্থানের জন্তু কোন নিষ্কিঞ্চন শ্রীহরিরজনকর্তৃক রচিত এই “স্বনিয়ম-বাদশকম্” যিনি বিশ্বাসভরে ও নিজের প্রিয় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীরূপে বা শ্রীমুর্তিতে অথবা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণমিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীরূপে বা শ্রীবিগ্রহে অথবা শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের বা শ্রীগৌর-

সুন্দরের নিজ-জন শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভুতে চিত্ত সমর্পণ করিয়া
পাঠ করেন, তিনি সত্যই শ্রীব্রজধামে স্থান লাভ করিয়া
শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ভজনা করেন—স্বীয় শ্রীমঞ্জরীর পশ্চাতে
থাকিয়া নানাপ্রকার সেবা করিতে থাকেন।

ইতি শ্রীমদ্রঘুনাথদাসগোস্বামি-প্রভু-চরণরেণুপবায়ণ-
শ্রীভক্তিবিনোদদাসকৃতং অনিয়মষাটশকং

—ঃ সমাপ্তম্ :—